BanglaBook.org

বেন – হুর

খ্রীষ্টের একটি গল্প

লিউ ওয়ালেস

সম্পূর্ণ এবং অসংক্ষিপ্ত !

www.BanglaBook.org

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত,
এপ্রিল—১৯৭২

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

লেখক-পরিচয়

'বেন হুর' গ্রন্থের লেখক লী ওয়ালেস (Lewis wallace) ছিলেন একাধারে আইনজ্ঞ, বীর যোদ্ধা এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁর পিতা ডেভিড ওয়ালেস ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের গভর্নর এবং সমকালীন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্। ঐ রাজ্যের ক্রকভিল্ শহরে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল লী ওয়ালেস জন্মগ্রহণ করেন। আইনজীবী হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। মার্কিন গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সৈন্যবিভাগে যোগদান করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং নিজের অসামান্য শৌর্যে ও রণদক্ষতায় রাজধানী ওয়াশিংটন শহরকে শত্রুদের সুনিশ্চিত দখল হইতে রক্ষা করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রিগেডিয়ার জেনারেল' এবং পর বৎসর 'মেজর জেনারেল' পদে উন্নীত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতঃস্মরণীয় প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের সময় তিনি 'কোর্ট মার্শালে'র সদস্য ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যবিভাগ হইতে পদত্যাগ করিয়া পুনরায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি 'নিউ মেক্সিকো' রাজ্যের গভর্নর (১৮৭৮-৮১) এবং তুরস্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত (১৮৮১-৮৫) নিযুক্ত হন।

যে তিনটি ঐতিহাসিক রচনার জন্য তিনি সাহিত্যিক হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সেগুলি হল—(১) দি ফেয়ার গড্, (২) দি প্রিন্স অফ্ ইণ্ডিয়া, এবং (৩) বেন হুর। ইহাদের মধ্যে 'বেন হুর' (রচনাকাল —১৮৮০) বিশ্বপ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া অসংখ্য পাঠকের সমাদর লাভ করিয়াছে। বেন হুরের গল্প অবলম্বনে নাটক এবং ফিল্মও রচিত হইয়াছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পরিণত বয়সে এই প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের ক্রফোর্ডভিল্ শহরে পরলোকগমন করেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রথম পর্ব

এক

পালেস্তাইন শহর……

যীশু খৃষ্টের জন্ম হবার ক' বছর আগেকার কথা ঃ

প্রকাণ্ড দেশ পালেস্তাইন তখন রোমের অধীনে। পালেস্তাইনের প্রধান শহর জেরুজালেম। জুডিয়া, সামারিয়া আর গালিলি—এ-তিন জেলায় যত ইহুদীর বাস। এ-তিনটি ছাড়া আরো অনেক জেলা আছে।

রোমে সীজারের আসনে তখন অগস্তাস। জুডিয়ার রাজা হেরদ। সীজারের অধীনে হেরদ সামন্ত-রাজা।

হেরদ ছিল যেমন দাম্ভিক, তেমনি অত্যাচারী। তার অত্যাচারে মান-প্রাণ আর সম্পত্তি হারাবার ভয়ে লোকে সব-সময়ে তটস্থ। সাধু-সন্ন্যাসী আর জ্যোতিষীরা তখন গণনায় জানলেন—পালেস্তাইনে শিগ্‌গিরই এমন একটি ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে এ অত্যাচারের অবসান হবে! সে-ছেলে সব অনাচার, সব কুসংস্কার দূর করে দিয়ে এক নতুন ধর্ম প্রচার করে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন!

খবর শুনে রাজা হেরদ রাগে জ্বলে উঠলো। তখনি সে হুকুম দিলো—রাজ্যে যার ঘরে ছেলে জন্মাবে—দয়া-মায়া না দেখিয়ে তখনি সে-ছেলেকে মার কোল থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে মেরে ফেলতে হবে।

রাজার অসংখ্য চর ব্যাধের মতো রাজ্যময় ঘোরে দিন-রাত; যে-ঘরে ছেলে জন্মায়, মায়ের কোল থেকে তাকে কেড়ে আনে—এনে শানে আছড়ে মেরে ফেলে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

রাজ্যের লোক সব সময়ে ভয়ে আড়ষ্ট! সকলে ভাবে, কবে জ্যোতিষী আর সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা সত্যি হবে! কবে মানুষের সেই ত্রাণকর্তার জন্ম হবে।

এমনি ভয়-ভাবনার মধ্যে পালেস্তাইনের এক নিরালা কুটীরে হলো যীশুর জন্ম। এ-জন্ম-কথা কেউ জানলো না। এবং যে-বছর যীশুর জন্ম, সে-বছর কেটে যাবার আগেই অতি শোচনীয়-ভাবে রাজা হেরদের মৃত্যু হলো।

হেরদের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বাধলো ভয়ানক ঝগড়া-বিবাদ। সীজার অগস্তাস তখন সিংহাসন কেড়ে নিয়ে জুডিয়ার শাসন-ভার দিলেন তাঁর এক কর্মচারীর হাতে। সে আগে ছিল জুডিয়ার রাজ্যপাল। রাজ্যপালের অফিস জেরুজালেমে। জুডিয়ার রাজা হেরদের ছিল প্রকাণ্ড প্রাসাদ—বাগান, দীঘি, ফোয়ারায় সাজানো জমকালো প্রাসাদ—সে-প্রাসাদের একদিকে হলো পুরোহিতের আস্তানা—আর এক দিকে দপ্তরখানা আর রোমান পাহারাদার আর গোয়েন্দাদের আপিশ।

জুডিয়ার অত জাঁক-জমক, অমন গৌরব, সীজার অগস্তাসের হাতে শেষ হয়ে গেল।

———

BanglaBook.org

দুই

ক'বছর পরের কথা।

জুডিয়ার জিয়ন পাহাড়ের বুকে রাজা হেরদের এক প্রাসাদ ছিল, বাগানে ঘেরা। বাগানের বাইরে অসংখ্য বাড়ি-ঘর। বেশির ভাগ বাড়িই দোতলা। দোতলা বাড়িগুলোয় বারান্দা আছে;

www.BanglaBook.org

নিচের তলায় গ্যালারির-ছাঁদে-গড়া টানা পাঁচিল। সব বাড়ির সঙ্গে বাগান ; বাগানে রকমারি ফল-ফুলের গাছ।

প্রাসাদের নিচে থেকে বাগান ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। বাগানের মাঝখানে জলের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, আর পাথরে বাঁধানো ঝরনা। চৌবাচ্চার গায়ে মাঝে-মাঝে জাফরি-কাটা দরজা—এই সব দরজা খুলে বেশ সহজে চৌবাচ্চায় জল ভরা আর জল খালি করা হয়। চৌবাচ্চার গা বয়ে কাটা খাল—এই সব খালে-খালে চৌবাচ্চার জল বয়ে সারা শহরে জল জোগানো হয়।

ঝরনার খানিক দূরে বড়ো দীঘি। দীঘির জল স্ফটিকের মতো। দীঘির পাড়ে বেতের ঝোপ—ওলিয়াণ্ডারের ঝাড়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। দুপুর বেলা। ভয়ানক গরম পড়েছে—রোদের তাতে পৃথিবী ঝাঁ-ঝাঁ করছে। বাতাসের নাম নেই। বাগানে এই দীঘির ধারে ঝোপের আড়ালে দু'জন সুশ্রী যুবা বসে কথা কইছে। একজনের বয়স উনিশ আর একজনের সতেরো। যার বয়স উনিশ, তার নাম মেশালা। মেশালা জাতে রোমান। আর একজনের নাম জুডা—সে ইহুদী। দু'জনে ছেলেবেলা থেকে পাশাপাশি মানুষ হয়েছে, তাই দু'জনের মধ্যে খুব ভাব গড়ে উঠেছে। মেশালা ক'বছর রোমে ছিল। রোমে গিয়েছিল লেখাপড়া আর কাজকর্ম শিখতে, সম্প্রতি জুডিয়ায় ফিরে এসেছে। ফিরেই এই বাগানে দুই বন্ধুর দেখা।

জুলিয়াস সীজারকে সরাবার জন্য যাঁরা চক্রান্ত করেছিলেন, সে-দলের নায়ক ছিলেন ব্রুটাস। মেশালার পিতামহ ছিলেন এই ব্রুটাসের সহচর। সেই থেকে রাজ-দরবারে মেশালাদের খুব আদর আর খাতির। রোম পরে জুডিয়া-রাজ্য দখল করে ; জুডিয়ার রাজা হেরদ ছিল ইহুদী—জয় করেও রাজ্য-চালনার ভার রোমানরা রাখে ইহুদী রাজাদের হাতে—কিন্তু রোমান-অফিসার এলেন রাজার মন্ত্রী হয়ে। ইহুদী রাজা নামেই রাজা! সিংহাসনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি বসেন—কিন্তু কাজকর্ম চলে রোমের হুকুমে—এই মন্ত্রীর কথায়। মেশালার বাবা জুডিয়ায় এসেছিলেন জুডিয়া-রাজের মন্ত্রী হয়ে। মন্ত্রী থাকেন জুডিয়ার প্রকাণ্ড এক পুরীর একদিকে, সে-পুরীর আর-একদিকে থাকেন প্রধান পুরোহিত।

দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছে—জুডা বললে—'কাল এখানে আসছেন নতুন রাজ্যপাল—তুমি শুনে এসেছো।'

মেশালা বললে—'হ্যাঁ।'

—'কার কাছে শুনেছো?'

বেশ মুরুব্বির ভঙ্গিতে মেশালা বললে—'আরে, খোদ্ ইশ-মায়েলের কাছে—তোমাদের জাতের তিনি পুরোহিত! তিনি নিজে আমাকে এ-কথা বললেন। তিনি বললেন—"কাল নতুন রাজ্যপাল আসছেন শহরে।" তবে পুরোহিত হলো জাতে মিশরী—জানো তো, মিশরীরা সত্যি কথা বলতে জানে না। তাই কথাটা খাঁটি কি না, জানবার জন্য আজ সকালে আমি গিয়েছিলুম টাওয়ারের ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলুম। ক্যাপ্টেন বললে—'হ্যাঁ, রাজ্যপাল কাল এখানে আসছেন। ধুমধামের ব্যবস্থা যা হচ্ছে, খুব!" চোখেও দেখে এলুম! গার্ডের দল হাতিয়ারে শান দিচ্ছে। টাওয়ারের মাথায় যে মস্ত গ্লোব আর ঈগলের মূর্তি—সে দুটো গিলটি করা হচ্ছে। টাওয়ারের বড়ো-বড়ো ঘরগুলো তালাবন্ধ থাকে—তালাচাবি খুলে সে-সব ঘর সাফ করা হচ্ছে। রাজ্যপালের সঙ্গে বিরাট ফৌজ আসবে। সে-ফৌজ থাকবে ঐ টাওয়ারে।'

জুডা শুনলো। কথাগুলো তার ভালো লাগলো না। আরো ভালো লাগলো না মেশালার কথা বলার ভঙ্গি। এ-ভঙ্গিতে কী ভয়ানক অহংকার। অর্থাৎ জুডা জাতে ইহুদী—মেশালা রোমান—রোমান আজ বিজয়ী-শাসনকর্তা—ইহুদীরা যুদ্ধে হেরে রোমানের অধীন। রোমান বড়ো, ইহুদী ছোটো···মেশালার কথার ভঙ্গিতে

www.BanglaBook.org

ঠিক সেই ভাব; জুডার মনে দুঃখ হলো···দু'জনে এত বন্ধুত্ব! মনে পড়লো মেশালা যেদিন জুডিয়া থেকে সেই রোমে যায়··· এই বাগানেই দু'জনে সেদিন দেখা···সেই বিদায় নেওয়া··· মেশালার হাতে জুডার হাত—মেশালার দু'চোখ জলে ছলছল··· মেশালা বলেছিল, 'আমাদের এ-ভাব চিরদিনের, জেনো।' মনে পড়লো, চোখের জলে মেশালা কথা শেষ করতে পারেনি। কথা শেষ না-করলেও জুডা বুঝেছিল মেশালা কী বলতে চায়। আর আজ?

জুডার মুখে কথা নেই। সে শুধু তাকিয়ে আছে মেশালার দিকে। মেশালা বললে—'কী, তোমার যে মুখে কথা নেই, জুডা! রাজ্যপাল আসছে শুনে কী এমন ভাবছো? মানে, নতুন রাজ্যপাল এলে তোমার মাথায় বাজ পড়বে না তো যে তার জন্য এত ভাবনা!"

নিশ্বাস ফেলে জুডা বললে—'না, তা নয় মেশালা। রাজ্যপালের কথা আমি ভাবছি না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি সেই মেশালা! পাঁচ বছর আগে যে রোমে গিয়েছিল?'

বাধা দিয়ে হেসে মেশালা বললে—'নতুন লোক হয়ে গেছি এ-পাঁচ বছরে, এই বলছো তো! তা যদি হয়ে থাকি, তোমার তাতে ক্ষতি কী?'

জুডা বললে—'পাঁচ বছরে আমিও নতুন জুডা হয়েছি, ভাই। পাঁচ বছরে আমারো অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমি জেনেছি, এ-জুডিয়া আর সে-জুডিয়া নেই! পুরোনো দিনে জুডিয়া ছিল স্বাধীন রাজ্য, এখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দাসত্বের বন্ধন। ইশমায়েল প্রধান পুরোহিত, মনিব—কিন্তু তিনি রোমের চাকর। রোমের হুকুম তাঁকে আগে মানতে হবে, তারপর তাঁর ধর্ম!'

মেশালা বেশ উৎসাহভরে বলে উঠলো—'বুঝেছি, তুমি বলতে চাও, তোমাদের জাতের ভক্তিশ্রদ্ধার উপর ইশমায়েলের আসন

www.BanglaBook.org

নয়, তার এ-আসন মিলেছে রোমের কৃপায়, তোষামোদ বা স্তব-স্তুতির জোরে! জাতে ও মিশরী, ইহুদী নয়—এই তো? কিন্তু আমার কথা হলো, মিশরী আর ইহুদী—দু-জাতই সমান, দু-জাতে কোনো ইতর-বিশেষ নেই। পৃথিবীর চেহারা দিনে-দিনে বদলে যাচ্ছে। সব জাতের মতো, দৃষ্টিভঙ্গি কালে-কালে বদলাচ্ছে—কিন্তু তোমাদের ইহুদী জাত আর মিশরীরা—এই দু-জাত পাহাড়ের মতো অটল রয়ে গেছে! যার প্রাণ আছে, তার অদল-বদল হবেই—জড়-পাথরেরই শুধু অদল-বদল নেই! তোমরা দু-জাত জড়—তোমাদের প্রাণ নেই, তাই তোমরা বদলাতে চাও না।'

এ-কথা বলে পায়ের কাছে বালির উপরে মেশালা কাটলো গোল দাগ, কেটে বললে—'এই যে গোল চক্র দেখছো, এর যেমন আগা নেই, শেষ নেই, তোমরা দু-জাত তেমনি গোল-চক্রের গোল রেখা ধরে ঘুরপাক খাচ্ছো অনন্তকাল ধরে—এ-রেখার এক তিল এধারে-ওধারে যেতে জানো না! তাতে মানুষ কখনো মানুষ থাকে?'

মেশালার মুখে এমনি সব কথা—আর সব কথায় তার যেন দারুণ অবজ্ঞা! জুডার ভালো লাগলো না। সে বললে—'আমি আসি, মেশালা!'

তার হাত ধরে তাকে বসিয়ে মেশালা বললে—'না, না, বোসো, বোসো। আমি বন্ধু—তোমাকে যা বলি, শোনো! এই যে কাব্য, ছবি আর এই যত শিল্পকলা, এ-সবের কোনো ধার ধারো না তোমরা! তোমাদের ধর্মে ছবি আঁকা, কাব্য লেখা—এ-সব হলো মহাপাপ। গান-বাজনা—তাও মহাপাপ! বক্তৃতা দেবে—তাও তোমাদের ধর্মে বারণ। ভাবো তো, কী নিয়ে তাহলে তোমাদের জীবন? মানুষ হয়ে জন্মে কী তুমি পেলে তাহলে? জন্তু-জানোয়ারদের মতো শুধু খাওয়া আর

www.BanglaBook.org

খাওয়া—না, না, কথাটা ভেবে ছাখো—বেশ সহজ মনে বিচার করো গোঁড়ামি ত্যাগ করে!'

জুডা কোনো জবাব দিলে না।

মেশালা বললে—'সত্যি, আমার ভারি করুণা হয় তোমার উপর। জীবনে তোমার কোনো আশা নেই! জীবনে মানুষ কতদিকে কত কাজ করে, কত কল্পনা করে, আশা করে—তোমার জীবনে সে-সব কৈ? আমার মনে হয়, ইহুদী জাতটার উপর বিধাতার অভিশাপ আছে।'

মুখ তুলে জুডা তাকালো মেশালার পানে, মেশালার দু-চোখের দৃষ্টিতে করুণা আর অনুকম্পা।

মেশালার লক্ষ্য নেই সেদিকে, আপন-মনে বলতে লাগলো—'এই এত বড়ো পৃথিবী,...কটা জাত আর কতটুকু জয় করেছে! এখনো কত দেশ রয়েছে—সে-সব দেশের নামও জানে না অনেকে—আমি চাই সেই-সব নতুন নতুন দেশে যেতে—সেই-সব দেশ জয় করতে। তার সুযোগও আছে আমাদের জীবনে! কিন্তু তোমার জীবনে? এই যে আমি রোমে গিয়েছিলুম লেখাপড়া শিখতে—রোম, যেন স্বর্গ! যা চাইবে, পাবে। আর তোমার জুডিয়া—এখানে টাকা আছে, মানি! কিন্তু সে-টাকা নিয়ে এখানে কী করবে? শুধু জমানো ছাড়া! টাকা ভোগ করবার উপায় নেই! আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই—যেন গরাদখানা!'

জুডা বেশ ধীর কণ্ঠেই বললে—'ভালো। আমি অত বুঝি না মেশালা, তুমি বোঝো। আমি শুধু এইটুকু বুঝছি—তোমাতে আমাতে আজ আকাশপাতাল তফাৎ। তোমার মন যা চায়, আমার মন তা চায় না! কাজেই দু'জনে দেখাশুনা আর ঠিক হবে না! আলাদা-আলাদা থাকাই ভালো! মনে-মনে যখন মিল হবে না—তখন...তাছাড়া তুমি আজ মনে করিয়ে দিয়েছো যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুমি রোমান, বিজয়ী—আর আমি সেই রোমানের অধীন—ইহুদী।'

মেশালা বললে—'তুমি ভুল বুঝছো, জুডা! তুমি আমার বন্ধু—তার উপর বয়সে আমার চেয়ে ছোটো। আমি তোমার ভালো চাই, তাই এ-কথা বলছি!'

বাধা দিয়ে জুডা বললে—'থাক, আমার ভালো তোমার আঁকা ঐ গোল-চক্রেই ঘুরুক—আমি সে-চক্র ছেড়ে রোমান হতে চাই না।'

মেশালা তবু ছাড়ে না! সে বললে—'জীবনে কোনো লক্ষ্য থাকবে না, জুডা? জীবনে তুমি কী পাবে? বড়ো জোর ঐ পুরুতের আসন। তোমাদের জাতকে জিজ্ঞেস করো, কী তারা চায়? কী তাদের জীবনের লক্ষ্য? বলো, আচ্ছা, তোমার কথা তুমি বলো!'

জুডা বললে—'আমার কথা তুমি বুঝবে না মেশালা। আমি ইহুদী—তুমি রোমান। তোমার মনের আশা-বাসনা তুমি পূর্ণ করো। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে দুঃখ এই, আজ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শেষ—'

কথাটা বলে জুডা প্রায় ছুটেই বাগান থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন

বাড়ি ফিরে এলো জুডা।

আন্তনিয়া-টাওয়ারের উত্তরে বড়ো রাস্তার উপর মস্ত বাগান—সেই বাগানের মধ্যে বিরাট পুরী—প্রাসাদের মতো। পুরীর অনেক ফটক। দু'টি ফটক দিয়ে সকলে যাতায়াত করে, বাকি-গুলো বন্ধই থাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ির ফটকে, দেয়ালে, জানলায়, দরজায় নক্সার কাজ। ফটকে রক্ষী পাহারা। জুডা ফটকে ঢুকলো! ফটকে ঢুকেই ভিতরে একদিকে মস্ত চত্বর। এই চত্বরের দু'ধারে পাথরের তৈরি অনেকগুলো মসৃণ ও ঝকঝকে বেঞ্চ। চত্বরের শেষে পাথরের বড়ো-সিঁড়ি! জুডা চত্বর পেরিয়ে সিঁড়ি বয়ে এলো বড়ো এক উঠোনে। উঠোনের একদিকে দোতলা বাড়ি—সামনের দিকে টানা বারান্দা—বারান্দার মাথায় ছাদ। বারান্দা দিয়ে বাঁদী-বান্দারা যাওয়া-আসা করছে। উঠোনে লম্বা দড়ি খাটানো। সে-দড়িতে পোশাক-আশাক শুকোচ্ছে। উঠোনে একরাশ পায়রা আর মুর্গী মনের সুখে দানা খুঁটে খাচ্ছে। বাড়ির একতলায় একদিকে অনেকগুলো গোরু, ঘোড়া, ছাগল আর গাধা—আর একদিকে প্রকাণ্ড জলের চৌবাচ্চা। উঠোনের পুবদিকে টানা পাঁচিল—এই পাঁচিলের পাশ দিয়ে ভিতরে যাবার পথ।

এ-পথে আর-একটা উঠোন। উঠোনে যত্নে-তৈরি-করা অজস্র ফুলের গাছ ও আঙুরের ঝোপে-ভরা বাগান।

উঠোন দিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে জুডা দোতলায় উঠে এসে বারান্দার উত্তরে পর্দা-ঢাকা ঘরে ঢুকলো। শ্বেত-পাথরের মেঝেয় পালঙ্ক—পালঙ্কে বিছানা পাতা। ঘরে ঢুকে জুডা সটান পালঙ্কে শুয়ে পড়লো—শুয়ে নানা চিন্তা।

সন্ধ্যা হলো, তারপর রাত্রি। দরজার কাছে এসে একটি মেয়ে বললে—'রাত হয়ে গেছে। সকলে খেয়ে নিলে, তুমি এখনো খেলে না কেন বাবা? খিদে পায়নি?'

উদাস কণ্ঠে জুডা বললে—'না।'

—'অসুখ করেনি তো?'

—'না। আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।'

মেয়েটি বললে—'মা তোমার খোঁজ করছিলেন।'

—'মা কোথায়?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'ছাদে, হাওয়া-কামরায়।'

—'ও!' বলে জুডা উঠে বসলো; বললে—'ও···তা এখানে আমার খাবারটা এনে দেবে?'

—'কেন দেবো না বাবা? কী খাবে, বলো?'

—'যা-হয়, আনো। আমার অসুখ করেনি, তবে খেতে কেমন ইচ্ছে নেই! মনটা ভালো নেই।'

মেয়েটি আসলে দাসী—অনেক কালের পুরোনো দাসী। নাম অমরা। অমরা দাঁড়ালো না, খাবার আনতে গেল। দেরি হলো না, তখনি নিয়ে এলো, ট্রেতে করে একবাটি দুধ, ক-টুকরো রুটি, হালুয়া, রোস্ট-করা একটা পাখি, নুন আর একপাত্র মধু। এ ছাড়া আর-এক পাত্রে সুরা। ট্রের একধারে পিতলের পিদিম জ্বলছে।

অমরার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। জাতে মিশরী; এ-বাড়ির কেনা বাঁদী। এ-দাস্য থেকে মুক্তি সে চায় না। এ-বাড়ির উপর তার ভারি মায়া। এ-বাড়ি ছেড়ে কোথাও গিয়ে সে সুখ পাবে না। জুডাকে সে নিজের হাতে মানুষ করেছে, জুডা-অন্ত প্রাণ!

অমরা খাবার সাজিয়ে দিলে জুডা খেতে বসলো। খেতে-খেতে জুডা বললে—'আমার সেই বন্ধু মেশালাকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়? সেই যে, আমার কাছে প্রায়ই আসতো?'

অমরা বললে—'খুব মনে আছে। সে না ক'বছর হলো রোমে গিয়েছে!'

—'হ্যাঁ, কাল সে রোম থেকে ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে আজ আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম, অমরা। সে একেবারে বদলে নতুন মানুষ হয়ে ফিরেছে।'

অমরা কোনো কথা বললে না। জুডা চুপচাপ খেতে লাগলো।

খাওয়া শেষ হলে অমরা বাসন নিয়ে চলে গেল—জুডা চললো ছাদে মায়ের কাছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছাদের পুবদিকে হাওয়া-ঘর। এ-দেশে প্রচণ্ড গরম পড়ে—বড়োলোকের বাড়ির ছাদে দরজা-জানলা-খোলা পেল্লায় একেক-খানা ঘর আছে—সে-সব ঘরের নাম হাওয়া-ঘর। মায়ের ঘরের দরজার পর্দা তোলা ছিল। মাথার উপর আকাশে, এক-আকাশ তারা—ঘরে আলো নেই; তারার আলোয় দেখা যাচ্ছে, মা পালঙ্কে শুয়ে আছেন;—তাঁর হাতে মণিরত্ন-বসানো হাত-পাখা, সেই পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছেন।

ঘরে ঢুকে জুডা বসলো মায়ের কাছে।

মা উঠে বসলেন। মায়ের কোলে মাথা রেখে জুডা শুয়ে পড়লো। ছেলের মাথায়-মুখে হাত বুলোতে-বুলোতে মা বললেন—'অমরা বলে গেল, তোর মনটা নাকি ভালো নেই। কেন রে? কী হয়েছে? বীরত্ব দেখাতে পারছিস না বলে দুঃখ হচ্ছে?'

জুডা বললে—'না মা, বীরত্ব-টিরত্ব নয়। বীরত্ব যা একদিন দেখাবো, সে আমার মনেই আছে। তা নয়। তাছাড়া আমরা ইহুদী, মানে, ইহুদীরা এখন চাকরের জাত—রোমের আইনে ইহুদীদের অস্ত্র-ধরা বারণ। কাজেই বীরত্ব দেখাবার পথ আমাদের জন্মের মতো বন্ধ। এর-পর ভেড়া চরিয়ে দিন কাটাতে হবে। তার মধ্যে আর বীরত্ব কী দেখাবো, বলো! পরে বনে গিয়ে কাঠ কাটবো—এই তো! লেখাপড়া যদি ভালো করে শিখতে পারি, তাহলে স্কুল-মাস্টারি! সত্যি মা, এ-সব কথা যখন ভাবি'—জুডা একটা নিশ্বাস ফেললে।

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে মা বললেন—'তোকে এ-সব কিছু করতে হবে না, বাবা। তুই শুধু ভালোভাবে বেঁচে থাক, তার বেশি আমি আর-কিছু চাই নে। আমি যেন তোদের রেখে যেতে পারি!'

জুডা উঠে বসলো, বললে—'না মা, তুমি বুঝছো না, ছেলেকে শুধু বেঁচে থাকতে বোলো না—ছেলে যাতে মানুষের মতো বাঁচতে

www.BanglaBook.org

পারে, তাই করতে হবে। আমি চাই মানুষের মতো বাঁচতে! তোমার ঐ পায়রা মুর্গী গোরু ভেড়ার মতো বাঁচা নয়।'

মায়ের মন কেমন ছাঁৎ করে উঠলো।

মা বললেন—'কেন রে? হঠাৎ আজ এ-কথা?'

জুডা বললে—'জানো মা, আমার সেই বন্ধু মেশালা—পাঁচ বছর পরে জুডিয়ায় ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে বিকেলে দেখা হলো।'

জুডা বললে মাকে বিকেলের কাহিনী। কাহিনী শেষ করে জুডা বললে—'আচ্ছা মা, তুমিই বলো, যে-ভগবান রোমানদের তৈরি করেছেন, আমাদের ইহুদী-জাতকেও কি সেই-ভগবান তৈরি করেননি? সেই এক ভগবানই যদি তৈরি করে থাকেন, তাহলে রোমানরা যা করতে পারে, ইহুদীরা তা করতে পারবে না কেন?'

শুনে মা বললেন—'এমন কথা পাগল ছাড়া আর কেউ বলবে না! পৃথিবীতে কোনো জাত চিরদিন শক্তিমান থাকে না, জুডা! আজ এ-জাত, কাল ও-জাত বড়ো হয়ে উঠেছে। এক জাত অন্য জাতকে হারিয়ে দিয়ে বড়ো হচ্ছে। আবার যে-জাত আজ বড়ো হচ্ছে, দু'দিন পরে সে-জাত অন্য জাতের কাছে হেরে মাথা নীচু করছে। আজ অবধি এমন জাত পৃথিবীতে জন্মায় নি, অন্য জাতকে চিরদিন ধরে যে হারিয়ে-দাবিয়ে রাখতে পেরেছে। ধর না কেন মিশরীদের কথা। একদিন মিশরীরা ছিল সবচেয়ে বড়ো। তারপর গ্রীক জাত—শক্তির দর্পে অন্য সব জাতকে ছোটো বলে তুচ্ছ করতো! আজ রোমান মাথা তুলেছে—ইহুদী মাথা হেঁট করে আছে! কাল আবার ইহুদীরা মাথা তুলে দাঁড়াবে আর রোমানরা দেবে ইহুদীকে সেলাম। দিনের পর রাত, রাতের পর আবার নতুন দিন—এমনি করেই সব চলেছে, জুডা।'

জুডা বললে—'কিন্তু মা, মেশালা বলছিল, ইহুদী জাতের শিল্প

www.BanglaBook.org

লাগামে টান পড়তেই ঘোড়া গুলো পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

নেই, কাব্য নেই, গান-বাজনা করা, ছবি আঁকা তাদের ধর্মে বারণ—'

মা বললেন—'শিল্প মানে যদি শুধু ছবি আঁকা, কি মূর্তি গড়া ধরিস, তাহলে আমাদের তা নেই! তা বলে মানুষ হতে বারণ নেই। আমাদের জাতে কি ডেভিড, সলোমন ছিলেন না? পৃথিবীতে এঁদের নাম সব জাতের মানুষ চিরদিন করবে। আজকের এই সব বীর রোমানকে মানুষ ভুলে যাবে দু'বছর দশ বছর পরে, কিন্তু জ্ঞানী সাধু ডেভিড, সলোমন, জোসেফ—এঁদের নাম পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন ভুলবে না। মেশালার কথায় তুই মন খারাপ করিস না।'

জুডা কী ভাবলো, তারপর বললে—'আমি যদি বীর হয়ে যুদ্ধ করতে চাই—ফৌজে ঢুকতে পারবো না তো!'

মা বললেন—'কেন পারবি না? আমাদের মোজেস বীর ছিলেন না?'

জুডা এ-কথার জবাব দিলে না। মা বললেন—'আমার কথা শোন, ভগবানকে ভুলিস না, তাঁকে ডাক, তাঁকে মেনে চল, তিনি তোর সহায় হবেন। তিনি তোর মনের বাসনা পূর্ণ করবেন। তাঁর উদ্দেশে মনের কামনা জানাস, তিনি তোকে মহাবীর করবেন। কিন্তু না, আর কথা নয়, জুডা। অনেক রাত হয়েছে, ঘুমোতে যা এখন। তার আগে, আমি মা—একটি কথা বলছি, মায়ের সে-কথা চিরদিন মনে রাখিস।'

—'কী কথা মা? বলো…'

মা বললেন—'নিজের দেশের, নিজের জাতে যাঁরা বড়ো, যাঁরা ছিলেন মানুষের মতো মানুষ, তাঁদের কথা জীবনে ভুলিস না। যে-জাতের মধ্যে যেটুকু ভালো পাবি, মনে-প্রাণে তা নিবি—অবশ্য সব-দিক বিচার করে নিতে হবে। অন্য জাতের মানুষ যাঁরা বড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নিজের জাতের বড়োদের মিলিয়ে

www.BanglaBook.org

দেখবি—মোজেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখিস সীজারকে, ডেভিডের সঙ্গে টার্কুইনকে, সলোমনের সঙ্গে অগস্তাসকে—বেশ ভালো করে মিলিয়ে দেখিস। আবার এঁদের চেয়ে যাঁরা ছোটো, সে-সব মহাপুরুষের কথাও ভুলিস না ককখনো।'

নানা দেশের নানা জাতের অনেক মহাপুরুষের কথা মা বললেন, তারপর বললেন—'আর নয়, এবার তোকে ঘুমোতে হবে, জুডা।'

—'হ্যাঁ মা, এবার আমি ঘুমোবো। কিন্তু তার আগে একটি কথা…'

'বল'—সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বললেন।

—'আমি সত্যি বলছি মা, আমার শুধু একটিই কামনা, আমি বীর হতে চাই। যুদ্ধ করে আমার জাতকে স্বাধীন করবো। আমার এই ইচ্ছে কোনো দিনও পূর্ণ হবে?'

—'নিশ্চয়ই হবে।' মা বললেন—'ভগবানের কাছে জানা তোর এ-ইচ্ছে, তিনিই পূর্ণ করবেন, জুডা।'

—'তোমার তাতে আপত্তি নেই তো, মা?'

—'না। তুই শুধু ভগবানকে কখনো ভুলিস না—এটাই আমি চাই।'

জুডার মন এতক্ষণে শান্ত হলো। মায়ের কোলে মাথা রেখে জুডা শুয়ে পড়লো—শুতে-না-শুতেই ঘুম।

———

BanglaBook.org

চার

পরের দিন সকালে জুডার যখন ঘুম ভাঙলো, সূর্য তখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আকাশে উঠেছে, ঘরে রোদ এসে পড়েছে।

www.BanglaBook.org

হাওয়া-ঘর থেকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে ঐ মন্দিরের চূড়া। রোদে-ঝলমল আকাশের বুকে সোনার চূড়া যেন আলোর স্তম্ভ! এ-ঘরের সঙ্গে জুডার নিত্যদিনের পরিচয়। জুডার পালঙ্কের পায়ার দিকে বসে জুডার ছোটো বোন্ কিশোরী টিরা গান গাইছে—টিরার বয়স পনেরো বছর। তারের যন্ত্র বাজিয়ে টিরা গাইছে।

ঘুম ভাঙতেই জুডা উঠে পালঙ্কে বসলো—ছাখে, টিরা গান থামিয়ে যন্ত্রটা তুলে রাখলো।

জুডা বললে—'ভারি মিষ্টি রে টিরা।'

হেসে টিরা বললে—'কোন্‌টা মিষ্টি?'

জুডা বললে—'সব মিষ্টি—গান, গলা আর বাজনা। তাছাড়া যে-বাজনা বাজিয়ে গাইছিলি, সে-বাজনাও চমৎকার। এ-গানটা সেদিন কোন্ গ্রীক যেন গাইছিল—শুনেছি।'

—'হ্যাঁ'—টিরার চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠলো। টিরা বললে—'সে গ্রীককে তাহলে তোর মনে আছে দাদা। গেল-মাসে সেই থিয়েটারে—না? শুনেছি সে-গ্রীক ছিল নাকি হেরদ রাজার সভায়। হেরদকে আর হেরদের বোন সালোমেকে সে গান গেয়ে শোনাতো। থিয়েটারে কুস্তি হচ্ছিল—হৈ-হৈ-হৈ গোলমাল, কিন্তু যেই সে গান ধরলো, অমনি সব চুপ। গানের প্রত্যেকটি কথা কী স্পষ্ট, বল দেখি। তার কাছ থেকে গানটা আমি শিখে নিয়েছি!'

—'কিন্তু সে তো গ্রীক ভাষায় গান গেয়েছিল।'

—'হ্যাঁ···আমি সেটা আমাদের হিব্রু ভাষায় তর্জমা করেছি—সুর কিন্তু অবিকল সে-রকমই রেখেছি।'

—'বটে!' জুডা বললে—'আমার অহংকার হচ্ছে, টিরা—আমার বোন এমন গুণী! এমন গান তুই আরো জানিস?'

—'অনেক! কিন্তু গানের কথা এখন থাক, দাদা। অমরা আমাকে পাঠালো, তোর খাবার এখানেই নিয়ে আসবে কিনা

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করতে। তোর নাকি শরীর ভালো নেই, অমরা বলছিল। সত্যি? কী হয়েছে, বল আমাকে। অমরা ওষুধ দেবে—ও মিশরী কিনা, মিশরীরা কত-রকম ওষুধ জানে। আমার কাছেও অনেক আরবী ওষুধ লেখা আছে।'

হেসে জুডা বললে—'যেমন তোর মিশরী, তেমনি তুই—দু'জনেই আস্ত নিরেট।'

টিরা বলে উঠলো—'সত্যি দাদা, বিশ্বাস কর! দেখছিস আমার কানের এই ইয়ারিং—এক ইরানী এটা দিয়েছিল মাকে—না, না, বাবাকে দিয়েছিল। সে অনেক বছর আগে। এ ইয়ারিংটায় নাকি কি মন্ত্র লেখা ছিল, লেখা মুছে গেছে—তবু এখনো এর অনেক গুণ আছে।'

—'পাগল! যদি মরেও যাই, তবু ও-সব তুক্‌তাক্ মন্ত্র-তন্ত্র ককখনো চলবে না। আমরা হলুম আব্রাহামের জাত, আমাদের জাতে ও-সব বারণ। কান থেকে ও-মন্তরের দুল খুলে ফেলে দে—কানে খবরদার, পরবিনে ও-দুল।'

—'আমি তো মন্তর-তন্তরের জন্য কানে দিই না। মন্তর-তন্তর আমি মোটে মানি না। বাহারে বলে কানে পরেছি। তবু তুই যখন বলছিস, বেশ, খুলে ফেলছি—আর পরবো না।'

টিরা ইয়ারিং খুলছিল, জুডা বললে—'না, না, খুলতে হবে না, কানে থাকুক—বেশ মানিয়েছে! মোদ্দা ইয়ারিংয়ের জন্য তোর মুখখানা ভালো দেখাচ্ছে, কি, তোর মুখের জন্য ইয়ারিংটাকে ভালো দেখাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

—'যাও, সব তাতেই তোর তামাশা!'

বান্দা এলো মুখ ধোবার জল আর পাত্র নিয়ে।

টিরা বললে বান্দাকে—'রেখে তুই এ-ঘর থেকে যা।'

বান্দা চলে গেল। জুডা মুখ-হাত ধুতে লাগলো, টিরা গিয়ে দাঁড়ালো আয়নার সামনে—বেণী ঠিকঠাক করতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুডা বললে—'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, টিরা, জানিস ?'

চুল বাঁধতে-বাঁধতে ফিরে দাঁড়িয়ে টিরা বললে—'সত্যি ? কোথায় যাবি দাদা ?'

জুডা বললে—'আইন জানিস তো—আমি বড়ো হয়েছি—আইন বলছে বড়ো হলে ছেলেদের ঘরে বসে-থাকা চলবে না, একটা-কিছু করতে হবে। জানিস তো, বাবা কত ব্যবসা-বাণিজ্য করে অজস্র টাকা রেখে গেছেন। তবু যদি কোনো কাজ না-করে আমি ঘরে বসে থাকি, তাহলে তুই আমার বোন—আমাকে এত ভালোবাসিস, তোরও আমার উপর ভক্তি-ভালোবাসা থাকবে না। তাই আমি কাজ করতে যাবো—যাবো রোমে। আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করবো না। আমি ফৌজে ঢুকবো—যুদ্ধ করবো।'

টিরা শিউরে উঠলো! বললে—'যুদ্ধ! তাহলে…'

—'মরে যাবো…অ্যাঁ? ভগবান যদি আমার বরাতে তাই লিখে থাকেন, তাহলে ছাড়ান পাবো না তো। দুটি চোখ ছল-ছলিয়ে এলো যে তোর, পাগলী!'

টিরার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে জুডা বললে—'যারা যুদ্ধ করে, তারা কি সবাই মরে যায় রে? তাদের মধ্যে যুদ্ধে যে জেতে, সে হয় দেশের রাজা। তখন কত মজা, বল্ তো।'

—'না দাদা, আমরা রাজা না-হয়ে বেশ আছি। না দাদা, তুই যাস না! তুই দূরে গেলে আমার ভয়ানক মন কেমন করবে! আমি কেবলি কাঁদবো, কেঁদে-কেঁদে আমি মরেই যাবো।'

হেসে জুডা বললে—'বটে! এর পর যখন তোর বিয়ে হবে। কোনো দেশের রাজপুত্র, কি, কোনো বড়ো ওমরাও এসে আমাদের টিরাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে—সেখানে কত সুখে থাকবে টিরা—তখন দাদা কী করবে, বল্? একা-একা এখানে পড়ে থাকবে তো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিরা কোনো জবাব দিলে না, তার দু-চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এলো।

জুডা বললে—'তাছাড়া যুদ্ধও একটা ব্যবসা! জানিস, এ ব্যবসা শিখতে হয়। তার জন্য স্কুল আছে। সেখানে যুদ্ধ শিখে তারপর—'

জুডার মুখের কথা লুফে নিয়ে টিরা বললে—'রোমের হয়ে তুই যুদ্ধ করবি? যে-রোমকে এত ঘৃণা করিস?'

জুডা হাসলো, বললে—'রোমের বিরুদ্ধে কী করে যুদ্ধ করবো বুঝিয়ে দিতে পারিস? তা যদি পারিস, তাহলে আমি রোমের হয়ে যুদ্ধ করবো না,—রোমের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবো।'

টিরা বললে—'তাই তুই যুদ্ধ শিখতে চাস?'

অমরা এলো—অমনি দু'জনে চুপ। অমরার সঙ্গে এলো সেই বান্দা। অমরা এসেছে দু'জনের খাওয়া দেখতে। ভাই-বোন হাত ধুয়ে খাবার খাচ্ছে, পথে ভয়ানক শোরগোল। দু'জনে উৎকর্ণ···বাজনাবাদ্যির ধুম···

জুডা বললে—'ও, নতুন রাজ্যপাল এলো—তার মিছিল। দেখতে হবে তো।' বলেই জুডা ছুটলো ছাদে। টিরাও ছুটলো জুডার পিছনে। ছাদে এসে দুজনে দাঁড়ালো আলসের ধারে পথের দিকে চেয়ে—টিরা দাঁড়িয়েছে দাদার কাঁধে হাত রেখে।

এ-মহল্লায় এ-বাড়িতে ছাদ সবচেয়ে উঁচু; অনেকদূর, সেই আন্তলিয়ার টাওয়ার পর্যন্ত, দেখা যায়। ঐ টাওয়ারেই এখানকার মিলিটারি অফিসারের আস্তানা। টাওয়ারে থাকে যত ফৌজ। টাওয়ারের ওখান থেকে সারা পথ লোকে লোকারণ্য—মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো জোয়ান একেবারে গিসগিস করছে! এতটুকু বাচ্চা ছেলে-মেয়ে কোলে করে কত লোক এসে জমেছে। ফৌজের বিরাট দল। বাজনা-বাদ্য করে কুচকাওয়াজ করে মিছিল আসছে। পথের একদিক থেকে আর-একদিক জুড়ে ফৌজ আসছে, যেন

www.BanglaBook.org

ফৌজের প্রকাণ্ড পাঁচিল আসছে এগিয়ে—ঐ আসছে···আসছে, আসছে···কী সদর্প ভঙ্গিতে আসছে···যেন বিশ্বের কিছুই গ্রাহ্য করে না, কাউকেই গ্রাহ্য করে না! সামনে যে পড়বে, তাকে অমনি লাথি মেরে চূর করে দেবে! আসছে যেন প্রকাণ্ড পাঁচিল—তার কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই!

ঐ ওরা কাছে এলো, আরো কাছে—একেবারে জুডাদের বাড়ির সামনে। জুডা দেখছে একদৃষ্টিতে একাগ্রমনে, আলসের উপরে ঝুঁকে দেখছে। ঘোড়ার পিঠে ঐ যে অফিসার একা—উনি নিশ্চয় নতুন রাজ্যপাল! মাথায় টুপি নেই, সারা গায়ে বর্ম আঁটা।

অফিসারকে দেখবামাত্র ভিড়ে যেন ঝড়ের ধাক্কা লাগলো! বাড়ির ছাদ থেকে বা পাঁচিলের আড়াল থেকে যারা দেখছিল, তারা চেঁচিয়ে গালাগাল দিতে লাগলো—অনেকে ঘুষি পাকিয়ে হাঁকডাক-তম্বি শুরু করে দিলে—মেয়েদের মধ্যে অনেকে পায়ের স্যাণ্ডাল খুলে ছুড়ে মারছে মিছিলকে উদ্দেশ করে! ক'টা স্যাণ্ডাল পড়লো রাজ্যপালের গা ঘেঁষে। ভিড়ের ভিতর থেকে উঠলো গর্জন—'ডাকু···ডাকাত···কশাই···ব্যাটা রোমান ডালকুত্তা—নিয়ে যা তোদের ঐ ইশমায়েলটাকে ফিরিয়ে—দে আমাদের হানা এনে!'

রাজ্যপালের উপর নিষ্ফল আক্রোশ—জুডা ছুটে এলো ছাদের কোণে। আলসের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে, সে উদ্‌গ্রীবভাবে। কতকালের পুরোনো বাড়ি। হঠাৎ জুডার পায়ের চাপে কার্নিশ ধ্বসে একখানা বড়ো টালি খসে ছিটকে পড়লো নীচে পথে। জুডা কেঁপে উঠলো! সর্বনাশ! নীচে অত লোক! টালিখানা পড়বার সময় জুডা হাত বাড়িয়ে সেখানা ধরতে গেল—ধরতে পারলো না, টালিখানা পথে পড়লো। জুডা চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকার শুনে পথের লোকজন উপর দিকে তাকালো।

www.BanglaBook.org

সকলে দেখলো জুডাকে ; তারা ভাবলো, জুডা ইচ্ছে করেই টালিখানা ফেলেছে !

সে টালি পড়লো রাজ্যপাল গ্রেটাসের মাথায়। চোট খেয়ে রাজ্যপাল ঘোড়া থেকে ছিটকে পথে লুটিয়ে পড়লেন।

দেখে ফৌজের দল যেন খেপে উঠলো ! তারা তখন যাকে সামনে পেলে, তাকে বেদম মার মারতে লাগলো।

চক্ষের পলকে পথে রক্তের নদী বইলো।

ছাদে দাঁড়িয়ে জুডা ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে আছে। টিরার দিকে চেয়ে জুডা বললে—'কী হবে এখন ?'

টিরার দু-চোখ ভয়ে এতটুকু। টিরা বললে—'কেন দাদা ? কী হয়েছে ?'

—'আমি বোধ হয় মেরে ফেললুম রোমান রাজ্যপাল গ্রেটাসকে।'

—'ওরা কী করবে ?'

—'জানি না।' বলে টিরার হাত ধরে তাকে টানতে-টানতে জুডা এলো হাওয়া-ঘরে। সঙ্গে-সঙ্গে নীচে সদরে ওদিকে দড়াদ্দম ধাক্কা, চিৎকার, আর্তনাদ উঠছে।

এ চিৎকার, এ আর্তনাদ ক্রমে তাদের বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছলো। জুডা আর টিরা—দুজনে একেবারে ভয়ে নীল !

ঐ অনেকগুলো পায়ের শব্দ—ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কী হুংকার আর গর্জন ! কী হবে ? জুডা এখন কী করবে ? বাড়িতে মা, টিরা,—উপায় ?

টিরা কেঁদেই ফেললে—'কী হবে দাদা ?'

জুডা বললে—'তুই এ-ঘরে থাক্, খবরদার, এ-ঘর ছেড়ে বেরুবিনে—অন্তত আমি যতক্ষণ না ফিরি ! আমি একবার নীচে নেমে গিয়ে দেখি, তারপর যা করবার—বুঝলি, এখান থেকে নড়বিনে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিরা ভয়ে-ভয়ে বললে—'না, না দাদা…'

সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের গলা শোনা গেল। তখন আর দ্বিধা নয়, চিন্তা নয়!

জুডা ডাকলে—'মা…'

ততক্ষণে সিঁড়ির নীচে ফৌজে ভরে গেছে। খোলা তলোয়ার হাতে ক'জন ফৌজ ঘরে-ঘরে ঢুকছে। এক জায়গায় ক'জন স্ত্রীলোক—ফৌজের পায়ে পড়ে তাদের কী মিনতি!

ছুটে সেখানে এলো জুডা, চিৎকার করে উঠলো—'মা…'

মা কোথা থেকে ছুটে এসে জুডার হাত চেপে ধরলেন—রাখতে পারলেন না। একজন ফৌজদার জুডাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।—জুডা দেখলো মেশালাকে—একটু দূরে সে দাঁড়িয়ে—বর্ম-আঁটা মেশালা।

জুডা শুনতে পেলে মেশালাকে তার পাশের ফৌজদার বলছে—'খুন! চোরাগুপ্তা খুন! ও—ও করেছে খুন! কিন্তু এ তো দেখছি একদম ছোকরা!'

মেশালা দিলে জবাব—'খুনী খুনীই! তার বয়স দেখা চলে না! ও খুনী। ওর মা আছে, একটা বোন আছে, খুনীটাকে নিয়ে যাও—এ-জাতের ছানা-ধাড়ি বজ্জাতিতে কেউ কম যায় না।'

মেশালার মুখে এ-কথা শুনে জুডা শিউরে উঠলো! মেশালাকে জুডা বললে বেশ মিনতি-ভরা কণ্ঠে—'মেশালা, ছেলেবেলাকার কথা মনে করে দয়া করো—আমার মা, আমার বোন—তারা তো কোনো দোষে দোষী নয়! তাদের উপরে যেন—'

এ-কথা যেন মেশালার কানে যায়নি, এমনিভাবে জুডার দিকে না তাকিয়েই সে ফৌজদারকে বললে—'আচ্ছা, তোমাদের কাজ তোমরা করো, আমি যাই—পথেও গোলযোগ খুব!'

এ-কথা বলে মেশালা চকিতে অদৃশ্য হলো। জুডা দেখলো। তার মন ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল! যে-ফৌজদারের সঙ্গে মেশালা

www.BanglaBook.org

কথা কইছিল, সেই ফৌজদারকে সে তখন মিনতি জানিয়ে বললে —'আমার মা, আমার ছোটো বোন, তারা এর কিছু জানে না— তাদের আপনি ধরবেন না!'

ফৌজদার এ-কথা শুনলো। তার মন পাথর নয়। সে বললে তার অনুচরদের—'সব মেয়েদের টাওয়ারে নিয়ে যাও—আমি সেখানে গিয়ে তাদের সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করবো।'

জুডাকে যারা ধরেছে, তাদের তিনি বললেন—'দড়ি আনো, এনে এর হাত বেঁধে একে এ-ধারে আমার কাছে নিয়ে এসো। এর সাজার ব্যবস্থা—'

একদল ফৌজ নিয়ে এলো জুডার মাকে আর টিরাকে: জুডা দেখলো। মনে হলো, হঠাৎ কোথা থেকে এ কী হয়ে গেল! চোখে জল এলো—কিন্তু সবলে সে-জল সে চেপে রাখলে।

ফৌজের সেপাই দড়ি নিয়ে এলো, দু-হাত বাড়িয়ে জুডা বললে—'বাঁধো।'

হঠাৎ উঠোনে তূর্যনাদ হলো। সঙ্গে-সঙ্গে ফৌজের দল উঠোন থেকে চলে গেল। তাদের অনেকের হাতে লুঠের নানা সামগ্রী —বেশ দামী দামী জিনিস। জুডাকেও পথে আনা হলো। পথে এসে জুডা ছাখে, ফৌজের দল লাইনবন্দী দাঁড়িয়েছে—হুকুম পেলেই চলতে শুরু করবে।

জুডার মা, টিরা, বাড়ির মেয়েরা—তাদের ঘিরে ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম হলো: সকলকে নিয়ে তখন ফৌজের কুচকাওয়াজ।

সারা পথ যা হয়ে আছে—ভাঙা জিনিসপত্র, ছেঁড়া পোশাক, তোশক-বালিশ, আর অসংখ্য নর-নারী—কতক মরে, কতক জখম হয়ে পথে পড়ে আছে! বাড়িতে যত গরু ভেড়া মুরগী ছাগল ছিল, সেগুলোকেও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

জুডা চলেছে, তার মনে চিন্তা নেই—কিছু নেই—ফাঁকা উদাস

www.BanglaBook.org

মন। কিন্তু বুকের মধ্যে আগ্নেয়গিরি জ্বলছে! হঠাৎ কোথা থেকে একজন স্ত্রীলোক ছুটে এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো—মাথায় এলায়িত কেশ—ধুলায় ধূসর। জুডা চিনতে পারলে—অমরা!

জুডা বললে—'ভগবানকে ডাকো, অমরা। তিনি ছাড়া এ-বিপদে আমাদের কেউ সহায় নেই!'

অমরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তার মুখে কোনো কথা নেই।

জুডা বললে—'মা আর টিরা—তুমি ছাড়া তাদের দেখবার কেউ নেই, মনে রেখো। তারা বাড়ি ফিরে আসবে।'

একজন সেপাই অমরাকে টেনে সরিয়ে দিলে—অমরা সেখানে আর দাঁড়ালে না—ছুটে বাড়ির ফটকে গিয়ে ঢুকলো।

একদল ফৌজকে হুকুম দেওয়া হলো, বাড়ির সব ফটক বন্ধ করে মজবুত পাঁচিল গাঁথাও—দেরি নয়।

কতক ফৌজ রইলো এখানে—বাকিরা চললো টাওয়ারে। অচেতন অজ্ঞান রাজ্যপাল গ্রেটাসকে খাটে করে বয়ে টাওয়ারে নিয়ে আসা হলো। বৈদ্যরা দেখে বললে—'এ-চোট সারতে রীতিমতো সময় লাগবে।'

পাঁচ

এই ঘটনারই পরের দিন···

একদল ফৌজ এসে দাঁড়ালো জুডার বাড়ির সামনে। বন্ধ ফটকের সামনে পাথরের একখানা ফলক গাঁথা হলো। সে-ফলকে বড়ো বড়ো হরফে লেখা:

'এ বাড়ি এখন সম্রাটের সম্পত্তি'

এর পরের দিন দশজন সওয়ার-ফৌজ নিয়ে এক সেনাধ্যক্ষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পথে চলেছেন। জেরুজালেম থেকে আসছেন—নাজারেথের কাছাকাছি এসে সেনাধ্যক্ষ হুকুম দিলেন—'দাঁড়াও!'

সওয়ার-ফৌজ দাঁড়ালো। এদের সঙ্গে আছে এক কিশোর বন্দী। বন্দী এদের সঙ্গে সমানে পায়ে হেঁটে আসছে! দু-হাত বাঁধা! এতখানি পথ চলে এসে ক্লান্তিতে ধুঁকছে—তার আর দাঁড়াবার পর্যন্ত সামর্থ নেই।

এরা এসে দাঁড়ালো ছোটো একখানা গ্রামে। এখান থেকে দেখা যায় জর্ডন নদীর ওদিকে ভূমধ্য-সাগরের উঁচু পাড়—তার ওদিকে জমি নেমে গেছে—বাগান, খেত আর আঙুর-বন—মাঝে-মাঝে ছড়িয়ে আছে ক'টা কুঁড়ে-ঘর—জীর্ণ হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রৌদ্রের খর-তাপে সারা জুডিয়ার মাটি শুকিয়ে আছে, তবু তো সমুদ্রের ধার বলে এ-জায়গায় তাত তেমন অসহ্য নয়, জমিও বেশ উর্বর।

তূর্যনাদ করলে সওয়ার। গ্রামের যত লোক ব্যাপার দেখতে ছুটে এলো! কিন্তু বন্দীকে দেখেই সকলে শিউরে উঠলো—'আহা, ছোক্‌রা বয়স—কী অপরাধ করেছে, যার জন্য সওয়ার-ফৌজ সঙ্গে একজন সেনাধ্যক্ষ চলেছে একে বেঁধে নিয়ে? ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে? আহা গো, ছেলেটা ধুঁকছে।'

ফৌজকে প্রশ্ন করতে কারো ভরসা হয় না—সকলে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে।

একটু দূরে একটা কূয়া—বড়ো কূয়া। ফৌজদারের হুকুমে সওয়ার-ফৌজ ঘোড়া থেকে নেমে কূয়ার ধারে চললো। সেখানে গিয়ে প্রাণ ভরে সকলে জল খেলে। তারপর বিশ্রাম। বন্দী পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে আছে—নিশ্বাস পড়ছে এমনভাবে, মনে হয় যে প্রাণটা বুঝি এখুনি বেরিয়ে যাবে।

ফৌজদার, সওয়ার-ফৌজ সকলে গাছের ছায়ায় বসে আরামে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্রাম করছে—বন্দী ছেলেটার জন্য কারো মাথাব্যথা নেই! সে বাঁচলো কি মরে গেল, তাতে ওদের কিছুই এসে যায় না।

গ্রামের দিক থেকে এক বৃদ্ধ আসছিলেন। বৃদ্ধের সঙ্গে একটি ছেলে। ছেলেটি দেখতে ভারি সুন্দর। তাঁদের আসতে দেখে গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো—'ঐ গো, ঐ সেই ছুতোর বুড়ো। বুড়োকে বলি, যদি এদের সঙ্গে কথা কয়! যদি জিজ্ঞেস করে কী ব্যাপার? ও ছেলেটি কী দোষ করেছে?'

বৃদ্ধ কাছে এলেন! তাঁর মাথায় শাদা কাপড় পাগড়ির মতো জড়ানো—মাথার চুল ধবধবে শাদা, লম্বা পাকা দাড়ি। তাঁর হাতে করাত, কুড়ুল, একখানা চাকু-ছুরি—সবগুলোই বেশ ভারি। তাঁকে দেখলে মনে হয়, উনি কতদূর থেকে আসছেন তবু যেন এতটুকু ক্লান্তি নেই!

বৃদ্ধ এসে সব দেখলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে এক বুড়ী বলে উঠলো—'এই যে বাবা জোসেফ, একবার এদের জিজ্ঞেস করো না বাবা, ঐ বাচ্ছা ছেলেটাকে বেঁধে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে? কেনই বা? কী করেছে ও? আহা, ছেলেটিকে দেখে এমন মায়া হচ্ছে!

বৃদ্ধ জোসেফ তখন বন্দীকে দেখলেন, দেখে ফৌজদারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'জেরুজালেম থেকে আসছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'একে বেঁধে নিয়ে চলেছেন, এ যে দেখছি, একেবারে ছোকরা।'

ফৌজদার বললে—'তাতে কী···খুনী! খুন করেছে। জাতে ইহুদী!'

গ্রামের লোকদের মনে দরদ দেখে ফৌজদার বললে—'ছেলেটার পরিচয় আমি যা শুনেছি, ওর নাম বেন হুর। জেরু-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জালেমে রাজা ছিল হিন হুর সেই হেরদ-রাজার আমলে—এ-ছোকরা সেই হিন হুরের বংশের ছেলে।'

জোসেফ বললেন—'বটে! হুর রাজাকে আমি দেখেছি। এ তাঁর ছেলে! তা ও কী করেছে?'

ফৌজদার বললে—'এই পরশু দিনের কথা—শহরের সদর রাস্তায় রাজ্যপাল চলেছিলেন মিছিল করে, ছেলেটা তখন ওর বাড়ির ছাদ থেকে এত-বড়ো একখানা পাথরের টালি ছুড়ে তাঁকে মারে।—রাজ্যপাল বেশ জখম হয়েছেন। প্রাণটা বেঁচেছে, নেহাৎ তাঁর বরাত জোরে!'

জোসেফ বললেন—'রাজ্যপাল তাহলে মারা যাননি—ভালো। তা, এর সাজার কী ব্যবস্থা হয়েছে?'

ফৌজদার বললে—'যতদিন বাঁচবে, কয়েদ থেকে বান্দাগিরি করবে!'

—'হা ভগবান!' বলে জোসেফ তাকালেন আকাশের দিকে। তাঁর সঙ্গের ছেলেটি ছিল খানিক পিছনে—সে কখন কূয়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ ছাখেনি! কূয়া থেকে জল তুলে একটা পাত্রে সে-জল ভরে ছেলেটি এলো কিশোর বন্দীর কাছে। বন্দী-কিশোর জুডা—ক্লান্তিতে পিপাসায় চোখ বুজে সে মাটিতে পড়ে আছে অবসন্ন ও নির্জীব।

জলের পাত্র এনে তার কাঁধে হাত রেখে ছেলেটি বললে—'জল খাও তো ভাই—আমি জল এনেছি।'

সে-স্পর্শে জুডার আচ্ছন্ন ভাব কাটলো—তার চেতনা হলো। চোখ চেয়ে জুডা ছেলেটির হাত থেকে পাত্র নিয়ে জল খেলে!

তার জল খাওয়া হলে ছেলেটি জলের পাত্র নিয়ে কূয়ার পাড়ে রেখে এলো। তারপর কোনো কথা নয়। ছেলেটি এসে জোসেফের কুড়ুলখানা হাতে নিয়ে জোসেফের পাশে দাঁড়ালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ ছেলে আর-কেউ নয়, যীশু! নাজারেথের কূয়া-তলায় জুডার সঙ্গে যীশুর এই প্রথম-দেখা।

* * * *

জুডার পরিচয় ফৌজদার দিয়েছে জোসেফকে: জুডার বাবাকে হেরদ-রাজা খুব স্নেহ করতেন—হেরদ তাঁকে 'জেরুজালেমের যুবরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। জুডিয়ায় জুডার বাবার খুব খাতির ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য—তার উপর যুবরাজ খেতাব—তবু তিনি সারা জীবন কাজ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, আলস্য জানতেন না। তাঁর যেমন সাধুতা ছিল, তেমনি ছিল দয়া-দাক্ষিণ্য। সমুদ্রের ধারে-ধারে যত বড়ো-বড়ো শহরে ছিল তাঁর কারবার—এদিকে ভারতবর্ষ, ওদিকে স্পেন—সর্বত্র তাঁর ব্যবসা চলতো।

যে-সময়ে আমাদের এ-গল্প আরম্ভ, তার দশ বছর আগে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে সাগরে জাহাজ-ডুবি হয়ে জুডার বাবা হিন হুর মারা গেছেন—জুডার বয়স তখন ছিল সাত বছর আর টিরার পাঁচ।

———

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

এক

নাপোলির দক্ষিণ-পশ্চিমে ক-মাইল দূরে মিলেনাম্ শহর। দু-হাজার বছর আগে মিলেনাম্ ছিল ইতালীর বেশ সমৃদ্ধ শহর—সে-সমৃদ্ধির চিহ্ন এখনো একেবারে লোপ পায়নি। এ-শহরের একটি ফটক ছিল সমুদ্রের ধারে; সেই ফটক দিয়ে অনেকে তখন শহর থেকে আসতো সমুদ্রের কোলে···সমুদ্র দেখতে, সমুদ্রে স্নান করতে, সমুদ্রের হাওয়ায় বেড়াতে!

সবে তখন ভোর হয়েছে সেদিন···বিশ-ত্রিশ জন লোক চলেছে সমুদ্রের দিকে—তখনো ফটকের শান্ত্রীর ঘুম ভাঙেনি। এরা আসছে বেশ হৈ-হৈ রব তুলে। সে-রবে শান্ত্রীর ঘুম ভাঙলো। একবার এদের তাকিয়ে দেখে সে আবার চোখ বুজলো।

এই বিশ-ত্রিশ জন লোকের মধ্যে কেনা-বান্দার সংখ্যাই বেশি। এদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। আলোর চেয়ে মশালে ধোঁয়ারই জোর বেশি। বান্দাদের সঙ্গে তাদের মনিবরাও আছেন; মনিবদের মধ্যে একজনের মাথায় লরেলের ভূষণ, তাঁর পরনে চওড়া-পাড়-দেওয়া পশমি টোগা। সকলের যা-কিছু কথাবার্তা তা এই টোগা-লরেলধারীকে নিয়েই।

মনিবদের মধ্যে একজন বললেন লরেলধারীকে—'তোমার বরাত, কুইণ্টাস···সত্যি!···সাগরে-সাগরে এতকাল ঘুরে কাল সবে ডাঙায় নেমেছো! ডাঙায় পা না দিতে-দিতে আবার সেই সাগরে পাড়ি!'

আর-একজন বললেন—'তবে এতে দুঃখ নেই! ডাঙায় কুইণ্টাস অস্বস্তি বোধ করছিল, তার সে-অস্বস্তি ঘুচলো।'

www.BanglaBook.org

বেন হুর—

এক সঙ্গে একশো কুড়িখানা দাঁড় পড়ছে···একতালে···

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আর-একজন বললেন—'এবারে উনি চলেছেন গ্রীকদের ওখানে ···ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে গ্রীকরা যুদ্ধ-টুদ্ধ বিলকুল ভুলে বসে আছে।'

কথায়-কথায় সকলে ফটক পার হয়ে সমুদ্রের কূলে এলেন। নাপোলি উপসাগর যেন ঢেউ তুলে সম্ভাষণ জানাচ্ছে! সাগরের গন্ধ লাগলো কুইণ্টাসের নাকে; ধূপ-ধুনার গন্ধের চেয়ে এ-গন্ধ তাঁর অনেক বেশি ভালো লাগে। সাগরের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় বেশি।

সাগরের বুকে জাহাজ···কুইণ্টাস হাত তুলে সংকেত করলেন। সে-সংকেতে ঢেউ কেটে জাহাজ তীরে আসছে। সবার দিকে তাকিয়ে কুইণ্টাস বললেন—'এবারে কোথায় চলেছি, জানো? ঈজিপ্তান সাগরে! আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে আমাদের যে ব্যবসা চলেছে, গ্রীসের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার কাজ-কারবার তার চেয়ে এতটুকু কম নয়। এ-ব্যবসা একদিনের জন্য রদ করা চলে না। তোমরা নিশ্চয় জানো, চার্লোনেসের বোম্বেটের দল ঈজিয়ানে পাকা আড্ডা গেড়েছে! তারা বেজায় বেপরোয়া। কাল খবর এসেছে বসফরাসে জাহাজ নিয়ে গিয়ে তারা বাইজান্তিয়ায় আর চালশিদনে আমাদের বহু জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। তারপর প্রোপোনতিসে লুঠ-তরাজ করে ঈজিয়ানের দিকে সরে গেছে। ও-দিকে ভূমধ্যসাগরের পূব-অঞ্চলে যত ফসল আর মশলাপাতির ব্যাপারীরা ভয়ে কাঁটা। তারা কেঁদে সম্রাটের কাছে এসেছে—তাদের রক্ষা করতে হবে। তাই সম্রাটের হুকুমে একশো যুদ্ধ-জাহাজ চলেছে রাভেনা আর আইসেনাস থেকে—এখান থেকে চলেছে শুধু একখানা!'

সকলে বলে উঠলেন—'তুমি একাই একশো, কুইণ্টাস! সম্রাট ঠিক মানুষকেই পাঠাচ্ছেন!'

এ-কথায় কুইণ্টাস গর্ব বোধ করলেন—কোনো কথা বললেন না।

কূলে এলো জাহাজ; খুব লম্বা নিচু জাহাজ—তেমন চওড়া নয়। তীরের বেগে চলে। সামনের দিকে জলের ঠিক উপরে

www.BanglaBook.org

দুটো লোহার গোঁজ—শত্রুরা জাহাজ ভাঙতে পারবে না। বেশ মজবুত জাহাজ। মাঝখানে মাস্তুল—দুধারে সার-সার দাঁড়িদের বসবার জায়গা। জাহাজে প্রকাণ্ড পাল। সামনের ডেকে ক'জন মাঝি-মাল্লা দাঁড়িয়ে, আর গলুয়ের উপর দাঁড়িয়ে মাথায় হেলমেট, হাতে ঢাল এক জোয়ান মানুষ!

একসঙ্গে একশো কুড়িখানা দাঁড় পড়েছে, একতালে, এক-ভাবে। বেশ জোরে এলেও কূলের কাছাকাছি এসে জাহাজ দাঁড়ালো একেবারে স্থির! জাহাজ তীরে ভিড়লো আর সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র সুরে শিঙা বেজে উঠলো; একদল নৌ-সেনা এলো ডেকের ওপরে, তাদের সঙ্গে যত মাঝি-মাল্লা, লোকজন—

কুইণ্টাস তখন সকলের কাছে বিদায় নিলেন। মাথার লরেল-ভূষণ খুলে এক বন্ধুর হাতে দিয়ে কুইণ্টাস বললেন—'এটি তোমার কাছে রেখো—যদি ফিরে আসি, নেবো। যদি না-ফিরি, তোমার কাছে রেখে দিয়ো তোমার ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে—আমার স্মৃতি!'

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কুইণ্টাস জাহাজে উঠলেন—সকলে শুভ কামনা জানালে। তারপর জাহাজ ছাড়লো—একশো কুড়িজন দাঁড়ী জলে দাঁড় ফেললো একসঙ্গে—কূল ছেড়ে জাহাজ চললো অকূলের উদ্দেশে!

জাহাজে বাজছে সুরে-লয়ে-ছন্দে-তালে উদ্দীপনা-জাগানো বাজনা।

দুই

একশো-কুড়ি দাঁড়ে জাহাজ চলেছে; পালে হাওয়া লেগে জাহাজ চলেছে তীরের বেগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুইণ্টাস বললেন—'কামলেনেসান থেকে আমরা যাবো মেশিনা—তারপর বেঁকে কালাব্রিয়া—মেলিটো বাঁয়ে থাকবে—তারপর যাবো আয়োনিয়ান সাগরে!'

অফিসার বললেন—'জানি, সার।'

কুইণ্টাস বললেন—'মেলিটো থেকে ঘুরে সাইনেরা যেতে হবে যদি দুর্যোগ না ঘটে, মানে, আন্তামেনো সাগরের আগে জাহাজ নোঙর করতে চাই না। ভয়ানক জরুরি কাজ—তোমার উপরেই নির্ভর করে আছি।'

অফিসারের নাম আরিয়াস—খুব পাকা অফিসার। অনেক যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—এখন তিনি মেরিন কম্যাণ্ডার।

* * *

ঢেউ কেটে একশো দাঁড়ে জাহাজ চলেছে।

বেলা দুপুর। বাতাস বইছে পশ্চিম থেকে, জাহাজের পাল তোলা—আরিয়াস তাঁর কেবিনে বসে—জাহাজে আর বাইরে সব দিকে নজর। জাহাজের ঠিক মাঝখানে তাঁর কেবিন। ষাট হাত লম্বা কেবিন, চওড়া কিন্তু বিশ ফুট। জাহাজের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সার-সার থাম; সেই সব থামের উপরে ছাদ। মাঝখানে মাস্তুল—মাস্তুলের গায়ে রাখা হয়েছে যত হাতিয়ার—বর্শা, শড়কি, ঢাল, তলোয়ার। ছাদে ঢাকা-জায়গাটি সকলের আশ্রয়—এইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়, সকলে ঘুমোয়, কুচকাওয়াজ করে, বিশ্রাম করে।

এর শেষে ক'ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্ল্যাটফর্ম—প্ল্যাটফর্মে বসে সর্দার-দাঁড়ী। সর্দারের প্ল্যাটফর্মের উপরে বেশ উঁচুতে আর-একটি প্ল্যাটফর্ম—এ প্ল্যাটফর্ম রেলিঙে ঘেরা—এ-প্ল্যাটফর্মে কুইণ্টাসের কেবিন। কেবিনের সামনে দুপাশে টানা বারান্দা, সেই বারান্দায় গদিমোড়া হাই-ব্যাক কুশন। জাহাজের দুপাশে

www.BanglaBook.org

সার-সার দাঁড়ী—তারা সমানে দাঁড় টেনে চলেছে—একতিল বিরাম নেই।

দাঁড়ীরা সকলেই বান্দা—ক্রীতদাস। তাদের নাম কেউ জানে না—জানবার দরকারও হয় না। দাঁড়ীদের জামার পিঠে শুধু নম্বর লেখা—১, ২, ৩, ৪ থেকে ১২০ ; তাদের পরিচয় ঐ নম্বরে। যেখানে তারা বসেছে, সেখানেও পর-পর ১ থেকে ১২০ নম্বর লেখা—যে যার নম্বরী-আসনে বসে দাঁড় টানে। নম্বরী-আসন কিছুতেই বদল করা চলে না।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কুইণ্টাস চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন—দাঁড়ীদেরও দেখছেন। হঠাৎ ৬০-নম্বর দাঁড়ীর উপর চোখ পড়লো—নেহাৎ ছোকরা, রোগা। কিন্তু চমৎকার চেহারা—ভদ্র বংশের ছেলে বলে মনে হয়। কুইণ্টাসের কেমন কৌতূহল হলো—কে এই ছেলেটি ?

কুইণ্টাস তার কাছে এলেন, বললেন—'তুমি ইহুদী ?'

এ-কথায় ছেলেটির মুখ রাঙা হয়ে উঠলো—হাতের দাঁড় জলে পড়লো না—চকিত-ক্ষণ—তারপর বেশ জোরেই তার দাঁড় পড়লো জলে—ঝপ করে আওয়াজ !

কুইণ্টাসের দিক থেকে ছেলেটি চোখ ফিরিয়ে নিলে। কুইণ্টাস আর-কোনো কথা না বলে মৃদু হাসলেন।

ছেলেটির চোখে ভ্রূকুটি দেখে কুইণ্টাস একটু আশ্চর্যই হলেন।

জাহাজ ঢুকলো মেশিনা অন্তরীপে। তীরে শহর—শহরের নামও মেশিনা। মেশিনা পার হয়ে এটনা অগ্নিগিরি—এটনা পেরিয়ে জাহাজ চলেছে···

কুইণ্টাস সেইখানে দাঁড়িয়ে—ছেলেটির পানে ঠায় চেয়ে আছেন। ভাবলেন, ছোকরার তেজ আছে। জাতে ইহুদী হলেও বুনো নয়, বাজে ঘরের ছেলে নয়—ভদ্র বনেদী ঘরের ছেলে। হয়তো লেখাপড়াও জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল যায় না—আরিয়াসকে জিজ্ঞেস করলেন ছেলেটির কথা।

আরিয়াস বললেন—'বান্দা বলেই তো জানি—তার বেশি পরিচয় জানি নে। খবর নেবো!'

তিন

জাহাজের নাম আস্ত্রা। চার দিনের দিন আয়োনিয়ান সাগরে এলো জাহাজ। পরিষ্কার আকাশ—মৃদু-মন্দ বাতাস—চমৎকার লাগছে।

বোম্বেটের জাহাজ আসবার আগেই কুইণ্টাসকে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে হবে, সাইনেরা দ্বীপ—সেইখানে পৌঁছুনো চাই।

ডেকে দাঁড়িয়ে আরিয়াস—সামনের দিকে চেয়ে আছেন।

কুইণ্টাসও দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলেন। হঠাৎ ছাখেন, সেই ৬০-নম্বর ছোকরা দাঁড়ী এসে দাঁড়ালো আরিয়াসের সামনে। জিজ্ঞেস করলে—'সর্দার বললে—আপনি আমাকে ডেকেছেন?'

—'ও···হ্যাঁ।' আরিয়াস বললেন—'সর্দার তোমার খুব তারিফ করছিল। বলছিল, বয়সে ছেলেমানুষ হলেও দাঁড়ীদের মধ্যে তুমি সকলের সেরা।'

প্রশংসা শুনে ছেলেটি মাথা নামালে।

আরিয়াস বললেন—'কতদিন তুমি এ-কাজ করছো?'

—'তিন বছর।'

—'তুমি ইহুদী? তোমার চেহারা দেখে, কথা শুনে মনে হয়, বেশ বড়োঘরের ছেলে—লেখাপড়াও তুমি জানো। তোমার বাবা বেঁচে আছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলেটির দু-চোখ ছলছলিয়ে এলো। সে বললে—'না।'

—'বাবা কী করতেন?'

—'আমার বাবা ছিলেন জেরুজালেমের একজন প্রিন্স। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। সম্রাট অগস্তাসের সভায় তাঁর খুব খাতির ছিল। সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হয়ে তেরো-চৌদ্দ বছর আগে তিনি মারা গেছেন।'

—'তাঁর নাম?'

—'ইথামার—হুর-বংশে জন্ম।'

সব কথা শুনে কুইণ্টাসের দু-চোখ হলো বিস্ফারিত! তিনি বললেন—'তুমি হুরেদের ছেলে! তা হঠাৎ এই বান্দার কাজ—'

ছেলেটি মাথা নিচু করলে—বুকের মধ্যে ক'বছরের জমানো ব্যথা টন্‌টন্ করে উঠলো। নিশ্বাস ফেলে ছেলেটি বললে—'রাজ্যপাল গ্রেটাসকে আমি মেরে ফেলতে গিয়েছিলুম, সেই অপরাধে আমার এ-সাজা।'

কুইণ্টাস চম্‌কে উঠলেন, বললেন—'রাজ্যপালকে তুমি মেরে ফেলতে গিয়েছিলে! ও, হ্যাঁ—এমনি একটা খবর শুনেছিলুম বটে—আমি তখন জাহাজে!'

তারপর কারো মুখে অনেকক্ষণ কথা নেই। শেষে কুইণ্টাস বললেন—'আমি জানতুম, হুরদের বংশে কেউ নেই! তোমার মা বেঁচে আছেন?'

—'মা আছেন—ছোটো একটি বোন আছে—টিরা। জানি না, এখনো বেঁচে আছে কিনা! থাকলেও কোথায় আছে—কোনো খবর জানি না। আপনি যদি দয়া করে তাঁদের খবর—'

জুডার দু-চোখে জল এলো।

তার দিকে চেয়ে কুইণ্টাস জিজ্ঞেস করলেন—'সত্যিই তুমি রাজ্যপালকে মারতে গিয়েছিলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু-চোখ জলে ভরে এলো, ধরা গলায় জুডা বললে—'না, না, না—ভগবান জানেন, আমার কোনো অপরাধ ছিল না।'

—'তাহলে এ-অপরাধে তোমাকে'…

চোখের জল মুছে যা ঘটেছিল জুডা সব খুলে বললে—হঠাৎ টালি খসে পথে পড়ার কাহিনী—বাড়িতে ঢুকে ফৌজদের কীর্তির কথাও সে বাদ দিলে না।

কুইণ্টাস বললেন—'তোমার বিচার হয়েছিল?'

—'না।'

—'বিনা-বিচারে সাজা? এ-সাজা কে দিয়েছে?'

—'আমি জানি না। ফৌজ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে টাওয়ারে একদিন আটক করে রাখে—কেউ আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। তার পরের দিন সমুদ্রের ধারে এনে জাহাজে তোলে—সেই থেকে আমি এ-কাজ করছি।'

কুইণ্টাস বললেন—"তুমি দোষ করোনি—তার প্রমাণ দিতে পারতে?'

—'পারতুম। বাড়ির ছাদে আলসের ধারে সব কার্নিশ-গুলোই ফাটা—যে দেখতো, সেই বুঝতো! তার উপর আমি রাজ্যের কোনো-কিছুতেই থাকি না! চক্রান্ত কাকে বলে, জানি না! আর মারবো যদি তাহলে ঐ ভিড়ে অমন করে মারবো? মারলে সঙ্গে-সঙ্গে ধরা পড়বো—এমন কাজ কেউ করে কখনো? মেরে পালাবো, উপায় নেই। নিজেদের বাড়ি—বাড়িতে মা আছেন, ছোটো বোন রয়েছে—এমনভাবে রাজ্যপালকে মারবার চেষ্টা—তাতে মা-বোনের কী বিপদই না হবে! তাছাড়া ইহুদী হলেও আমি মানুষ, আমার ধর্মভয় নেই? কেনই বা তাঁকে মারবো? আমার কোনো অনিষ্ট তিনি করেননি। তাঁকে মারলে আমার কী-বা লাভ হবে?'

—'টালি যখন খসে পড়ে, তোমার মা তখন কোথায় ছিলেন?'

www.BanglaBook.org

—'ছাদে ছিলেন না! নীচের তলায়, তাঁর ঘরে, নিশ্চয়। অনেক পরে আমি দেখেছি, আমার মাকে আর বোনকে ভেড়া-ছাগলের মতো টানতে টানতে রোমান সেপাইয়ের দল হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এলো। কোথায় তাঁদের নিয়ে গেছে, জানি না। আমাদের বাড়ির ফটক ক-টার সামনে পাঁচিল গেঁথে সব ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি যদি দোষী হই, বেশ, আমাকে যেমন খুশি সাজা দাও, কিন্তু এর জন্য এমন পিশাচের মতো—আপনি মাপ করবেন—এর জন্য আমার মন এমন হয়ে আছে—ভগবানের কাছে আমি কায়মনে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমাকে একটু সুযোগ দাও ভগবান, এর শোধ আমি নেবো—আমার মা-বোনের এমন লাঞ্ছনা! কিন্তু আমার এ-প্রার্থনা, আমি জানি, কোনোদিনও পূর্ণ হবে না! এ-জন্মের মতো আমি বান্দা। বান্দার কী সামর্থ্য!'

বেশ মন দিয়েই কুইণ্টাস কথাগুলো শুনছিলেন। শুনে ছেলেটির উপর তাঁর মমতা হলো। দৈবাৎ একটা ঘটনা—সে-ঘটনার সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া নয়, কিছু নয়—এত বড়ো বনেদী সংসারকে এমনভাবে নষ্ট করা! ছেলেটি যে অকপট সত্যি কথা বলেছে, সে-বিষয়ে তাঁর মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

কুইণ্টাস বললেন—'আচ্ছা, এখন তুমি তোমার কাজে যাও—আমি চেষ্টা করবো, যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি।'

বেন হুর গিয়ে তার ৬০-নম্বর আসনে বসলো। বসে আবার দাঁড় টানা। তার বুকের বেদনা একটু যেন আজ হালকা হলো। অন্ধকারের মধ্যে একটু যেন আলোর রেখা সে দেখলো! নিশ্চয় ভগবানের দয়া—নাহলে হঠাৎ ইনি ডেকে এত কথা কইবেন কেন জুডার সঙ্গে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

সিথারা দ্বীপের পুবদিকে আন্তিমোনা উপসাগর। এখানে এসে জড়ো হয়েছে একশো যুদ্ধ-জাহাজ—কুইণ্টাস এসে সে-সব জাহাজ দেখলেন। তারপর তাঁর জাহাজ চললো নাকশোস্ দ্বীপে। এ-দ্বীপটি গ্রীস আর এশিয়ার মাঝামাঝি—যেন পথের মাঝখানে উঠেছে এক পাথুরে দেয়াল! এখান থেকে চারদিক দেখা যায়—চারদিককার খবর এখানে মেলে। যে যেদিকে যাক—এ-দ্বীপে সে-খবর অজানা থাকতে পারে না। বোম্বেটেদের সন্ধান পেলে তারা ঈজিয়ান সাগরে, বা ভূমধ্যসাগরে, যেখানেই থাকুক এখান থেকে তখুনি তাদের পিছনে ধাওয়া করা চলবে।

ঐ একশো জাহাজও চলেছে এই শিলাদ্বীপের দিকে। হঠাৎ চোখে পড়লো একখানা জাহাজ। জাহাজখানা আসছে উত্তরদিক থেকে। দেখে কুইণ্টাস হুকুম দিলেন—'ঐদিকে চালাও।'

তাঁর জাহাজ চললো ও-জাহাজ লক্ষ্য করে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে দেখেন, মালের জাহাজ—ও-জাহাজ আসছে বাইজান্তিয়াম থেকে। এদের কাছ থেকে সন্ধান মিললো ঃ

বোম্বেটেরা আসছে ইয়ুকজেনের দিক থেকে ঃ ওদের ষাটখানা জাহাজ—সব ক'খানাই যুদ্ধ-জাহাজ—অনেক লোক-লশকর আর হাতিয়ার আছে জাহাজে। ক'খানা জাহাজে—একদিকে দু-সার করে দাঁড়—বাকীগুলোয় দাঁড় তিন-সার করে। জাহাজগুলোর কম্যাণ্ডার জাতে গ্রীক, দাঁড়ীরাও গ্রীক। এদিককার যত সাগর, উপ-সাগর সব ওদের ভালো রকম জানা। শুধু সাগরে-চলা জাহাজে নয়, সাগরের ধারে যত শহর আর বন্দর—কোথাও ওরা লুঠ করতে ছাড়ে না। এদিককার লোকজন ওদের ভয়ে সব সময়ে কাঁটা

www.BanglaBook.org

হয়ে আছে! যত বড়ো-বড়ো বাড়ির ছাদে দিন-রাত পাহারা মোতায়েন থাকে।

কুইণ্টাস বললেন—'এখন তারা ঠিক কোথায় আছে, বলতে পারো?'

মাল-জাহাজের ক্যাপ্টেন বললে—'লেমন্‌স্‌ দ্বীপে সবচেয়ে বড়ো শহর হেফসডিয়া—সেই শহর লুঠ করে তারা চলেছে থেসালির দ্বীপগুলো ছাড়িয়ে ইওরিয়া আর ভেলেনিসের দিকে।'

গ্রীসের গায়েই ইওরিয়া দ্বীপ। গ্রীস আর এই দ্বীপের মাঝখানে একটা সরু খাল—সেই খাল দিয়ে সম্রাট্‌ জেরেক্সেস অভিযানে বেরিয়েছিলেন—ও-খালে এখন বোম্বেটেদের আড্ডা। এদিকে অনেকগুলো বড়ো বন্দর—ওদের লুঠের মাল মিলবে বিস্তর!

এমনি নানা কথা ভেবে কুইণ্টাস ঠিক করলেন, থার্মোপলির কাছাকাছি কোনো জায়গায় ওদের থাকা সম্ভব! তা যদি থাকে, তাহলে উত্তর এবং দক্ষিণ—দু-দিক থেকে ওদের ঘেরাও করবেন। তিনি হুকুম দিলেন—'তীরের বেগে জাহাজ চালাও, এক-মুহূর্তও থামা নয়।'

জাহাজ চলেছে তীরের বেগে। সন্ধ্যা হয়-হয়, তখন চোখে পড়লো ডাঙা—সার-সার পাহাড়। সর্দার-মাঝি বললে—'ইওরিয়ার কূল দেখা যাচ্ছে, হুজুর, ঐ!'

দাঁড়-টানা বন্ধ হলো—সব জাহাজ তখন বাতাসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলেছে—পর-পর দু-সারে পঞ্চাশখানা করে একশোখানা জাহাজ। দু-সার জাহাজের একসার জাহাজ নিয়ে কুইণ্টাসের জাহাজ ঢুকলো সেই খালে। ও-সারের পঞ্চাশখানা জাহাজ অন্য দিক দিয়ে গিয়ে খালে ঢুকবে।

খালে ঢুকে দাঁড়-টানা জাহাজ চলেছে। বেন হুর দাঁড় টানছে তার আসনে বসে। সে জানে না, জাহাজ কোথায় চলেছে, কেন চলেছে! তার কাজ দাঁড় টানা, সে দাঁড় টানছে। দাঁড়ীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছ-ঘণ্টা করে একটানা দাঁড় টানতে হয়। দাঁড় টানার পালা আছে—তারপর দু-ঘণ্টা বিশ্রাম। কাজে, বিশ্রামে—সব সময়ে দাঁড়ীদের নিজের নিজের আসনে থাকতে হয়। তাদের পায়ে শেকল—সে-শেকল বাঁধা দাঁড়ের সঙ্গে। এ-শেকল কখনো খোলা হয় না। কাজেই ঐ বাঁধা জায়গা ছাড়া বান্দা-দাঁড়ীদের জাহাজের আর-কোনো জায়গায় যাওয়া চলে না। যাবার নিয়ম নেই। তিন বছর পরে পায়ের শেকল আজ প্রথম খুলে বেন হুর গিয়েছিল কুইণ্টাসের কাছে তাঁর ডাক পেয়ে। জাহাজ যখন আন্তিয়োনা সাগরে, তখন বেন হুর পেয়েছিল তার জিরেনের ছুটি। এখন আসনে বসে আবার দাঁড় টানছে।

সূর্য অস্ত গেল—নামলো সন্ধ্যা। সন্ধ্যার পর রাত্রি। বেন হুর সমানে দাঁড় টানছে।

সিঁড়ির ধারে সার-সার বাতি টাঙানো হলো। কুইণ্টাস নেমে ডেকে এলেন। জাহাজের যত ফৌজ হাতিয়ার-বর্ম আঁটতে লাগলো। বড়ো-বড়ো থলি ভরে শড়কি, বর্শা, তীর, ধনুক এনে জড়ো করা হচ্ছে—সেই সঙ্গে আনা হচ্ছে জালা-জালা তেল—দপ করে যে তেল চকিতে জ্বলে—সেই তেল ; তারপর এলো থলি ভরে তুলো-পাকানো অজস্র পলতে! কুইণ্টাসের সাজ-পোশাক পরা—তাঁর মাথায় হেলমেট।

বেন হুর বুঝলো, দেরি নেই, এখুনি লড়াই বাধবে।

সর্দার-মাঝি এলো নেমে—প্রত্যেক দাঁড়ীর কোমরে শেকল লাগিয়ে সে শেকল কায়েমী করে সে এঁটে দিলে প্রত্যেকের দাঁড়ের সঙ্গে! লড়াইয়ে যাই হোক—জাহাজ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ডুবে যায় যদি, দাঁড়ীরা তাদের আসনে এই শেকলে বাঁধা থাকবে!

কুইণ্টাস দাঁড়িয়ে দেখছেন—উনষাট-জন দাঁড়ীকে শেকল এঁটে সর্দার এলো ষাট-নম্বরের দাঁড়ী বেন হুরের কাছে। হঠাৎ কুইণ্টাসের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বেন হুর দেখতে পেলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সর্দারকে ডেকে তিনি কী বললেন, বেন হুর শুনতে পেলো না। শুধু দেখলে যে সর্দার তাকে শেকল দিয়ে আঁটলো না—৬১-নম্বরের কাছে দাঁড়ালো। কুইণ্টাস তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন—কখনো তাকাচ্ছেন সমুদ্রের দিকে—কখনো বা দাঁড়ীদের দিকে। বেন হুর বেশ উৎসাহে দাঁড় টানছে।

দাঁড়ীদের শেকল দিয়ে আঁটা হলো। সর্দার আসছে কুইণ্টাসের কাছে—বেন হুর দেখছে—দেখতে দেখতে দাঁড়ের শীসাবাঁধানো হাতলে বুক চেপে এমন জোরে দাঁড় টানলে যে তার দাঁড় গেল বেঁকে। সর্দার দেখলো, কুইণ্টাসও দেখলেন। সর্দার বলে উঠলো—'আরে ব্যাস, গায়ে কী জোর, অ্যাঁ!'

কুইণ্টাস বললেন—'শুধু তাই নয়—কাজে কী উৎসাহ! বাহাদুর ছেলে! না, না, ওকে শেকল পরিয়ো না।'

এ-কথা বলে কুইণ্টাস গিয়ে কৌচে বসলেন।

রাত কেটে গেলো। আকাশে ভোরের আলো। একজন অফিসার এসে কুইণ্টাসের ঘুম ভাঙালো।

জেগেই কুইণ্টাস মাথায় হেলমেট আঁটলেন—কোমরের বেল্টে আঁটা তলোয়ার, হাতে নিলেন ঢাল—তারপর সেনাধ্যক্ষের কাছে এসে বললেন—'সকলে চটপট তৈরী হয়ে নাও···বোম্বেটের দল কাছাকাছি আছে।'

এ-কথা বলে কুইণ্টাস গম্ভীরভাবে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠলেন।

চকিতে সকলে জেগে উঠলো। জেগে যে যার জায়গায় তৈরী—ফৌজ দাঁড়াল কাতার দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে—রাশ-রাশ তীর আর বর্শা ডেকে রাখা হলো—সিঁড়ির গায়ে যত তেলের জালা আর সেই তুলোর পলতে—রাশ-রাশ লণ্ঠন আনা হলো—রাশ-রাশ বালতি—বালতিগুলোয় নিমেষে জল ভরা হলো। যেসব দাঁড়ীর তখন জিরেন—তাদের মধ্যে ছিল বেন হুর—ফৌজের সঙ্গে মিলিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের সকলকেও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। সকলের বুক ভয়ে দুরুদুরু—এখুনি, এখুনি মরণ-বাঁচনের কী লীলাই না শুরু হবে!

সর্দার-মাঝি কাছে এলো—কথা না বলে সংকেতে খবর দিলে সে—সে-খবরে দাঁড়ীদের সর্দার করলে ইশারা—সঙ্গে-সঙ্গে সব দাঁড় বন্ধ। ব্যাপার কী? সকলে চারদিকে তাকায়, সকলে কান খাড়া করে আছে! পিছনে আর একখানা জাহাজ আসছে—দাঁড়ের ছপ-ছপ শব্দ—আস্ত্রা-জাহাজ দুলে উঠলো—বেন হুরের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ—লড়াই শুরু হলো বুঝি!

আবার সর্দারের সংকেত—সব দাঁড় জলে পড়লো—জাহাজ চললো—কিন্তু মন্থর গতি। দাঁড়ে শব্দ নেই—জাহাজে এতটুকু কলরব নেই—সকলে ভাবছে, বুঝি লাগলো!

দাঁড়ীরা কেউ বুঝতে পারছে না, কী ব্যাপার! হঠাৎ জাহাজে ভেরী বেজে উঠলো; বিরাম-বিচ্ছেদহীন একটানা। সর্দারের সংকেত—দাঁড়ীরা জোরে-জোরে দাঁড় টানতে লাগলো—কিন্তু তখুনি জাহাজ উঠলো কেঁপে—তবু জাহাজ এগিয়ে চলেছে—পিছনে বহু লোকের হই-হই রব—সেই সঙ্গে অনেকগুলো ভেরীর আওয়াজ!

সামনে ফাঁকা—কিছু নেই। যা-কিছু সব পিছনে। শেষে আচমকা জাহাজে লাগলো প্রচণ্ড ধাক্কা। সর্দার-মাঝি টাল রাখতে না পেরে ডেকের উপরে পড়ে গেল—আরো ক'জন লোক গেল পড়ে। জাহাজ চকিতের জন্য পিছু হটলো। তারপর বাতাসের বেগে সামনের দিকে চললো—সঙ্গে-সঙ্গে বহু তূর্যনাদ—অনেক লোকের ভৈরব নিনাদ!

বেন হুর শুনলো, পায়ের নীচে কী যেন ভাঙছে—ভেঙে চুর হচ্ছে—তেমনি শব্দ! জাহাজসুদ্ধ লোক চারদিকে তাকাচ্ছে—হঠাৎ জাহাজে বিকট জয়োল্লাস···রোমানরা তাহলে জিতেছে···বোম্বেটে-দের হার!

বিরাম নেই। জাহাজ সামনে এগিয়ে চলেছে। ক'জন সেপাই

www.BanglaBook.org

ছুটতে ছুটতে নেমে এলো—সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সার-সার ফৌজ। যারা নেমে এলো, নেমেই তারা তুলোর অনেকগুলো পলতে সেই জালার তেলে ভিজিয়ে সেগুলো দিলে সিঁড়ির ফৌজদের হাতে। সেই পলতে জ্বেলে তারা ছুড়তে লাগলো বোম্বেটেদের জাহাজ লক্ষ্য করে। আস্ত্রা-জাহাজ আবার ভয়ানক জোরে দুলে উঠলো! তারপর আবার রোমানদের জয়ধ্বনি—ওদিকে আর্ত চিৎকার—বোম্বেটেদের একখানা জাহাজ জলে ডুবলো।

আকাশ-সাগর কাঁপিয়ে দু-পক্ষে তুমুল হুংকার—বোম্বেটেদের আর-একখানা জাহাজ আস্ত্রা ঢুঁ মেরে ডুবিয়ে দিলে! জলের বুকে বড়ো বড়ো ঢেউ—জল পাক দিচ্ছে, ফুলে উঠছে···সেই চর্কিজলে নাকানি-চোবানি খেয়ে ডুবে মরছে কত বোম্বেটে! জ্বলন্ত পলতের আগুনে চারদিকে ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী—তেলে ভিজানো পলতের ধোঁয়ায় কী ঝাঁজালো গন্ধ—নিশ্বাস নেওয়া যায় না—চোখ জ্বালা করে, চেয়ে থাকা যায় না। লণ্ঠনের আলোগুলোকে ক্ষীণ স্তিমিত করা হয়েছে।

জাহাজ সমানে চলেছে—চলার বিরাম নেই। বেন হুর বুঝলো, বোম্বেটেদের একখানা জ্বলন্ত জাহাজ আর জ্বলন্ত পলতের ধোঁয়া কাটিয়ে তাদের আস্ত্রা-জাহাজ চলেছে—বেন হুরের নিশ্বাস সে-ধোঁয়ায় বন্ধ হয়ে যাবে যেন!

আস্ত্রা তবু চলেছে—কিন্তু হঠাৎ তার গতি হলো বন্ধ। সামনের দিককার দাঁড়ীদের হাত থেকে কে যেন দাঁড়গুলো টেনে নিলে। ডেকে ছুটন্ত অনেকগুলো পায়ের শব্দ—চিৎকার—তারপর জাহাজে যেন পাহাড়ের ধাক্কা—দাঁড়ীরা হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো—লুকোবে বলে লোকজন ছুটোছুটি করছে একটু গোপন আশ্রয়ের সন্ধানে! বেন হুর যেন কাঠের পুতুল—তার দু-চোখে অপলক দৃষ্টি—দু-কান খাড়া—প্রত্যেকটি শব্দ সে শুনছে! হঠাৎ তার সামনে দড়াম করে পড়লো একজন মানুষ—অর্ধনগ্ন দেহ—দেহে প্রাণ নেই—বুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁটা চামড়ার তৈরী ঢাল। উত্তর-দেশের মানুষ—এ-জাহাজে কী করে এলো? আস্ত্রার উপর শত্রু হানা দিলে নাকি? তা যদি হয়, তাহলে?

কুইণ্টাসের কথা মনে হলো—বোম্বেটেরা তাঁকে যদি ঘেরাও করে থাকে? তিনি যদি রক্ষা না পান? তাঁর সঙ্গেই যে বেন হুরের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে! বেন হুরের সব আশা-ভরসা তাঁর হাতে! তিনি যদি রক্ষা না পান? তাহলে বেন হুর কী আশায় বাঁচবে? যেমন করে হোক, তাঁকে রক্ষা করতেই হবে! তা করতে যদি প্রাণ যায়—যাবে! এমনিতেই তো কোনো আশা নেই।

অধীর দৃষ্টিতে বেন হুর চারদিকে তাকাতে লাগলো। আস্ত্রার দু'দিক থেকে বোম্বেটেদের জাহাজের ধাক্কা—দাঁড়ীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, বন্ধনের শেকল ছিঁড়তে পারছে না। না পেরে তাদের কী ভয়ানক চিৎকার! শান্ত্রী-পাহারার দল কে কোথায়, ঠিকানা নেই! চারদিকে বিপর্যয় ব্যাপার! সর্দার মাঝি কিন্তু নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অটল—কর্তব্য করছে। নিশ্চল, যেন পাথরের মূর্তি। বেন হুর তাকে দেখলো, তারপর সে চললো কুইণ্টাসের সন্ধানে।

সিঁড়ি দিয়ে বেন হুর উঠলো ডেকের উপর। উঠে দেখে, সারা আকাশ লালে লাল—ধু-ধু করে আগুন জ্বলছে—জলের বুকে কখানা জাহাজে দাউদাউ আগুন জ্বলছে—পাল পুড়ছে।

বোম্বেটের দলে অসংখ্য লোক, তাদের তুলনায় রোমানের সংখ্যা কত অল্প! বেন হুর দেখছে—দেখছে—হঠাৎ সিঁড়িটা পড়লো ভেঙে—সঙ্গে-সঙ্গে বেন হুরও পড়লো—জাহাজেই পড়লো—জলে নয়! উঠে সে এলো প্ল্যাটফর্মে···জাহাজে মুহুর্মুহুঃ জোর ধাক্কা লাগছে—যেন হাতুড়ি দিয়ে কে জাহাজ ভাঙতে চাইছে···ঝন-ঝন ঝন-ঝন শব্দে আস্ত্রার তক্তাগুলো খসে পড়লো! তারপর জাহাজের

www.BanglaBook.org

পিছন দিকটা ভেঙে দু'খানা—অমনি ভীমগর্জনে ঢেউগুলো এলো ছুটে জাহাজের উপর—ঢেউও যেন বোম্বেটের দলে মিশে মত্ত মাতন তুলেছে—যেন আস্ত্রাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে—রোমানদের কোনো চিহ্ন রাখবে না! বেন হুরের চোখের সামনে ঘনিয়ে এলো ঘন-কালো অন্ধকার! সেই অন্ধকার আর জলের প্রমত্ত ঢেউয়ে মিশে বেন হুর চেতনা হারিয়ে ফেললে।

জলের ঢেউ বেন হুরকে টুকরো কাঠের মতো ঠেলে নিয়ে গেল কেবিনের মধ্যে। কেবিন জলে জলময়—এখানে থাকলে মৃত্যু! কিন্তু বেন হুরের ভাগ্য—সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ দুলে উঠলো! সে-দোলায় কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে জলের বুকে পড়লো বেন হুর!

জলে পড়তেই তার চেতনা হলো—চেতনা হতে বেন হুর দেখে, একখানা তক্তা ভাসছে। দু-হাতে তক্তাখানা ধরে বেন হুর ভেসে চললো জলের স্রোতে—ভাসতে ভাসতে চারদিকে তাকাচ্ছে।

জলের বুকে পাতলা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সে-ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক-কিছু নজরে পড়ে। ঐ আগুনের চক্র—ক-খানা জাহাজ আগুনে পুড়ছে—লড়াই এখনো চলেছে। কে জিতছে, কে হারছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! জলের বুকে কত মানুষ ভাসছে আর ডুবছে। বোম্বেটেদের মধ্যে অনেকে ভাঙা তক্তা আশ্রয় করেছে, তাদের একহাতে তলোয়ার, না হয় খড়গ! মরণের মুখেও তাদের হিংসার বিষ সমান উগ্র! বেন হুরের ভয় হলো, তাকে যদি ওরা দেখে ফেলে, এখুনি কেটে ফেলবে। তাদের কাছ থেকে যত দূরে সরে থাকতে পারে, ততই ভালো।

হঠাৎ কানে শোনে দাঁড়ের শব্দ—বেশ জোরে-জোরে অনেক-গুলো দাঁড় পড়ছে জলে। চারদিকে চেয়ে-চেয়ে নজরে পড়লো, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে যেন একখানা জাহাজ আসছে—বেশ বড়ো

www.BanglaBook.org

জাহাজ। বেন হুরের বুক কেঁপে উঠলো! জাহাজখানা যে-রকম জোরে আসছে, তার আশ্রয় এই তক্তায় যদি ধাক্কা লাগে? তাহলে আর দেখতে হবে না—তক্তাসমেত সে চুর হয়ে যাবে! জাহাজ যে-দিক থেকে আসছে সে-দিক থেকে অনেক কষ্টে তক্তাখানাকে সে দূরে সরিয়ে নিয়ে চললো। তক্তাখানা যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। সেখানা সরিয়ে আনতে গিয়ে দেখে, জলে ভাসছে এক মানুষের দেহ—মাথায় হেলমেট। দু-হাত প্রসারিত করে মানুষটি ভেসে থাকবার চেষ্টা করছে—চলন্ত ঐ জাহাজের আলো এসে মানুষটির মুখে পড়েছে। বেন হুর চিনলো তাঁকে—কুইণ্টাস! মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত—তাঁর হাত-দুখানা শেষবারের মতো ভেসে উঠলো—তারপর দেহ নিথর!

বেন হুর কোনোমতে তক্তাখানা ভাসিয়ে তাঁর কাছে এসে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেললো; তারপর অতি কষ্টে তক্তার উপরে তাঁর দেহখানা টেনে তুললো।

কত জাহাজ ডুবছে—ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল তোলপাড়। তখনো চলেছে লড়াই। সেদিকে বেন হুরের লক্ষ্য নেই—যেমন করেই হোক কুইণ্টাসকে তাকে রক্ষা করতেই হবে।

তক্তায় কুইণ্টাসের দেহ—ভাঙা মাস্তুলের খানিকটা টুকরো হঠাৎ পাওয়া গেল—ভেসে যাচ্ছিল! সেটা নিয়ে জলের স্রোত ঠেলে ঢেউ কাটিয়ে বেন হুর চললো তার তক্তা ভাসিয়ে। চলেছে তো চলেছে ভেসে। কোথায় চলেছে, কে জানে—চলেছে বিরামহীন গতিতে।

রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটলো—মৃদু বাতাস—বাঁদিকে অনেক দূরে দেখা যায় কূল। জলে কত দেহ ভাসছে—সব মরা মানুষের দেহ।

কূলের দিকে তক্তা ভাসিয়ে চলেছে বেন হুর। কুইণ্টাসের

www.BanglaBook.org

দিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখছে—নিথর-নিস্পন্দ দেহ—বেঁচে আছেন তো? ভয়ে ভয়ে বেন হুর তাঁর দিকে তাকাচ্ছে! যদি বেঁচে না থাকেন—বেন হুরের এতটুকু শক্তি থাকবে না তাহলে।

মনের অস্থিরতা তবু যায় না। কুইণ্টাসের মাথা থেকে হেলমেটটা বেন হুর খুললো—কোমর থেকে খুললো কিরিচ—তারপর বুকে হাত দিলে—এই যে হ্যাঁ, আঃ, প্রাণের স্পন্দন চলেছে। নাকের কাছে হাত দিলে—নিশ্বাস পড়ছে। আঃ, ভগবান! ভগবান! কুইণ্টাস তাহলে বেঁচে আছেন!

পাঁচ

তক্তা ভেসে চলেছে। অনেকক্ষণ পর কুইণ্টাস চোখ মেলে চাইলেন। চোখে কেমন বিহ্বল দৃষ্টি! তিনি দেখলেন বেন হুরকে—দেখলেন অকূল অপার সমুদ্র—সেই সমুদ্রের বুকে একখানা তক্তায় তিনি আর বেন হুর। মনে হলো, 'জাহাজ? লোকজন?'

কুইণ্টাস জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি?'

বেন হুর আনন্দে একেবারে বিভোর! তার মুখে কথা নেই—সে শুধু চেয়ে আছে কুইণ্টাসের দিকে।

কুইণ্টাস বললেন—'তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছো। তোমার এ-ঋণ শোধ হবার নয়। যদি বেঁচে দেশে ফিরতে পারি, তোমাকে বান্দা থাকতে হবে না, নিশ্চয় জেনো! তোমাকে যেমন করে পারি, আমি দেওয়াবো পূর্ণ স্বাধীনতা—তোমার যেখানে খুশি, যেতে পারবে। জীবনে যে-কাজ করতে চাও—তার সুযোগ পাবে তুমি। আমি তোমাকে দেখবো—তোমার সহায় থাকবো চিরদিন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুরের মুখ লজ্জায় রাঙা! সে মাথা নামালে।

কুইণ্টাস বললেন—'এমন করে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছো! ভালো কথা, তুমি সত্যিই জেরুজালেমের প্রিন্স হুরের ছেলে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ধীর নম্র কণ্ঠে বেন হুর জবাব দিলে।

—'তোমার বাবাকে আমি বেশ ভালো রকম জানতুম। কেটো আর ব্রুটাসের কথা তুমি বোধ হয় জানো। আর তা জানলে এও জানো, তাঁরা কত মহৎ ছিলেন—আমরা যাঁদের বলি মহাপুরুষ, তাঁরা ছিলেন সেই মহাপুরুষ। রোমানদের মধ্যে এমন মহাপুরুষ বড়ো বেশি নেই। তাঁদের কথা জানো তো?'

—'জানি!'

কুইণ্টাস বললেন—'তুমি জানো রোমের রীতি—বনেদী ঘরের রোমানরা প্রত্যেকেই আঙুলে আঙটি পরেন। এই ছাখো, আমার আঙুলে আঙটি।'

তিনি দেখালেন বেন হুরকে তাঁর আঙুলের আঙটি। দেখিয়ে সে আঙটি খুলে জুডার হাতে দিয়ে বললেন—'এ-আঙটি তুমি পরো তোমার আঙুলে—নাও, আমি দিচ্ছি।'

আঙটি নিয়ে বেন হুর সেটি পরলো নিজের আঙুলে।

কুইণ্টাস বললেন—'আমার অনেক সম্পত্তি আছে—অনেক ঐশ্বর্য—খুব ধনী ব'লে দেশে আমার খ্যাতি আছে! কিন্তু আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বা নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই। আমি যদি মরে যাই, তুমি মিলেনিয়ামে যেয়ো—সেখানে আমার মস্ত বাগান-বাড়ি আছে—বাগানবাড়ির লোকজনকে আমার এই আঙটি দেখিয়ো—তারা তোমাকে সেই বাগানবাড়ির মালিক বলে মানবে! তাহলে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না। আর আমি যদি বেঁচে থাকি, তোমার ভবিষ্যতের ভার আমার। তোমার এ-বান্দাগিরি নিশ্চয়ই শেষ হবে—রাজ্যে তুমি যাতে গণ্যমান্য হও, রোমেও যাতে তোমার রীতিমতো খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয়, সে-ব্যবস্থা আমি করবো।'

www.BanglaBook.org

বিনম্র কণ্ঠে জুডা বললে—'আপনার অসীম অনুগ্রহ !'

—'না, না, অনুগ্রহ নয় ! তুমি আমাকে মরণের মুখ থেকে উদ্ধার করেছো, বাঁচিয়েছো—তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই।'

এ-কথা বলে কুইণ্টাস তার দিকে অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন ; তারপর বললেন—'কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে—আমি যেমন বলবো…'

—'যদি অন্যায় না হয়, করবো।'

—'না, অন্যায় নয়। তবে একটু মিথ্যা…মানে, রোমে যদি আমি পৌঁছুতে পারি, তাহলে সেখানে আমি বলবো, বোম্বেটেদের আমি নির্মূল করেছি—তুমি আমার সে-কথায় সায় দেবে। আর যেভাবে তুমি আমাকে রক্ষা করেছো, সেটুকু চেপে যাবে—অর্থাৎ এটুকু আমি গোপন রাখতে চাই। মানে, আমার জাহাজ ভেঙে গেছে—তুমি আর আমি একখানা তক্তা আশ্রয় করে রক্ষা পেয়েছি—এ-কথা প্রকাশ হয় না যেন ! রাজি ?'

মাথা নেড়ে বেন হুর বললে—'বেশ তাই হবে।'

কুইণ্টাস বললেন—'শক্তির এই দম্ভ—জানি, মানুষের এ এক মস্ত দুর্বলতা। কিন্তু উপায় নেই, হুর—তাই বলছিলুম কেটোর কথা, ব্রুটাসের কথা। যোদ্ধার যদি কীর্তি না রইলো, তাহলে তার জীবন মিথ্যা ! তুমি হয়তো মনে-মনে হাসছো ! হয়তো তোমার ঘৃণা হচ্ছে এ-কথা শুনে—'

বেন হুরের লজ্জা হলো ! সে বললে—'এত কথা আপনি কেন বলছেন ? আপনি কত মহৎ—প্রথম দিনেই আমি সে-পরিচয় পেয়েছি। তিন বছর আমি বান্দা হয়ে জাহাজে দাঁড় টানছি—এ-তিন বছর কেউ আমার দিকে চোখ তুলেও তাকায়নি—সামান্য একটা কথাও কেউ কয়নি আমার সঙ্গে ! আর আপনি—'

বলতে বলতে বেন হুরের স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো—আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু-চোখ ভরে এলো জলে। নিশ্বাস ফেলে সে বললে—'আমাকে দেখেই আমার উপর আপনার মমতা…'

কুইণ্টাস বললেন—'বনেদী ঘরে যার জন্ম, তার সে-পরিচয় মুখে-চোখে স্বভাবে-ভাবে প্রকাশ পায়। তোমাকে দেখেই আমি বড়ো ঘরের ছেলে বলে চিনতে পেরেছিলুম!'

কথা কইতে-কইতে দু'জনে ছাখেন, দিগন্ত-রেখার গায়ে কী একটা সাদা ঝকঝক করছে…ছাখেন, একখানা জাহাজ, এইদিকেই আসছে।

বেন-হুর বললে—'একখানা জাহাজ।'

কুইণ্টাস বললেন—'হ্যাঁ। তবে কার জাহাজ? রোমানদের? না, বোম্বেটেদের?'

—'কী করে বুঝবো?'

—'ও-জাহাজের মাস্তুলের উপরে কোনো হেলমেট আছে?'

বেশ করে দেখে বেন হুর বললে…'আছে…মাস্তুলের মাথায়।'

—'তাহলে রোমান-জাহাজ। ঐটি হলো রোমান-জাহাজের নিশানা।…বাঁচা গেল! ওদের কোনোরকম ইশারা…সংকেত…'

বেন হুর বলে উঠলো—'বোধ হয় আমাদের দেখতে পেয়েছে!'

—'কী করে বুঝলে?'

—'জাহাজ দাঁড়িয়েছে…একটা ছোট ডিঙি নামাচ্ছে। ঐ যে নামিয়েছে—ডিঙি নিয়ে এইদিকেই ক'জন আসছে।'

—'জয় ভগবান!'

জাহাজ থেকে ছোটো ডিঙি এলো…তক্তা থেকে দু'জনকে নিয়ে ডিঙি চললো জাহাজের দিকে।

বিজয়ী বীর বলে জাহাজে কুইণ্টাসের সে কী বিপুল সংবর্ধনা! তাঁর সঙ্গে জুড়াকে দেখে সকলের দারুণ কৌতূহল—'কে এ-ছেলেটি?'

হেসে কুইণ্টাস বললেন—'আমার ছেলে। এই ছেলেটি ছাড়া জগতে আমার আপন-জন আর কেউ নেই। একে আমি পুষ্যি-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুত্তুর নিয়েছি। আমি মরে গেলে এই ছেলে হবে আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক। আমার বংশের নাম নিয়ে এ-ছেলে, দেখো, পরে আমার মুখ উজ্জ্বল করবে···দেবতাদের কাছে আমার শুধু এই একটিমাত্র প্রার্থনা।'

এর পর যথারীতি অনুষ্ঠান করে বেন হুরকে তিনি করে নিলেন নিজের পোষ্যপুত্র। বেন হুরের দাস্য-বন্ধন ছিন্ন হলো; রোমের সম্ভ্রান্ত সমাজে সম্মানের আসন পেলো বেন হুর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

এক

পাঁচ বৎসর পরে। ২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস।

খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে আন্তিয়ক শহর বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে··· রোমের পরেই এখন আন্তিয়কের নাম।

দুপুরের একটু আগে সমুদ্র থেকে একখানা জাহাজ ঢুকেছে অরন্তেশ নদীতে। গ্রীষ্মের দারুণ তাপে যাত্রীর দল কেবিন ছেড়ে সব ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে···এই যাত্রীর দলে আছে বেন হুর।

সে এখন কান্তিমান যুবা। আজ সে সামান্য মানুষ নয়— যেমন নাম, তেমনি তার মর্যাদা। শিক্ষায়-দীক্ষায় সম্ভ্রান্ত সমাজে গণ্যমান্য।

এ-জাহাজের সঙ্গে আরো দু'খানা জাহাজ নদীতে ঢুকেছে। ঢোকবামাত্র সে-দু'খানা জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ঝকঝকে হলদে রঙের দুটি নিশান—সংকেত!

একজন যাত্রী বললে পাশের যাত্রীকে···'এ হলদে নিশানের মানে এ দুটো জাহাজের কে মালিক, তার জানান দেয়া।'

সহযাত্রী বললে···'এ-মালিকের অনেক জাহাজ, বুঝি?'

—'অনেক! মালিককে আমি জানি। ওঁর সঙ্গে আমি অনেক কারবার করেছি।'

এ দুটি যাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বেন হুর···এদের কথা সে শুনতে পেলে।

সে-যাত্রীটি জাতে হিব্রু। সে বললে···'মালিক এই আন্তিয়ক শহরেই থাকে···টাকার কুমির! কী করে ওর এত টাকা হলো, তা নিয়ে শহরের লোক কত-রকমের কথা বলে। তারা বলে—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেরুজালেমে ছিলেন এক প্রিন্স···ক্রোরপতি! তাঁর নাম নাকি হুর···'

জুডার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো! সে চুপচাপ ওদের কথা শুনতে লাগলো।

হিব্রু যাত্রী বলতে লাগলো—'কারবারে প্রিন্স হুরের কী মাথাই না ছিল! নানা জিনিসের কারবার ছিল তাঁর। ওদিকে এশিয়া, এদিকে ইওরোপ পর্যন্ত কাজ-কারবার। আন্তিয়কের এ-ভদ্রলোকের নাম সাইমণ্ডিস—প্রিন্সের এখানকার কারবার দেখাশুনা করতো এই সাইমণ্ডিস। সকলে বলে—এ ছিল হুরের চাকর। নামটা গ্রীক হলেও জাতে ইহুদী। প্রিন্স একে ভয়ানক বিশ্বাস করতেন, তাই একে এখানকার কারবার দেখাশুনা করবে বলে এ-শহরে পাঠান। প্রিন্স বাণিজ্যে বেরিয়ে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা যান—সেই থেকে সাইমণ্ডিস এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। প্রিন্সের স্ত্রী ছিলেন, একটি ছেলে, একটি মেয়ে ছিল—তারা কোথায় আছে—বেঁচে আছে, না মরে গেছে, কেউ তা জানে না। রোমান রাজ্যপাল গ্রেটাস প্রিন্সের বংশটা একেবারে ছারখার করে দিয়েছে! প্রিন্সের কত বড়ো প্রাসাদ-পুরী···পুরীর সামনে পাঁচিল গেঁথে দেয়াল তুলে পুরী বন্ধ করে দিয়েছে। বাড়ির দেয়ালে ফলক আঁটা···ফলকে লেখা—এ-বাড়ি সম্রাটের সম্পত্তি! হুরের যা-কিছু সম্পত্তি, রোমান সম্রাট বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। গ্রেটাস যে-চোট খেয়েছিল, তার শোধ সে নিয়েছে—হুরদের সর্বনাশ করে!'

একজন বললে—'গ্রেটাস সব আত্মসাৎ করেছে?'

একজন বললে—'লোকে তাই বলে, কানে শুনেছি,—বলছি। আমি তো আর রাজ্যের নথিপত্র ঘেঁটে দেখিনি!···এদিকে সাইমণ্ডিস এখানে নিজের নামে কারবার চালাচ্ছে। কারবারের মালিক হয়ে কারবার বেশ ফলাও করেছে—ভারতবর্ষের সঙ্গেও

www.BanglaBook.org

কারবার চালিয়েছে। এর যত জাহাজ—রোমানদের যুদ্ধ-জাহাজও বোধ হয়, গুন্‌তিতে তত নয়। বরাতও তেমনি—ধুলো নিয়ে কারবার করে যদি তো সে ধুলো হয়ে যায় মোহর!'

—'নিজে মালিক হয়ে কতকাল এ-কারবার চালাচ্ছে?'

—'তা···চার-পাঁচ বছর হবে।'

জুডা শুনলো—শুনে সেখান থেকে সরে গেল। তার মনে নানা চিন্তা···চিন্তায় এমন তন্ময় যে, জাহাজ কখন ঘাটে দাঁড়িয়েছে, হুঁশ নেই।

দুই

পরের দিন সকালে বেন হুর এসে দাঁড়ালে সাইমণ্ডিসের বাড়ির দরজায়। মস্ত বাড়ি—তবে বাড়ির কোনো শ্রী-ছাঁদ নেই। দোরে ফলক নেই। বাড়িতে অনেক লোক। সকলে কাজে ব্যস্ত।

বাড়ির সামনে নদী···নদীতে মাল-বোঝাই বিস্তর জাহাজ। কতগুলো থেকে মাল খালাস হচ্ছে···কতগুলোতে মাল-বোঝাই হচ্ছে—যেমন লোকের ভিড়, তেমনি হট্টগোল।

বাড়ির সদর খোলা—শান্ত্রী-পাহারা নেই। বেন হুর ঢুকলো বাড়িতে। ঢুকেই বারান্দা···বারান্দায় লোকজন। বারান্দার কোলে বড়ো ঘর···সে-ঘরেও লোকের ভিড়! বেন হুর সে-ঘরে ঢুকলো, কিন্তু তার দিকে কারো লক্ষ্য নেই! চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইলো, কাকে ধরবে, যে সাইমণ্ডিসের সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবে বলে সে ভাবছে।

এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে, হঠাৎ একজন লোক এলো কাছে, বললে—'কী চাই?'

www.BanglaBook.org

বেন হুর বললে—'আমি···আমি এসেছি সাইমণ্ডিস সাহেবের কাছে।'

—'আসুন।' বলে লোকটি বেন হুরকে নিয়ে এলো পাশের ঘরের সামনে। এ-ঘরের দরজায় পর্দা···পর্দার এদিকে বেন হুরকে দাঁড় করিয়ে লোকটি ঘরে ঢুকলো···একটু পরেই বেরিয়ে এলো, এসে বেন হুরকে বললে—ভিতরে যান, কর্তা ঘরে আছেন।'

বেন হুর তখন ঘরে ঢুকলো। বেশ বড়ো ঘর। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা···এমন নরম যে, পা দিলে পা বসে যায়! ছাদের এ-পিঠে লাল-নীল নানারঙের অভ্র-চূর্ণ বসানো···সেগুলোতে আলো পড়ে ঝকঝক করছে—ঘর আলোয় আলো।

ঘরে দুটিমাত্র মানুষ···একজন পুরুষ, আর একজন কিশোর বয়সের মেয়ে। পুরুষটি বৃদ্ধ। হাতল-দেওয়া হাই-ব্যাক্ চেয়ারে বসে বৃদ্ধ···বৃদ্ধের পিছনে দাঁড়িয়ে কিশোরী। তাদের দেখে বেন হুর মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালে···নম্র মৃদুকণ্ঠে বললে—'সাইমণ্ডিস সাহেবের কাছে এসেছি।'

বৃদ্ধ বললে—'আমিই সাইমণ্ডিস···তুমি কে?'

বেন হুর বললে—আজ্ঞে, আমার নাম জুডা···জেরুজালেমে ছিলেন প্রিন্স ইথামার···আমি তাঁর ছেলে।'

পরিচয় শুনে বৃদ্ধের চোখ হলো এতো-বড়ো! সাইমণ্ডিস বললে—'আমার এখানে প্রিন্স হুরের গোষ্ঠীর সকলের জন্যই দ্বার অবারিত।' এ-কথা বলে কিশোরীর দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললে—'এঁর জন্য আসন, এসথার।'

একখানা কৌচ এনে এসথার বললে বেন হুরকে—'বসুন।'

কৌচে না বসে বেন হুর বললে—'আমি এসেছি···তার জন্য আপনি বিরক্ত হননি তো? কাল এই অরন্তেশ নদীতে জাহাজে বসে ক'জন লোকের মুখে আপনার কথা শুনলুম। শুনলুম,

www.BanglaBook.org

বাবার সঙ্গে আপনার খুব ভাব ছিল। আপনি এই শহরে থাকেন। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

বৃদ্ধ বললে—'তোমার বাবাকে আমি খুব ভালো করেই জানতুম। দু'জনে একসঙ্গে কাজ কারবার করতুম!'

বেন হুর বললে—'আমার বাবা যখন মারা যান, তখন তাঁর এক বিশ্বাসী কর্মচারী ছিলেন—সে কর্মচারীর নামও ছিল সাইমণ্ডিস ···তাই না?'

সাইমণ্ডিস চমকে উঠলো! তার ভ্রূ হলো কুঞ্চিত···আপনা থেকেই মুষ্টিবদ্ধ হলো দু'হাত। শান্ত সহজ কণ্ঠে সাইমণ্ডিস বললে—'প্রিন্সের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ছিল, তা শোনবার আগে তুমি কে, তার প্রমাণ আমি চাই। লিখিত কোনো প্রমাণ আছে? না, লোকজনের কথাই তোমার একমাত্র প্রমাণ?'

কথা শুনে বেন হুর আশ্চর্য হলো। এ-কথার কী জবাব সে দেবে? সাইমণ্ডিস বার-বার বলতে লাগলো—'প্রমাণ? প্রমাণ? আমি প্রমাণ চাই।'

বেন হুরের মুখে কথা নেই! প্রমাণ? এর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন? তিন বছর বান্দা হয়ে সে জাহাজে দাঁড় টেনেছে··· মা, বোন···তারা কোথায়···বেঁচে আছে কি না, জানে না! এত-বড়ো পৃথিবীতে সে আজ একা! কী করে সে প্রমাণ দেবে? সাইমণ্ডিস তার দিকে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে!

বেন হুর বললে—'আমি যে প্রিন্সের ছেলে—সে সম্বন্ধে কোনো দলিল বা লিখিত প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। কাজেই আমি যে-কথা বলতে এসেছিলুম, তা বলে কোনো ফল হবে না। অনর্থক আপনাকে বিরক্ত করি কেন?···তবে আমি জানি···একদিন আমাদের বাড়িতে আপনি ছিলেন আমার বাবার বান্দা···ক্রীতদাস। সে-দাস্যে আপনাকে আমি বাঁধতে আসিনি! নিজের শক্তিতে আপনি এত ঐশ্বর্য করেছেন, আমি এর এক কপর্দকও চাই না!

www.BanglaBook.org

কুইণ্টাসের স্নেহে আমার ঐশ্বর্যের আজ সীমা নেই। আমি এসে-ছিলুম—শুধু আমার মা আর বোন টিরার খবর যদি পাই, জানতে। টিরা আপনার এই মেয়ের বয়সী—সেও এর মতো সুন্দর দেখতে। তাদের কথা যদি আপনি জানেন—বলবেন, তারা কোথায়? তারা বেঁচে আছে কি না?'

এসথার দাঁড়িয়ে এ-সব কথা শুনছিল···তার দু'-চোখ ছলছল করছে···সাইমণ্ডিস কিন্তু তেমনি অটল।

একটু পরে নিশ্বাস ফেলে সাইমণ্ডিস বললে—'তোমাদের উপর যে-লোক পীড়ন করেছিল সে আমাকেও ছেড়ে কথা কয়নি! তোমাদের তিনজনের অনেক সন্ধান আমি করেছি—কিন্তু কোনো খবর পাইনি। তোমার মা, তোমার বোন···কে জানে, হয়তো তাঁরা বেঁচে নেই!'

বেন হুর খানিক চুপ করে রইলো···তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে—'তাহলে আমার আসা মিথ্যে। যাই হোক, আপনাকে যে বিরক্ত করলুম এসে, তার জন্য কিছু মনে করবেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন। দেখছি, আমার এখন একটিমাত্র কাজ—সে-কাজ এ অত্যাচারের শোধ নেয়া। আচ্ছা, আমি আসি।'

এসথার আর সাইমণ্ডিস, কারো মুখে কথা নেই—দু'জনে চুপ-চাপ তাকিয়ে আছে! বেন হুর আর এক-মিনিটও দাঁড়ালে না ···ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন

বেন হুর চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন সাইমণ্ডিসের চেতনা ফিরলো!—'ঘণ্টি···ঘণ্টি···শীগ্‌গির ঘণ্টি দাও, এসথার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেবিলের কাছে গিয়ে এসথার চাকর-বাকরদের ডাকবার ঘণ্টা বাজালো। একজন বান্দা এসে দাঁড়ালে। সাইমণ্ডিস তাকে বললে—'ছুটে যাও···যে-আমির-সাহেব এখনি বেরিয়ে গেলেন···বেশ সুন্দর চেহারা···পরনে ইহুদীর পোশাক···তাঁর পাছু নাও···তিনি যেন না জানতে পারেন, সাবধান! দেখে এসো, তিনি কোথায় যান।'

বান্দার নাম মুলুশ···মুলুশ তখনি ছুটলো।

বান্দা চলে গেলে হাসতে-হাসতে সাইমণ্ডিস মেয়েকে বললে—'ছোকরাকে তোর খুব ভালো লেগেছে···না রে?'

এসথার বললে—'ওঁর কথা আমি বিশ্বাস করি, বাবা।'

—'তার মানে, তুই বলছিস, ও প্রিন্স হুরের ছেলে?'

—'আমার বিশ্বাস, তাই।'

—'কী বলছিস, এসথার! তাহলে এ-কথাও তুই বিশ্বাস করিস যে, তোর বাবা ছিল ওর বাবার বান্দা···ক্রীতদাস?'

নম্রকণ্ঠে এসথার বললে—'উনি যা শুনেছেন, বাবা, তাই বলেছেন।'

উদাস মনে সাইমণ্ডিস কী ভাবলে, তারপর বললে—'তোর বাবার সম্বন্ধে কতটুকুই বা তুই জানিস! তুই শুধু জানিস, তোর বাবা মস্ত কারবারি মানুষ···কারবারে তার খুব মাথা—আর সেই মাথা খাটিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা করেছে! কিন্তু না, সব কথা তোর জানা দরকার, মা। বড়ো হয়েছিস···বলবো তোকে সব কথা।'

সাইমণ্ডিস বললে—'আমার বাবা-মা জাতে হিব্রু···তাঁরা বান্দা ছিলেন। মালীর কাজ করতেন মিলেনিয়ামের রাজার বাগানে। সেইখানেই হয় আমার জন্ম। বান্দার ছেলে-মেয়েরাও হয় বান্দার মালিকের বান্দা—চিরজন্মের মতো। আমি বড়ো হলে আমাকে বেচে দেয়া হয় প্রিন্স হুরের কাছে। জুডিয়া তখন করদ রাজ্য। প্রিন্স হুর ছিলেন ক্রোরপতি। আমি বড়ো হলে প্রিন্স আমাকে

www.BanglaBook.org

আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর গুদামে কাজ করতে পাঠান। দু'বছর সেখানে কাজ করবার পর দাস্য থেকে আমি খালাস পাই।'

এসথারের দু' চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে বললে—'তাহলে তুমি···দাস্যের বন্ধন তোমার নেই!'

সাইমণ্ডিস বললে—'শোন্ মা, সব কথা। উকিলরা কিন্তু আমাকে বললে—"আমি স্বাধীন মানুষ নই···দাস্য থেকে আমার খালাস মিলতে পারে না।" কেননা, আমি যখন জন্মাই, তখন আমার বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের ছেলে-মেয়েরা কখনো দাস্য-থেকে মুক্তি পায় না। কিন্তু প্রিন্স হুর ছিলেন অতি মহৎ লোক···তিনি আইন জানতেন, আইন মানতেন। তিনি তখন দলিল লিখে আমাকে দাস্য থেকে মুক্তি দিলেন। সে-দলিল আমার কাছে আছে।'

এসথার বললে—'আমার মা?'

—'সব কথা বলছি মা, অধীর হোসনে। খালাস পেয়ে আমি আসি জেরুজালেমে। প্রিন্স হুর আমাকে ছেলের মতো ভালো-বাসতেন···আমিও তাঁকে ভালোবাসতুম···ভক্তি করতুম···বোধ হয় বাপের চেয়েও বেশি। তাঁকে ছেড়ে আমি যেতে চাইলুম না! তখন তিনি আমার বেতনের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার কাজ হলো, যেখানে তাঁর যত কারবার, সব জায়গায় গিয়ে সেই সব কারবার দেখা। তাঁর কারবার ছিল এশিয়া ইওরোপের যত বড়ো-বড়ো শহরে। পথে কতবার কত বিপদে যে পড়েছি! তোমার মাও জেরুজালেমে মনিবের বাড়িতে ছিল একজন ক্রীতদাসী। মনিবের বাড়িতেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। দাসী হলেও আচার-ব্যবহার খুব ভালো। মনিবকে বললুম—"ওকে আমি বিবাহ করবো।" শুনে মনিব বললেন—"তা যদি করো, তাহলে তোমাদের বিয়ের আগেই ওকে আমি মুক্তি দেবো। তাহলে তোমাদের ছেলে-মেয়েদের দাস্য-বন্ধন থাকবে না।" দলিল

www.BanglaBook.org

লিখে দাসীকে তিনি খালাস দিলেন। দাসী কিন্তু কিছুতেই মুক্তি নেবে না! আমি কত বোঝালুম—তবু না! তারপর…'

কম্পিত কণ্ঠে এসথার বললে—'আমার মা?'

—'হ্যাঁ! আমাদের বিয়ে হলো। দু'জনে মনিবের বাড়ি ছেড়ে এলুম না। মনিবের ওখানেই কাজ করতে লাগলুম।… তারপর তুমি জন্মালে। তুমি জন্মাবার কিছু পরে মনিব মারা গেলেন। মনিবের স্ত্রী…তিনিও খুব ভালো। কারবারের জন্য আমাকে প্রায় বিদেশে যেতে হতো। তোমার মাকে তিনি জোর করে আমার সঙ্গে পাঠাতেন! বলতেন—"তুই যা—নাহ'লে ওর কষ্ট হবে! কে ওকে দেখবে?" তোমার মা আমার সঙ্গে থাকতো বিদেশে। তারপর একদিন…'

সাইমণ্ডিস বললে—গ্রেটাসের সেই কাহিনী,…'আমাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। কী শয়তান! বলে, কোথায় কী আছে দাও। পিটুনি জুলুম সব সহ্য করেছি। কিছু না পেয়ে আমাকে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে কারবারগুলো নিজের নামে করে নিলুম! তারপর বাড়ি এসে দেখি, তোমার মা নেই… মারা গেছে। তোমার জন্য আমাকে বাঁচতে হবে তো! টাকা চাই। পাছে টাকার জন্য গ্রেটাস জুলুম করে—ভয়ে সম্রাটের কাছে গেলুম। তাঁর অনুমতি নিয়ে কারবার শুরু করলুম। আগেকার টাকাকড়ি ছিল লুকোনো…সে-টাকা…'

এসথার বললে—'এঁর মা-বোন?'

—'অনেক খোঁজ করেছি মা—তবু কোনো খোঁজ পাইনি। ভেবেছিলুম ছেলেও নেই! আজ ছেলেকে দেখে আমার কী আনন্দ! আজ যখন প্রিন্সের ছেলেকে পেয়েছি, সব ওঁর হাতে দেবো। দিয়ে… কিন্তু ভাবছি,—তুই! তোর কী হবে?

এসথার বললে—'ওঁর বাড়িতে বাঁদী হয়ে থাকবো।'

সাইমণ্ডিস বললে—'শোন্ মা, ওকে দেখেই মনে হলো—

www.BanglaBook.org

সেই মালিক যেন আবার ছোকরা বয়স পেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন! পরিচয় পেয়েই আমার মনে হয়েছিল, ওকে বলি···আমি সেই সাইমণ্ডিস—তোমাদের দাসানুদাস। কিন্তু তা বলতে পারিনি, শুধু তিনটি কারণে! প্রথম কারণ, সত্যিই ও প্রিন্সের ছেলে কি না, প্রমাণ নেই। দ্বিতীয় কারণ—মনিবের ছেলে হয় যদি···স্বভাব কেমন, জানা দরকার। তৃতীয় কারণ—তুই···তোর দশা কী হবে, মা!'

—'কিন্তু বাবা···'

—'আমি কী ঠিক করেছি জানিস মা···ওকে বলবো—"এ-সব তোমার, তুমি নাও!" কিন্তু ও চলে গেল। তবে যেখানেই যাক, ওকে পাবোই! অভিমান করে চলে গেল, এসথার! এই অভিমানই মস্ত প্রমাণ যে, ও প্রিন্স হুরের ছেলে! হুঁঃ···সাক্ষী! সে-সাক্ষী দূরে নয়, এসথার।'

—'কে সাক্ষী, বাবা? ওঁর মা?'

—'না! সে-সাক্ষী আমি হাজির করে দেবো ওর সামনে···কিন্তু না, এ নিয়ে এখন আর কোনো কথা নয়। বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি, অবিমেলোশকে ডাক।'

এসথার গেল বান্দা অবিমেলোশকে ডাকতে।

BanglaBook.org

চার

বেন হুরের জগৎ যেন শূন্য! মনে আর এতটুকু আশা নেই, আনন্দ নেই, কিছু নেই! মন যেন মরুভূমি! পথে চলেছে—লক্ষ্যহীন—কোথায় চলেছে, জানে না! লোকের ভিড় ঠেলে সে চলেছে···নদীর ধার দিয়ে চলেছে—ডাঁই-করা মালপত্রের ফাঁকে-

www.BanglaBook.org

ফাঁকে। নদীতে জলস্রোত···ছোটো-ছোটো ঢেউ এসে ডাঙায় লুটিয়ে পড়ছে ছলাৎ-ছলাৎ। বেন হুরের মনে হচ্ছে, ঢেউগুলো যেন তাকে ডাকছে।

এদিকে একটা ফুলের কুঞ্জ আছে···ডাফনি ফুলের কুঞ্জ। পথে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—'ডাফনি কুঞ্জটা কোথায়?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো মেয়েটি, বললে—'এ-শহরে বুঝি নতুন আসছো? হেরদ-রাজার সময়কার ডাফনি কুঞ্জ কোথায়, জানো না? রোমানদের হাতে সে-কুঞ্জের কি কিছু আজ আছে!'

ওদের পাশ কাটিয়ে বেন হুর চললো এগিয়ে। বেলা প্রায় দশটা। খানিক গিয়ে একটা মোড় ঘুরতেই ত্যাখে, এ-পথে লোকের কী ভিড়! মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো···সংখ্যা হয় না। পথের ধারে পাথরের অনেকগুলো থাম। থামের মাথায় মর্মর মূর্তি। মাঝে-মাঝে বড়ো-বড়ো ওক আর ডুমুর গাছ। মানুষ-জন শ্রান্ত হলে গাছগুলোর ছায়ায় বসে জিরোয়। মাঝে-মাঝে আঙুরের ঘন ঝোপ; ঝোপে ঝোপে থোকা-থোকা আঙুর ফলে রয়েছে। একটু আগে বাগানের ফটক। বাগানে গাড়ি-ঘোড়া চলার পথ—মানুষ চলার জন্য আলাদা পথ আছে। গাড়ি-ঘোড়া চলার পথ জমাট বালির তৈরি—মানুষ চলার পথ পাথরে বাঁধানো। পথের মাঝে-মাঝে অসংখ্য ফোয়ারা—ফোয়ারায় জল ঝরছে!

চমৎকার বাহার—বেন হুরের সেদিকে লক্ষ্য নেই···সে চলেছে উদাস মনে। হঠাৎ কানে এলো সুর করে বহু কণ্ঠে স্তোত্র পাঠের শব্দ। মন্দিরে বহু লোক গলা মিলিয়ে স্তোত্রপাঠ করছে। বেন হুরও মনে-মনে স্তোত্র পাঠ করতে লাগলো।

তারপর এলো ফটকের সামনে। পাথরে বাঁধানো পথে লোক গিস্‌গিস্ করছে—সব নানা রঙের পোশাক-পরা। ফটক দিয়ে সকলে বাগানে ঢুকছে। এইটিই ডাফনি কুঞ্জ! বাগানের সামনে মন্দির—ভিড় চলেছে মন্দিরে। বেন হুর বাগানে ঢুকলো, কিন্তু

www.BanglaBook.org

মন্দিরে গেল না—ভিড় থেকে সরে বাগানের যেদিকে গাছ-পালার ঘন বন, সেই দিকে চললো।

এ-পথে লোকজন নেই। বেন হুর একা চলেছে—হঠাৎ সামনে এক মূর্তির আবির্ভাব। হামা দিয়ে সামনে এসে হাজির—বেশ একখানা ধারালো ছুরি দাঁতে চেপে আছে। বেন হুর চমকে উঠেছিল—তারপর বুঝলো, না, বদমায়েশ নয়, এই বাগানের মালী। মালী তার পানে ফিরেও তাকালো না, চলে গেল। বেন হুর তখন একটা গাছতলায় বসলো। চমৎকার বাতাস, আরাম বোধ হলো চকিতের জন্য। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হলো, 'আমার মা? বোন টিরা? তাদের সন্ধান না-করে নিজেকে নিয়ে মত্ত!'

বেন হুর উঠলো। উঠে আবার চলা—একরাশ সাইপ্রেসের ঝাড়—বেশ ঘন জঙ্গল—বড়ো-বড়ো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়ে বেন হুর চলেছে—চলার বিরাম নেই! হঠাৎ তুর্যনাদ—বেন হুর থমকে দাঁড়ালো···দাঁড়াতেই দেখা এক ইহুদীর সঙ্গে। বেন হুর যেদিকে যাচ্ছে ইহুদীও চলেছে সেইদিকে।

ইহুদী বললে—'আপনিও খেলা দেখতে চলেছেন?'

—'খেলা!' বেন হুর তো অবাক।

—'খেলাই তো। তূর্য শুনলেন না! তার মানে, খেলায় ওদের ডাকছে। ওখানে খুব জাঁকালো রকম খেলা। গাড়ির দৌড়—কত লোক আসবে গাড়ি নিয়ে। দৌড়ে ভয়ানক রেষারেষি চলে—কে জিতবে। ঐ—ঐ শুনছেন গাড়ির চাকার শব্দ। বহু গাড়ি চলেছে ঐ খেলার বাগানে।'

বেন হুর বললে—'আপনি ঐখানে চলেছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি যেতে পারি আপনার সঙ্গে?'

—'কেন পারবেন না? গেলে আমি একজন সঙ্গী পাবো।

—এখানে আপনি নতুন এসেছেন বোধ হয়!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'হ্যাঁ।'

—'আপনার নাম? নিবাস?'

বেন হুর বললে—'সেনাপতি কুইন্টাস আমার বাবা।'

ইহুদী বললে—'রোমান! কিন্তু পোশাক দেখছি, ইহুদীর।'

বেন হুর বললে—'তিনি ঠিক বাবা নন—আমাকে তিনি পোষ্য নিয়েছেন!...আপনার নাম?'

সে বললে—'আমার নাম মুলুশ...আমি ইহুদী।'

দু'জনে এলো খেলার বাগানে—যেখানে গাড়ির দৌড় হবে। এ-পথে নরম মাটি ফেলা হয়েছে—পথের দুধারে সার-সার খাটো খুঁটি পোঁতা...খুঁটিগুলোর মাথা বেঁধে লম্বা টানা দড়ি...এ-দড়ি টেনে গাড়ির পথের গণ্ডি নির্দিষ্ট হয়েছে। দর্শকদের জন্য ধাপে-ধাপে গড়া থাকে-থাকে সাজানো পাথরের আসন—দেখতে সিঁড়ির মতো। আসনগুলোর মাথায় শামিয়ানা খাটানো। সেই ইহুদী যুবক আর বেন হুর এসে পাশাপাশি দু'খানি আসনে বসলো।

গাড়ি আসছে—সে-সব গাড়ি বাজি-খেলায় দৌড় করানো হবে। এক...দুই...তিন...ন'খানা গাড়ি।

বেন হুর বললে—'রোমে যেমন চৌঘুড়ি গাড়ির দৌড়-বাজি হয়, এও সেইরকম চৌঘুড়ির দৌড়, দেখছি!'

সামনে দিয়ে গেল আটখানা চৌঘুড়ি...কোনো গাড়ি চলেছে বেশ ছুটে, কোনোটা আস্তে-আস্তে...তারপর আর একখানা চৌঘুড়ি ...এ-গাড়ির ঘোড়াগুলো বেশ তেজী।

বেন হুর বললে—'এ-গাড়ির ঘোড়াগুলো খাসা...বেশ তেজী।'

দর্শকদের ঘন-ঘন হাততালি আর কী চিৎকার! এক বৃদ্ধ দর্শকের উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তিনি বললেন চিৎকার করে—'জীতা রহো...'

বেন হুর বললে—"ওই বুড়ো ভদ্রলোকটি কে?'

—'উনি? উনি মস্ত লোক। শেষের গাড়ির ঘোড়াগুলো

www.BanglaBook.org

ওঁর···ওঁর নাম শেখ এল দারিম। মরুদেশে ওঁর যেমন শক্তি, তেমনি প্রতিপত্তি। ওঁর উট আর ঘোড়া আছে প্রায় হাজার-খানেক। আফ্রিকায় যিনি প্রথম ফারাও ছিলেন, সেই ফারাওয়ের ঘোড়ার বংশে জন্ম ওঁর এ-সব ঘোড়ার—খুব বনেদী জাতের ঘোড়া।'

গাড়িগুলো ওদিকে লাইন করে দাঁড়িয়েছে···গাড়ির ঘোড়া-গুলো বেশ চঞ্চল।

বৃদ্ধ এল দারিম চিৎকার করে উঠলেন—'আবাদান, যাও, যাও, জল্‌দি যাও···ঘোড়াগুলোকে ঠাণ্ডা করো···ওদের জন্ম মরুভূমিতে—যাও, যাও, ছুটে যাও।'

এল দারিমের ঘোড়াগুলো পা তুলে লাফাচ্ছে—তারপর হঠাৎ তীরের বেগে গাড়ি নিয়ে ছুটলো! কোচম্যান সামলাতে পারে না। রাশ টানছে, রাশ আলগা করছে—কিন্তু ঘোড়া বশ মানে না। বৃদ্ধ দারিম চ্যাঁচাচ্ছেন—'রোখো, রোখো! দূর বেটা ভোঁদা রোমান! আমার ঘোড়া ও কি সামলাবে! না, খালি বাক্যি, কাজে কিছু নয়! হু! আমার ঘোড়ার গায়ে চাবুক ছোঁয়াতে হয় না···লাগাম বুঝে ঘোড়া ছোটে। আর এই হতভাগা রোমানটা এমন নিরেট···কী আহম্মকের হাতেই ঘোড়া দিয়েছি!'

এল দারিম সমানে বকে চলেছেন। বেন হুর বুঝলো, ভদ্র-লোকের মনে কতখানি বেজেছে! গাড়ি নিয়ে ঘোড়াগুলো ছুটেছে উদ্দাম গতিতে···এল দারিমের পাঁচ-সাত জন লোক ছুটেছে তীরের বেগে ঘোড়া রুখতে। খেলার জায়গায় ভয়ানক চাঞ্চল্য ···উত্তেজনা···আতঙ্ক···ঘোড়াগুলো যদি ঐ দড়ির ঘের-দেয়া গণ্ডি ছিঁড়ে এদিকে এসে পড়ে, তাহলে দর্শকদের আর রক্ষা পেতে হবে না!

এল দারিমের লোকজন গিয়ে ঘোড়া রুখলো···ঘোড়া থামলো ···ঘোড়া শান্ত হলো। তারপর তারা নিয়ে গেল একখানা গাড়ি ···গাড়ি নয়, গাড়ির আধখানা, পিছন দিকটা নেই—দুখানি মাত্র

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাকা—গাড়িতে বসবার জায়গা নেই···দাঁড়িয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়ি চালাতে হয়! দাঁড়াবার জন্য গাড়ির সামনের দিকে শুধু একখানা তক্তা···গাড়ি যে চালাবে, তার হাতে চামড়ার তৈরি লম্বা একগাছা চাবুক, ঘোড়াদের লাগামগুলো গুটি করে তার গায়ে জড়ানো···

দর্শকদের সামনে দিয়ে গাড়ি গেল। ওদিকে ঘোড়া-জোতা এমনি ক'খানা গাড়ি লাইনবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। এল দারিমের ঘোড়া-জোতা এ-গাড়ি এনে সে-লাইনে দাঁড় করানো হলো। গাড়িগুলো নানা ভাবে সাজানো। যারা গাড়ি চালাবে, দলে-দলে সব চলেছে দর্শকদের সামনে দিয়ে। দর্শকরা তাদের দেখছে চুপচাপ। হাততালি নেই, সংবর্ধনা নেই। সকলের পরে এলো একজন, তাকে দেখে দর্শকদের কী চিৎকার—ঘন-ঘন হাততালি!

সে চলেছে একখানা চৌঘুড়ি চালিয়ে—চারটে ঘোড়ার মধ্যে দুটো ঘোড়া কুচকুচে কালো রঙের, আর দুটো ধবধবে সাদা।

দৌড়বাজির এ-প্রতিযোগীকে দেখেই বেন হুর চিনতে পারলে—এ মেশালা!

পাঁচ

বেন হুর তার আসনে বসে দেখছে—শেখ এল দারিম উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বেশ চেঁচিয়ে তিনি বললেন সকলকে উদ্দেশ করে—'আজ নয়, বাজির দিনে আমার সেরা চারটি ঘোড়ার জন্য আমি চাই এমন ওস্তাদ সওয়ার, যে আমার এ-চারটি ঘোড়াকে বেশ ভালো করে চালাবে। যে পারবে, তাকে আমি বিস্তর টাকা দেবো—খুশি করে···'

এ-কথায় বেন হুর চারদিকে তাকালে—দর্শক আর সওয়ারদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে কলগুঞ্জন চলেছে। বেন হুর তাকালে শেখের দিকে, সেই সঙ্গে মুলুশ তাকালো বেন হুরের দিকে। মুলুশ ভাবলে, বেন হুর যাবে নাকি ও ঘোড়া চালাতে? বেন হুর তাকে বললে—'আর ভালো লাগছে না। কোথায় যাই বলো তো মুলুশ?'

—'কান্তালিয়া।'

—'ও···যার এত নাম! বেশ, চলো সেখানে।'

দু'জনে নামলো গ্যালারি থেকে—নেমে কান্তালিয়ার দিকে চললো। অর্থাৎ মেশালাকে দেখে বেন হুরের মনে এ-ভাবান্তর ···একটু আগে মন ভরে ছিল শুধু মা আর বোনের চিন্তায়। এখন মেশালাকে দেখে মনে পড়লো সেই ভয়ংকর দিনের কথা —তাদের বাড়িতে সেই রোমান ফৌজের বর্বর পীড়ন···বেন হুর বন্দী। মেশালাকে দেখে মা আর বোনের জন্য বেন হুর কী মিনতি জানিয়েছিল, মেশালা সে-মিনতি কানে তোলেনি!

আজ সেই মেশালার সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা! যদি দেখতো, মেশালার দীন-দুঃখীর মূর্তি—তাহলে বেন হুর অনুকম্পা ভরে তাকে ছেড়ে দিত! কিন্তু তা নয়; দম্ভে মাথা উঁচু করে চলেছে মেশালা —দুনিয়ায় কারো দিকে তাকাতে জানে না! অসহ্য!

মুলুশ আর বেন হুর দু'জনে এলো নীচু জমিতে। ডান দিকে ছোটো কালো রঙের পাহাড়—বাঁদিকে সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা মাঠ—দু'জনে এলো একটা ঝরনার সামনে। পাহাড় থেকে রুপোলী ধারায় জল ঝরে পড়ছে। জায়গাটুকু বেশ ঠাণ্ডা। পাশে পাথরের দেয়াল কেটে বসবার আসন। সে-আসনে বসে এক বৃদ্ধ পুরোহিত —গায়ের চামড়া লোল, এক-মুখ দাড়ি, মাথায় টুপি—তপস্বীর মূর্তি। চলন্ত পথিকরা কেউ দিচ্ছে পয়সা, কেউ দিচ্ছে ফল—নিয়ে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন—সকলকে একটি পাপিরাস গাছের পাতা দিচ্ছেন, পাতায় ছন্দে-লেখা বাণী।

তাঁকে পয়সা দিয়ে বেন হুর একটি পাতা নিলে, তারপর সেখান

www.BanglaBook.org

থেকে চলে যাবে, ছাখে, প্রকাণ্ড একটা উট আসছে—উটের পিঠে সোনালী রঙের হাওদা। উটের আগে-আগে আসছে ঘোড়ায় চড়ে দু'জন সশস্ত্র সেপাই ; আর উটের পিঠে হাওদায় বসে এক-জন পুরুষ আর একটি মেয়ে। পুরুষটির অনেক বয়স হয়েছে —তাঁর গায়ে এতটুকু মাংস নেই, ক'খানা হাড় শুধু চামড়ায় ঢাকা ···গায়ে বেশ দামী শাল, সে-শালে কতরকম নকশা। মেয়েটি বসে আছে খুব মিহি লেসের পর্দার মধ্যে—তার সর্বাঙ্গে সোনার গহনা। পথের লোকজন তাঁদের দেখছে। মেয়েটি হাওদায় বসে চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে···প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টি। অপূর্ব সুন্দরী··· বয়সে কিশোরী।

যে উট চালাচ্ছে, তাকে মেয়েটি কী বললো—সঙ্গে-সঙ্গে সে উটকে নিয়ে এলো ঝরনার সামনে। উট হাঁটু মুড়ে বসলো— মেয়েটির হাত থেকে একটি পেয়ালা নিয়ে মাহুত এলো ঝরনার জল নিতে—বেন হুর চেয়ে দেখছে—হঠাৎ ছুটন্ত গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ কানে এলো···সে-শব্দে পথের লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে, পালাচ্ছে। চারদিকে গেল-গেল হায়-হায় রব—'রোমান বেটা ঘোড়া চালাতে জানে না—আমাদের মারবে, দেখছি !'

মুলুশ ছুটলো গাড়ির দিকে ঘোড়াগুলোকে রুখতে। বেন হুর তাকালো—দেখলো, গাড়িতে মেশালা। ঘোড়া সে ছুটিয়ে দিয়েছে ভিড়ের উপর দিয়ে।

ঝরনার ধারে উটটা তেমনি হাঁটু মুড়ে বসে আছে—মেশালার গাড়ি হুড়মুড় করে এসে উটের ঘাড়ে পড়লো ! উটের গ্রাহ্য নেই— উটের মাহুত দু'চোখ বড়ো করে দাঁড়িয়ে—উটের পিঠ থেকে নেমে যে বৃদ্ধ পালাবেন, তার সামর্থ্য নেই ! মেয়েটি পথে ছুটে পালাবে, অসম্ভব—তার ইজ্জৎ !

চকিতে এমন বিপর্যয় ব্যাপার ! মেশালার মুখে কিন্তু কৌতুকের হাসি ! বেন হুর দেখলো। উপায় ? ছুটে গিয়ে বাঁ-দিককার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ঘোড়ার লাগাম সে চেপে ধরলো—প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া থামাবার চেষ্টা করলো—মেশালাকে দিলো এক ধমক—'হতভাগা, রোমান কুত্তা—মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা!'

লাগামে টান পড়তেই ঘোড়াগুলো পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়লো—সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িখানা হলো কাত···মেশালা কোনোমতে টাল সামলে নিলে, কিন্তু গাড়িতে তার যে-সঙ্গী ছিল, ছিটকে সে মাটিতে পড়লো—গাড়ি থামলো। তখন চারিদিক থেকে মেশালাকে উদ্দেশ করে টিটকারি-বিদ্রূপ আর যা-তা গালাগাল।

লাগামের ফাঁস খুলে মেশালা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। নেমেই উটের কাছে এসে বৃদ্ধ আর সেই মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললে—'কিছু মনে করবেন না, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের আমি দেখতে পাইনি! ভেবেছিলুম, একটু মজা করবো ···সকলকে একটু চমকে দেবো! তা ঘোড়াগুলো কেমন···'

বৃদ্ধ এবং মেয়েটি এ-কথার কোনো জবাব দিলেন না।

মেশালার সঙ্গী উঠে ঘোড়াগুলোকে ঠাণ্ডা করলো—মেশালা গিয়ে গাড়িতে উঠলো। মাহুত এসে উটকে দাঁড় করালো···এবার যাবে—বৃদ্ধ ডাকলো বেন হুরকে।

সেলাম করে বেন হুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ বললেন—'লোকটাকে খাশা শিক্ষা দিয়েছো! আমি মিশরী—আমার নাম বালথাজার, এটি আমার মেয়ে। আমি এখানে এসেছিলুম—যিনি আমার রাজার উপর, মহারাজার উপর রাজরাজেশ্বর—তিনি আছেন সামান্য ছুতোর জোসেফের ঘরে। তিনি যখন ছোটো ছিলেন, তখন একবার দেখেছিলুম তাঁকে ডাফনির তাল-বাগানে···সেই তাল-বাগানে শেখ এল দারিমের ছাউনিতে তিনি এখন আছেন। আমরা তাঁর অতিথি। সেখানে এসো—আমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

বেন হুর বুঝলো না, এঁরা কাকে দেখতে চলেছেন, কার

www.BanglaBook.org

কাছে চলেছেন! বহুকাল আগে সেই কূয়োর ধারে বেন হুর যাঁকে দেখেছিল—ইনি যে তাঁরই কথা বললেন, বেন হুর তা বুঝলো না।

মেয়েটি ঠায় চেয়ে আছে বেন হুরের দিকে—যাবার সময় মেয়েটি বললে—'হ্যাঁ, আসবেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

বেন হুর বললে—'আসবো।'

রওনা হবে, এমন সময় মেয়েটি হঠাৎ বললে বেন হুরকে—'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, যদি এই পেয়ালায় করে জল এনে দেন দয়া করে।'

পেয়ালা নিয়ে তাতে জল ভরে এনে বেন হুর মেয়েটির হাতে দিলে। তারপর তাঁরা চলে গেলেন। বেন হুর তাঁদের পানে চেয়ে রইল, যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর চোখ ফেরাতেই ছাখে, মেশালা।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বেন হুর সেখান থেকে সরে গেল।

মুলুশ হতভম্ব! চোখে যা দেখলো, তা সত্য, না স্বপ্ন! বেন হুরের এমন সাহস···এত শক্তি! অপরের দুঃখে তার এমন দরদ!—বেন হুরের উপর শ্রদ্ধায় মুলুশের মন ভরে উঠলো। ভালো! মনিব সাইমণ্ডিসকে সে ভালো খবর দিতে পারবে ফিরে গিয়ে!

মুলুশ ভাবছে···হঠাৎ বেন হুর জিজ্ঞেস করলে—'আচ্ছা মুলুশ, মানুষ তার মাকে কখনো ভুলতে পারে?'

হঠাৎ এমন প্রশ্ন! মুলুশ অবাক্! তবু সে জবাব দিলে,—'তা কখনো পারে কি? যে মার দয়ায় পৃথিবীতে জন্ম··· বাঁচা···সে-মাকে কোনো মানুষ ভুলতে পারে না।'

বেন হুর বললে—'আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে, মুলুশ। ছেলেবেলায় শিক্ষা পেয়েছিলুম, বাপকে মনে-প্রাণে ভালো-

www.BanglaBook.org

বাসবে—আর যে-মা কত কষ্ট করেন, কত সহ্য করেন ছেলের জন্য, সে-মায়ের কথা কখনো ভুলবে না।'

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বেন হুর বললে—'তুমি ইহুদী। বিশ্বাস করে একটা কথা বলবো তোমাকে।'

মুলুশ বললে—'বলো।'

বেন হুর বললে—'জেরুজালেমে আমার বাবার কত খাতির, কত মান ছিল। আমাদের বাড়ি জেরুজালেমে। বাবা যখন মারা যান, তখন কতই বা আমার মায়ের বয়স! আমার একটি ছোটো বোন ছিল।'

বেন হুর তার জীবনের সব ঘটনা বললে মুলুশকে—মেশালার কথাও বাদ দিলে না। তারপর বললে—'সেই মেশালাকে আজ কতকাল পরে আবার দেখলুম পিশাচের মূর্তিতে। ও নিশ্চয় জানে, আমার মা আমার ছোটো বোন কোথায় আছে···তারা বেঁচে আছে, না, মরে গেছে। মারা যাবার পর কোথায় কোন্ মাটির নীচে তাদের চাপা দেয়া হয়েছে, ও জানে নিশ্চয়।'

মুলুশ বললে—'জিজ্ঞেস করলে বলবে না?'

—'না।'

—'কেন? তাতে ওর কী ক্ষতি?'

—'বলবে না, তার কারণ, ও হলো রোমান আর আমি ইহুদী।'

—'কিন্তু রোমানদের মা-বোন আছে, ইহুদীদেরও আছে—ওদের জিভ আছে, মুখ আছে, ওরা কথা কলে—ইহুদীদেরও জিভ আছে, মুখ আছে, ইহুদীরাও কথা বলে। তফাৎ কোনখানটায়? তবে কেন বলবে না?'

—'বলবে না—তার কারণ, এ শুধু আমাদের কথা নয়—এ হলো রাজ্যের কথা। আমার বাবার অনেক সম্পত্তি ছিল—রোমান-সরকারের অফিসাররা সে-সব লুঠে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে।'

www.BanglaBook.org

শুনে মুলুশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো—তারপর বললে—'এখন তোমাকে দেখে ও চিনতে পেরেছে ?"

—'না। কেন না, ও জানে, আমাকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেই হুকুমই হয়েছিল আমার সম্বন্ধে।'

—'আশ্চর্য ! ওকে হাতে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে ! মারলে না ? অমন শয়তান ! কী করে তুমি নিজেকে সামলালে ? বিশেষ, এখানে সকলে দেখলো, ও কী শয়তানিটা করলো !'

বেন হুর বললে—'তা করলে আমার ক্ষতি হতো। ও জানে, আমার মার আর বোনের কথা। সে খবর আগে আমাকে জানতে হবে···ওকে মেরে ফেললে তা তো আর জানা যাবে না। আগে তাঁদের পাই, তারপর। সাজা ওকে দিতে পারবো···মোক্ষম-রকম —তুমি যদি সাহায্য করো।'

—'ও রোমান···আমি ইহুদী। তা হোক···আমি রাজি। বলো, আমাকে কী করতে হবে ?'

মুলুশের হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বেন হুর বললে—'শক্ত কাজ নয় ! পরে বলবো। এখন এসো।'

প্রান্তর-পথে চলতে-চলতে কথা হতে লাগলো। বেন হুর বললে —'এই শেখ এল দারিম লোকটি কে জানো ?'

—'খুব জানি।'

—'তাঁর তাল-বাগান জানো ? শুনেছি, ডাফনি গ্রামে। সে-গ্রাম এখান থেকে কত দূর ?'

—'ঘোড়ায় চড়ে গেলে দু'ঘণ্টা—আর উটের পিঠে যাও যদি তো এক ঘণ্টায় পৌঁছুবে।'

—'বেশ। ঘোড়দৌড়ের বাজির কথা বলছিলে···এ-খেলা কবে হবে ?'

—'কনসাল মাকসেন্টিয়াস এলেই হবে। তিনি কাল আসেন, কাল···পরশু আসেন তো পরশু !'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুর বললে—'তাহলে চটপট করা চাই! আমিও গাড়ি চালাবো—যদি মেশালা বাজিতে নামে!'

মুলুশের মনে কেমন একটু খটকা লাগলো; সে বললে—'তোমার অভ্যাস আছে?'

মৃদু হেসে বেন হুর বললে—'ভয় নেই···রোমে সার্কাস মাগ্নিমাস আছে। নাম শুনেছো নিশ্চয়? সেখানে ঘোড়দৌড়ের বাজিতে আমার ঘোড়া চালানো দেখে সম্রাট নিজে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ঘোড়া নিয়ে আমাকে সারা দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় বেরুতে।'

—'বটে!···তাহলে চমৎকার হবে। মেশালা এখানকার খেলায় নামছে···ওর ভয়ানক দম্ভ···বেশির ভাগ লোক ওর জিত নিশ্চিত মনে করে ওর নামে বাজি ধরেছে।'

—'বাজি ধরেছে! তার মানে?'

—'টাকার খেলা! বনেদী ঘরের যত আমির লোক আসে জুয়া খেলতে—বাজি দেখতে নয়। কোন্ ঘোড়া জিতবে কে ঘোড়া চালাবে, সে-সব আঁচ করে মোটা টাকা বাজি রাখে। এখানে মেশালার ভারী পশার। আজ একমাস ধরে সে রোজ ঘোড়া নিয়ে গাড়ি ছুটোনো অভ্যেস করছে এখানে এসে। আজ তার অভ্যেস করা দেখলে তো।'

বেন হুর বললে—'ঐ গাড়ি আর ঐ ঘোড়া নিয়ে ও নামবে! তুমি তাহলে এখন অমাকে তাল-বাগানে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি, সেখানে নিয়ে গিয়ে শেখ এল দারিমের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দাও—আজই। কালই তাহলে তাঁর ঘোড়া নিয়ে আমি বাজিতে নামতে পারবো।'

—'বেশ, তাহলে চলো। আগে ডফিনি গ্রামে যাই—সেখান থেকে বেশ জোয়ান উট ভাড়া করে সেই উটে চড়ে যাবো···ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে পৌঁছুবো শেখ এল দারিমের ওখানে।'

—'তাই চলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'জনে তখনি চললো ডাফনি গ্রামে। সেখান থেকে বেশ তেজী উট ভাড়া করে উটের পিঠে চড়ে তারা চললো তাল-বাগানের উদ্দেশে।

ছয়

গ্রাম পেরিয়ে রাস্তা গেছে এবড়ো-খেবড়ো—শুধু চাষের মাঠ—শুধু বাগান আর খেত—কোথাও এতটুকু ফাঁকা জমি নেই। পাহাড়ের গা ভরে আঙুরের ঝোপ-ঝাড়—সে-সব ঝোপে থোলো-থোলো আঙুর ফলে আছে—তাছাড়া জমিতে কত-রকমের গাছ। বড়ো-বড়ো তরমুজ ফলেছে, অজস্র বাদাম গাছ, কমলালেবুর গাছ; আর খেতের পর খেত ফসলে ভরতি। পাহাড়ের গায়েও থাকে-থাকে ফসলের খেত। মাঝে-মাঝে চাষীদের ঘর চুনকাম করা—সাদা ধবধব করছে। দেখলেই মনে হয়, মা-লক্ষ্মীর অজস্র কৃপা—কারো অভাব নেই, দুঃখ নেই।

চলতে-চলতে দু'জনে এলো নদীর ধারে। নদীর ধার দিয়ে এসে এক জায়গায় নদীর বুকে চর—দীঘির মতো বাঁধা পরিষ্কার টলটলে জল!

দীঘির পাড়ে আঁকা-বাঁকা পথ। বেন হুর বললে—'শেখ এল দারিমকে দেখলে মনে হয়, এমনি সাধারণ মানুষ! তাঁর এত সম্পত্তি···রোমানরা এ-সম্পত্তি কেড়ে নিলে না কেন—আশ্চর্য!'

মুলুশ বললে—'এঁর পূর্বপুরুষরা শেখ—তাঁদের কে একজন কোন্ রাজার প্রাণরক্ষা করেছিলেন ডাকাতের হাত থেকে। রাজা তাই তাঁকে এদিককার এ-সব জমি দিয়ে দেন। এদিকটাতে মরুভূমি—ডাকাতের ভয়। রোমানদেরও সে-বিপদে পড়তে হয়। কাজেই এ-পথে যেতে-আসতে শেখ-সাহেবের শরণ নিতে হয় তাদের।

www.BanglaBook.org

ঘাঁটাতে ভরসা পায় না। এ-তল্লাটে সকলে শেখ সাহেবকে ভয়ানক মানে।'

বেন হুর বললে—'যেটুকু আজ দেখলুম, তাই থেকে রোমানদের উপর শেখ সাহেবের মেজাজ তো প্রসন্ন মনে হলো না।'

—'রোমানদের শেখ-সাহেব দু-চোখে দেখতে পারেন না। এ-পথ গেছে সোজা সেই দামাস্কাসে···উটের বহর যায় এই পথে। একবার পার্থিয়ানরা হানা দিয়েছিল উটের বহরের উপর —শুধু টাকাকড়ি জিনিসপত্র লুঠই নয়—সকলকে মেরে ফেলে-ছিল। সেই বহরের সঙ্গে যাচ্ছিল রোমান-সরকারের খাজনার টাকা···তাও লুঠ হয়ে গিয়েছিল! রোম থেকে হুকুম এসেছিল হেরদ রাজার উপর "তোমার এলাকায় খুন আর লুঠ হয়েছে, তাই খাজনার টাকা তোমাকে খেসারত দিতে হবে!" রাজার বয়ে গেছে খেসারত দিতে! তিনি বলে পাঠালেন—"খাজনার টাকা তিনি ঠিকই পাঠিয়েছিলেন, সরকারের সেপাই-সান্ত্রী রক্ষা করতে পারলো না তার দায় হেরদ রাজার নয়!"

মুলুশ বলতে লাগলো—'হেরদ রাজা একটি পয়সা দিলে না। যারা খাজনা পাঠিয়েছিল, তারা গিয়ে সীজারের কাছে নালিশ করলে—সীজার করলেন হেরদকে দায়ী। হেরদ বললেন—"এল দারিমের গাফিলতির জন্যই এমন হয়েছে!" এই ছলে হেরদ এল দারিমের সম্পত্তি দখল করে নিলেন। এল দারিম তখন সীজারের কাছে আবেদন করলেন। সীজার তাতে যে-জবাব দিয়েছিলেন, এল দারিম তাতে খুব অপমান বোধ করেন। সেই থেকে রোম আর রোমানদের উনি ছাখেন বিষনজরে।"

—'কিন্তু রাগ করে শেখ এল দারিম কী-বা করবেন? কী-বা উনি করতে পারেন?'

মুলুশ বললে—'সে অনেক কথা, অন্য সময়ে বলবো, এখন নয়। কিন্তু আমরা পৌঁছে গিয়েছি ঐ ছাখো—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুর চেয়ে দ্যাখে, সিরিয়ান চাষীদের স্রোত বয়ে চলেছে —তারা খেজুরের ঝুড়ি তুলে সেলাম জানাচ্ছে ওদের; ও-খেজুর ওরা দিতে চায় অতিথিদের, না নিলে শেখকে অপমান করা হবে।

উটের পিঠ থেকে ঝুঁকে বেন হুর ওদের ঝুড়ির খেজুর নিলে ...তারপর বললে—'ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন!'

খেজুর খেতে-খেতে মুলুশ বললে—'সাইমণ্ডিসের সঙ্গে কাজ-কারবার আছে—দু'জনের উপর দু'জনের অখণ্ড বিশ্বাস। কার-বারের ব্যাপারে এঁর কাছে আমাকেও প্রায় আসতে হয়—আমাকেও তাই শেখ-সাহেব খুব ভালোবাসেন।'

এ-সব কথা শুনতে-শুনতে সাইমণ্ডিসের কিশোরী কন্যা এস-থারের কথা বেন হুরের মনে জেগে উঠলো। মুলুশ সমানে বলে চলেছে—'এই ক'হপ্তা আগে শেখ-সাহেব গিয়েছিলেন সাইমণ্ডিসের ওখানে। আমাকে দেখে বললেন—"এ ইহুদী, তাহলে এর সামনে বলতে বাধা নেই।" তখন তিনি বললেন এক আশ্চর্য কাহিনী ...বললেন, ক'বছর আগে এই মরুভূমিতে এল দারিমের ছাউনিতে হঠাৎ এসে হাজির হন ক'জন বিদেশী—তাঁদের মধ্যে ছিল নানা জাতের মানুষ—হিন্দু; গ্রীক, মিশরী। উটে চড়ে মরুভূমি পার হয়ে এসে রাত্রে সকলে ছাউনিতে রইলেন। পরের দিন সকালে একসঙ্গে বসে তাঁরা উপাসনা করলেন। উপাসনার ধরন একেবারে অন্য-রকম। রাত্রে সকলে উপোস করেছিলেন—সকালে উপাসনার পরে উপোসভঙ্গ করে তাঁরা বলেন—আকাশে তাঁরা একটি নক্ষত্র দেখেছিলেন, সে-নক্ষত্র থেকে তাঁরা শোনেন দৈববাণী—'জেরুজালেমে যাও সকলে—সেখানে সন্ধান পাবে কোন ইহুদীর ঘরে রাজরাজেশ্বর জন্ম নিয়েছেন।" সেইজন্যই তাঁদের জেরুজালেমে আসা। জেরুজালেমে এসে তাঁরা নক্ষত্রবাণী শোনেন—"এখান থেকে তোমরা যাও বেথলেহামে—সেখানে এক পাহাড়ের গুহায় দেখবে শিশু...সদ্য জন্মেছে...সেই শিশুকে পূজা করবে।" শেখ-

www.BanglaBook.org

সাহেব আরো বললেন—"হেরদ তখন পিশাচের মতো যেখানে নবজাত শিশু পায়, আনিয়ে নিয়ে হত্যা করছে। পাছে এ-শিশুর সন্ধান পায়—তাই শিশুকে লুকিয়ে রাখা হয় নিরালা পাহাড়ের গুহায়···শিশুর নিরাপদ ব্যবস্থা করে তবে বিদেশীরা ফিরে যান।"

বেন হুর বললে—'ভারী আশ্চর্য কাহিনী তো!'

মুলুশ বললে—'একজন মিশরীর সঙ্গে শেখ-সাহেবের পরে দেখা হয়। তার নাম বালথাজার।'

বালথাজার নাম শুনে বেন হুর চমকে উঠলো, বললে—'সেই বুড়ো মানুষটি, যাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে?'

—"হ্যাঁ।'

—'কিন্তু এই রাজরাজেশ্বর—ইনি কে?'

—'তা জানি না। শুনেছি, ইহুদী জাতের রাজরাজেশ্বর—শেখ-সাহেব তাই বলেছিলেন। তাঁকে শেখ-সাহেবও ছাখেননি—আর সেইজন্যই শেখ-সাহেব এই মরুভূমিতে এসে বাস করছেন···এ-মরুভূমি ছেড়ে উনি কোথাও যান না।'

দু'জনে কথা কইতে-কইতে চলেছে—খনিক দূর আসতেই কানে এলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ···গাড়ির শব্দ। পিছন থেকে শব্দ আসছে। ফিরে তাকিয়ে মুলুশ বললে—"শেখ-সাহেব আসছেন।'

বেন হুরও দেখলো, ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন শেখ এদিকে···তাঁর পিছনে অনেক লোক। লোকের সে-ভিড়ে আছে সেদিনকার সেই খেলোয়াড়ের গাড়িতে-জোতা চারটে ঘোড়া।

এল দারিম এলেন। মুলুশকে দেখে তিনি বললেন—'মুলুশ··· আরে···এসো, এসো।'

দু'জনকে নিয়ে এল দারিম চললেন তাঁর ছাউনিতে। খাওয়া-দাওয়ার পর মুলুশ শেখ-সাহেবকে বেন হুরের কথা জানালো! তারপর মুলুশ বললে বেন হুরকে—"ওঁকে বললুম, তুমি কী চাও!

www.BanglaBook.org

শুনে উনি খুব খুশী···বললেন—উনি নিশ্চয় তোমাকে ঘোড়া দেবেন। তোমার কাজ তো হলো। আমি কিন্তু থাকতে পারবো না, আমাকে এখুনি ছুটতে হবে আন্তিয়কে! আজ রাত্রেই সেখানে একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। তবে হ্যাঁ, কাল আমি নিশ্চয় আসবো!'

সাত

রাত্রিবেলা। পাহাড়ের মাথায়, আকাশে উঠেছে একফালি চাঁদ। অসহ্য গুমোট। আন্তিয়ক শহরের যত লোক ঘর ছেড়ে বাড়ির খোলা ছাদে আশ্রয় নিয়েছে!

বাড়ির ছাদে বসে সাইমণ্ডিস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, মুলুশ কখন আসবে—কাছে শুধু এসথার। বাড়ির সামনে নদী··· ঘাটের কাছে নোঙর-করা অসংখ্য জাহাজ।

নিশ্বাস ফেলে সাইমণ্ডিস বললে—'তাইতো, এত রাত হলো, মুলুশের দেখা নেই এখনো।···এরপর ফিরবেই বা কখন?'

এসথার বললে—'আমার মনে হয় বাবা, উনি সত্যি কথাই বলেছেন।'

—'তার মানে, আমাদের মনিব?'

—'হ্যাঁ, বাবা।'

সাইমণ্ডিস বললে—'তুই ভাবিস, যদি সত্যি হয়, তাকে আমি এ-ঐশ্বর্যে বঞ্চিত করবো?···তা নয়, মা! আমি শুধু ভাবছি, এত ঐশ্বর্যে তোকে মানুষ করেছি···আমার বৃদ্ধ বয়স···দেহে এতটুকু সামর্থ্য নেই···কী করে এ-দাস্য শিরোধার্য করে···'

সাইমণ্ডিসের গলা ধরে এলো···এসথারেরও দু'চোখ সজল।

এসথার বললে—'এ-সব সম্পত্তি বুঝিয়ে তাঁর হাতে তুলে

www.BanglaBook.org

দাও, বাবা। আমার মনে হয়, বাবা—উনি আমাদের দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি দেবেন।'

—হ্যাঁ। কিন্তু জানিস মা, এই ঐশ্বর্য উপার্জন করতে মনিবকে কিছু করতে হয়নি···একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়তে হয়নি। এ-সব আমায় কত পরিশ্রমে···কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে···'

তাঁর কথা শেষ হলো না—ছাদের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। মুলুশ এলো। সাইমণ্ডিস বললে—'সন্ধান পেলি?'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ। শুধু সন্ধান নয় হুজুর, পরিচয় পর্যন্ত—শুনলে আপনি খুব খুশী হবেন!'

—'কী পরিচয়···শুনি?'

—'জাতে ইহুদী···যেমন সাহস, তেমনি তেজ। আমি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলুম। শেখ এল দারিমের সঙ্গে দেখা হলো···আলাপ হলো। তিনি গেলেন শেখ-সাহেবের কাছে··· শেখ-সাহেবের ঘোড়া আর গাড়ি নিয়ে তিনিও কাল নামবেন বাজির খেলায়।'

—'বটে! কিন্তু মুলুশ, আমি যে আরো অনেক কথা জানতে চাই। ওকে কী-রকম দেখলি···দু-হাতে টাকা ছড়ায়?'

—আজ্ঞে, টাকা-পয়সার সম্বন্ধে একটি কথাও তো শুনলুম না ওঁর মুখে। ওঁর শুধু এক চিন্তা···"আমার মা? আমার বোন?" তাঁদের সন্ধানে মন ভয়ানক আকুল! আর হ্যাঁ, ঐ রোমের ছোকরা মেশালা প্র্যাকটিস করতে গিয়ে'···মুলুশ বললে সেখানকার সে-কাহিনী···তারপর বললে—'তাকে খুব শিক্ষা দিয়েছেন উনি! ভদ্র-ভাবে শিক্ষা! বলছিলেন, ঐ মেশালা···ওঁর বংশের কী সর্বনাশ সে করেছে! তবু হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন! অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতেন। শুনলুম, ওঁদের যে-সর্বনাশ করেছে সে ঐ মেশালা! বললেন, "একটা মেশালাকে সাজা দিয়ে কী হবে? রোমের এ-দৌরাত্ম্য শেষ করে দিতে হবে। এই অত্যাচার-

www.BanglaBook.org

নির্যাতন রোমের স্পর্ধা···রোমানদের শায়েস্তা করা প্রত্যেক ইহুদীর একমাত্র কর্তব্য!" আমি বলে দিচ্ছি হুজুর, দেখবেন, কালকের দৌড়-বাজিতে উনিই জিতবেন···আলবৎ। এর নড়চড় হবে না!'

সাইমণ্ডিস বললে—'আচ্ছা, তুই যা। সত্যিই খুব ভালো খবর এনেছিস···এর জন্য তোকে রীতিমত বকশিস দেবো, মুলুশ!'

মুলুশ চলে গেল। সাইমণ্ডিস বললে এসথারকে—'এবার খাবার দিতে বলো।'

খাবার এলো। সাইমণ্ডিস খেতে বসলো—এসথার বসলো তার কৌচের হাতলে। খেতে-খেতে সাইমণ্ডিস বললে—'প্রিন্সের ছেলেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমন তেজ, এমন সাহস, আর এমন মন—মা-বোনের উপর এমন ভালোবাসা! এ-সব ওর হাতে তুলে দেবো কড়া-ক্রান্তি হিসেবে। তার জন্য আমি গরিব হবো না মা··· আমার তুমি আছো—আমার কাছে রাজার ঐশ্বর্য তুমি! হ্যাঁ, একটা কথা বলছি···'

—'কী কথা, বাবা?'

—'আমার এ-সাত রাজার ঐশ্বর্যও যদি আমি ওর হাতে তুলে দিই?'

এসথার মাথা নামালে—কোন জবাব দিলে না।

বাপ বললে—'বল্ মা, বল্···তোর কথায় আমি মনে বল পাবো!'

এসথার বললে—'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবা, কারো সঙ্গে নয়···যেতে আমি পারবো না।'

এসথারের দু'চোখ ঠেলে জল এলো—বাপের কাঁধে সে মাথা রাখলে। মেয়ের হাত ধরে সাইমণ্ডিস বললে—'ভগবান তোকে সকল সুখে সুখী করুন মা! তাঁর কাছে এই আমার একটিমাত্র প্রার্থনা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

* * * *

রাত্রে সাইমণ্ডিসের গৃহে যখন এসথারের সঙ্গে বাপের এই সব কথা—তখন নদীর ওপারে বিরাট প্রাসাদে মহা-সমারোহ। প্রাসাদে বড়ো-বড়ো অনেক ঘর···কোনো ঘরে গল্পের আসর বসে···কোনো ঘরে হয় খাওয়া-দাওয়া···কোনো ঘরে খেলা···কোনোটা শোবার ···কোনোটা স্নানের ঘর।

প্রত্যেক ঘরে অনেকগুলো করে জানালা; শ্বেত পাথরের মেঝে। সব ঘরে অনেকগুলো করে বাতি জ্বলছে···ঘরে-ঘরে গদি-আঁটা অসংখ্য বসবার আসন। ঘরের আসবাবপত্র মিশরী ধরনের!

প্রাসাদের চত্বরে ফুলের বাগান···ফলের বাগান···নকল পাহাড় ···ফোয়ারা! ঘরে-ঘরে লোকের ভিড়···হাসি-তামাশা গান-বাজনা, খেলা চলেছে। বাজি রেখে ড্রাফ্‌ট্‌ খেলা হচ্ছে···যারা খেলায় মেতেছে, বয়সে তারা তরুণ।

খেলতে-খেলতে একজন তরুণ বলে উঠলো—'ভালো কথা, মাকসেন্টিয়াস কখন আসছে হে, ফ্লেবিয়াস?'

ঘুঁটি সাজাতে-সাজাতে ফ্লেবিয়াস বললে—'হঠাৎ এ-কথা?'

—'মানে, এই গরম দেশ—বাপ্‌স্‌···বিসুবিয়াসের আগুন কোথায় লাগে এ-গরমের কাছে! এখানে রোমানদের বেশিদিন থাকতে হলে কতকগুলো যে সর্দিগর্মি হয়ে মারা যাবে, তার ঠিক কী?'

এ-সব তরুণ এখানে কনসালের দপ্তরে, অর্থাৎ দূতাবাসে কাজ করে—সকালে মাকসেন্টিয়াস আসছেন—তাঁর খাতিরের জন্য এখানে থাকা! এ-গরমে সকলে অস্থির হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আর-একদল তরুণ এলো ঘরে···এরা আমোদ-প্রমোদ সেরে এলো! সকলেই বেশ টলছে। একজনের গলায় ফুলের মালা···এ হলো দলের চাঁই। চালচলন দেখলে মনে হয়, যেন সীজারের পোষ্যপুত্র! কথায় কী ভয়ানক দম্ভ—চেহারায় অহংকার

www.BanglaBook.org

ফুটে রয়েছে···তাকে দেখে ঘরসুদ্ধ সকলে তাকালে···বললে—'মেশালা সাহেব !'

সংবর্ধনার কী ঘটা ! সেদিকে মেশালার ভ্রূক্ষেপ নেই। একজন খেলোয়াড়ের পাশে এসে তার কাঁধ চাপড়ে মেশালা বলে উঠলো—'এই যে ড্রাশাস্···ভালো তো ?' বলেই মেশালা খেলতে বসে গেল।

খেলতে-খেলতে ড্রাশাস্ বললে—'সেনাপতি কুইণ্টাসের খবর জানো ?'

মেশালা বললে—'আছে না কি কিছু নতুন খবর ?'

—'জবর খবর আছে। তাঁর ছেলে···সে-ছেলেকে দেখেছো ?'

মেশালা হা-হা করে হেসে উঠলো, বললে—'তাঁর ছেলে ! তিনি বিয়ে করলেন কবে যে তাঁর ছেলে···'

—'আরে, পুষ্যি নিয়েছেন। সে ছেলের নাম এরিয়াস।'

দু-তিনজন বলে উঠলো—'ও···ঐ এরিয়াস ! ও তাঁর পুষ্যি ছেলে ! বটে !'

—'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। ওকে দেখতে অনেকটা কিন্তু মেশালার মতো···না ?'

—'ধেৎ।' মেশালা বললে দারুণ তাচ্ছিল্যভরে—'আমি হলুম রোমান···আর ওটা হলো জাতে ইহুদী। কিন্তু হঠাৎ তার কথা ?'

ড্রাশাস্ বললে—'ছেলেটা দেখতে বেশ···সাহসও ওর তেমনি। জানো, সীজার ওকে বেশ খাতির করেন ! বেশ উঁচু চাকরি দিতে চেয়েছিলেন ওকে···ও সে-চাকরি নেয়নি।···বেশ রহস্যময়, নয় ? কারো সঙ্গে মেশে না—কাকেও গ্রাহ্য নেই যেন ! ওকে কুইণ্টাস তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়েছেন। কনসাল ওকে ফৌজে নিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে এক জাহাজে একসঙ্গে আসবার কথা ; কিন্তু রাভেনা থেকে ওকে আর দেখতে পেলুম না চর্মচক্ষে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনছি, সে এখানে এসেছে। তাই যদি তো গেল কোথায়? এ-বাড়িতে নেই—টাওয়ারেও দেখি না!'

কথাগুলো মেশালা শুনলো নির্লিপ্তভাবে। খেলার দান ফেলে সে ডাকলো—'কেসিয়াস…'

সে-ডাকে এক তরুণ দিলে সাড়া। মেশালা বললে—'শুনলে ড্রাশাসের কথা?'

কেসিয়াস বললে—"হ্যাঁ।'

—'যে-লোকটা আমাকে আজ ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়েছিল, তাকে দেখেছিলে?'

—'খুব দেখেছি। কিন্তু সে?'

ড্রাশাস্ বললে—'তার কথা যদি শোনো, বলবে, আষাঢ়ে গল্প বলছি। কিন্তু গল্প নয় হে, খাঁটি সত্য কথা।'

—'কী কথা…শুনি?'

ড্রাশাস্ বললে—'কুইণ্টাস গিয়েছিলেন সেই বোম্বেটেদের শায়েস্তা করতে…মনে আছে? বোম্বেটেদের সাবাড় করে ঐ ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন…আর এসেই পুষ্যি নেয়া।'

—'বটে! বোম্বেটেদের দলে ছিল বুঝি ও?'

—'না। শুনেছি, কুইণ্টাসের জাহাজ ভেঙে গিয়েছিল। আমাদের একখানা জাহাজের লোক দেখেছিল কুইণ্টাস সাহেবকে আর ঐ ছোকরাকে…দু'জনে একখানা তক্তা ধরে ভাসছিল। এ-কথা তারাই বলেছে! এ ছোকরা জাতে সত্যিই ইহুদী।'

ভুরু কুঁচকে মেশালা বললে—'ইহুদী!'

—'শুধু তাই নয়…বান্দা…ক্রীতদাস। কুইণ্টাস যে-জাহাজে বেরিয়েছিলেন, সেই জাহাজে ও ছিল দাঁড়ী। জাহাজে যখন তোলা হয়, ওর পরনে ছিল দাঁড়ীর পোশাক।'

খেলা রেখে মেশালা হো-হো করে হেসে উঠলো…বললে—'ক্রীতদাস!'

www.BanglaBook.org

এ-কথার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে প্রচণ্ড কোলাহল···সঙ্গে-সঙ্গে খেলা ছেড়ে পানমত্ত তরুণদের তাণ্ডব-নাচ শুরু হলো।

আট

শেখ এল দারিম বেশ রাশভারী মানুষ—আবেগের বশে কোনো কাজ করেন না। যা করেন, বেশ বিবেচনা করে করেন এবং সব কাজ তিনি করেন, নিজের জাতের মর্যাদা যাতে এতটুকু না ক্ষুণ্ণ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে।

সে কেমন ঘোড়া চালাতে পারে—শেখ এল দারিমকে দেখালো।

শেখ এল দারিম বললেন—'শাবাশ ছেলে!···তোমাকে আমার ভারি ভালো লেগেছে···খাশা ঘোড়া চালাও। পাবে তুমি কাল আমার ঘোড়া।'

*

মেশালার মনে ওদিকে বেশ খটকা জেগেছে। ড্রাশাস্ যে-কাহিনী বলেছে—'ও সেই জুডা নয় তো? ভালো করে খোঁজ-খবর নিতে হবে।'

পরের দিন ছাউনির সামনে ঘোড়াগুলো পরখ করা হচ্ছে, বেলা তখন প্রায় নটা, এল দারিমের অনুচর আভারন এসে জানালে, 'একজন লোক এসেছে, এল-দারিমের সঙ্গে দেখা করতে চায়!'

এল দারিম বললেন—'তাকে নিয়ে এসো।'

লোকটিকে আনা হলো। বিদেশী লোক। এল দারিম বললেন—'কী চাও?'

সে বললে—'আমি শুনেছি, দৌড়বাজির জন্য আপনি ভালো একজন ঘোড়সোয়ার চান!'

—'ভালো ঘোড়সোয়ার আমি পেয়ে গিয়েছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটির মুখ মলিন হলো। সে বললে—'আপনার ঘোড়া আমি দেখেছি—রোমের সীজারেরও অমন ঘোড়া নেই!'

এ-কথায় এল দারিমের মন টললো। তোষামোদে কার না মন টলে?

লোকটি বললে—'আপনার ঘোড়া চোখে একবার দেখতে পাবো?'

—'কেন পাবে না? নিশ্চয় দেখবে। ময়দানে একটি ছোকরা আমার ঘোড়া নিয়ে চালিয়ে পরখ করছে—সেখানে গেলেই আমার ঘোড়া দেখতে পাবে।'

একজন ভৃত্যের সঙ্গে লোকটিকে এল দারিম পাঠালেন ময়দানে। সেখানে গিয়ে ঘোড়সোয়ারটিকে দেখে তার মনের সংশয় ঘুচলো। ভৃত্যের মারফৎ এল দারিমকে সেলাম জানিয়ে বিদেশী লোক চলে গেল।

এ-বিদেশী আর-কেউ নয়—মেশালা। ছদ্মবেশে এসেছিল বেন হুরের সন্ধানে। ফিরে গিয়ে সে চিঠি লিখলো গ্রেটাসকে। লিখলো—

'একজন ছোকরাকে বান্দা করে জাহাজে দাঁড়ীর কাজে বাহাল করেছিলেন, তাকে নিশ্চয় মনে আছে। তার নাম বেন হুর! সে ছোকরা মারা যায়নি···বেঁচে আছে। এখন সে আছে আন্তিয়কে ···সেনাপতি কুইণ্টাস তাকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। এখন তার নাম হয়েছে ···তামভির এরিয়াস। তার এখন অনেক টাকা-কড়ি, প্রতিপত্তিও অসাধারণ। মা আর বোনকে উদ্ধার করবার জন্য সে উঠে-পড়ে লেগেছে। সে-ছোকরা এখন আছে শেখ এল দারিমের কাছে—রাজার হালে তাঁর অতিথি হয়ে। কনসাল মাকসেন্টিয়াস এখানে এলে তাঁকে বলে এল দারিমকে বন্দী করে রোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যদি, তবেই সকল দিক মঙ্গল হবে। বেন হুরের সম্বন্ধে যা করা প্রয়োজন, তা আমি করবো। আপনার কাছে দু'খানি চিঠি লিখে দু'জন লোক পাঠাচ্ছি—একজন যাবে জাহাজে আর একজন ঘোড়ায় চড়ে—যে আগে পৌঁছুতে পারে!'

www.BanglaBook.org

ইতিমধ্যে আর-এক ব্যাপার···মুলুশ এলো শেখ এল দারিমের কাছে সাইমণ্ডিসের চিঠি নিয়ে। শেখের হাতে মুলুশ দিলে চিঠি, বললে—'খুব জরুরী।'

শেখ সে-চিঠি পড়লেন। সাইমণ্ডিস লিখছে—

'আপনাকে খুব জরুরী খবর জানাচ্ছি—রোমান ছাড়া অন্য সব জাতের টাকা-কড়ি বা মণি-রত্ন বা অস্থাবর সম্পত্তি যা আছে—সে-সব মিথ্যা ছলে কেড়ে নেবার জন্য এক রোমান অফিসার আসছে; কনসাল মাকসেন্টিয়াসও আসছে দু-একদিনের মধ্যে। অতএব খুব সাবধান থাকবেন। আর-এক কথা, আপনার বিরুদ্ধে ভয়ানক চক্রান্ত চলেছে···আপনার অনিষ্ট করবার জন্য—আপনাকে অপমান করবার জন্য একজন বড়ো রোমান অফিসার উঠে-পড়ে লেগেছে।

আন্তিয়কের দক্ষিণে—যে-পথে আপনার কর্মচারীরা নিত্য পাহারাদারির কাজ করছে, এ-চিঠি পাবামাত্র তাদের হুকুম দেবেন,—তারা যেন ও-পথের সব যাত্রীকে ভালো করে তল্লাশী করে। কাকেও যেন রেহাই দেয়া না হয়। এই সব যাত্রীর মধ্যে চক্রান্ত-ব্যূহের চরের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে। এ-হুকুম এখুনি, এই মুহূর্তে, সীল-দস্তখত করে যেন পাঠানো হয় —এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

পড়ে এ-চিঠি পুড়িয়ে ফেলবেন।

—আপনার বন্ধু।'

এ-চিঠি বার-বার তিনবার পড়ে এল দারিম সেটা ভাঁজ করে ছোটো গেঁজিয়া থলির মধ্যে ভরে কোমরবন্ধে গুঁজে রাখলেন···তারপর সওয়ার-মারফৎ তখুনি পাহারাদারদের নামে হুকুম পাঠালেন।

ময়দান থেকে বেন হুর ফিরে এলে তাকে তিনি এ-চিঠি গোপনে দেখালেন। চিঠি পড়ে বেন হুর বললে—'এখানে আমি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলুম—ঐ উদ্ধত মেশালাকে দৌড়-বাজিতে হারাবো—রোমানের দর্প চূর্ণ করে তাদের বোঝাবো ইহুদী-জাত তাদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে ছোটো নয়! কিন্তু

www.BanglaBook.org

এখন এ-চিঠির পর আমার জীবনের ইতিহাস আপনাকে বলা উচিত বলে মনে করি।'

আদ্যোপান্ত তার জীবনের কাহিনী বললে বেন হুর। তারপর বললে—'এই মাকসেন্টিয়াস এসে যদি কোনো ছলে আপনাকে বন্দী করে রোমে পাঠায়—তাহলে আমি আশ্চর্য হবো না।'

শেখ-সাহেব বললেন—'আমাকে রোমে পাঠাবে!...আমার তাঁবে দশ হাজার সওয়ার...সশস্ত্র জোয়ান সওয়ার...আজ যদি তোমার বয়স ফিরে পেতুম, তাহলে আমাদের জাতের এ-জন্ম-দাসত্ব আর অধীনতা-পাশ আমি যেমন করে পারি, ছেঁটে ফেলতুম!"

এই পর্যন্ত বলে তিনি অধীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর বললেন—'যদি তোমার বয়স ফিরে পেতুম, তোমার মতো হাতিয়ার চালাতে পারতুম...তোমার মতো জোয়ান হতুম ...এ-সব অপমান-অত্যাচারের শোধ নেবার সামর্থ্য যদি আমার থাকতো—ওঃ...হুর, হুর, হুর...প্রিন্স হুরের ছেলে তুমি...কুইন্টাসের পোষ্যপুত্রের চেয়ে অনেক...অনেক বড়ো তোমার আসল পরিচয় ...পিতৃ-পরিচয়...নিজেকে তুমি প্রকাশ করো, হুর।'

বলতে-বলতে আবেগভরে বেন হুরকে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। তারপর আবার বললেন—'আমার উপর কী অমানুষিক অত্যাচার না করেছে ওরা...কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী অত্যাচার করেছে তোমার উপরে! তোমার উপর যে অত্যাচার করেছে, আমার উপর তা করলে, আমি আজ দেশে-দেশে নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে পাহাড়ে-বনে-জঙ্গলে সর্বত্র চীৎকার করে বলে সকলকে তাতিয়ে তুলতুম রোমের বিরুদ্ধে, রোমান-জাতের বিরুদ্ধে! রোমান জাতের ছোটো একটা বাচ্ছাকেও আমি বাঁচিয়ে রাখতুম না। আগুনে পুড়িয়ে রোমকে ছাই করে দিতুম—আর রোমান-জাতটাকে বেড়া-আগুনে পুড়িয়ে মারতুম!'

www.BanglaBook.org

উত্তেজনায় বৃদ্ধের সর্বশরীর কাঁপছে···দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ···নিশ্বাস যেন এক্ষুনি বন্ধ হবে !

হঠাৎ দূত এসে চিঠি দিলে—মেশালা যে-চিঠি লিখে পাঠিয়েছে গ্রেটাসকে, তার একখানা। দূত বললে—'এ-চিঠি নিয়ে রোমান-সওয়ার চলেছিল···আপনার হুকুম-মোতাবেক তার তল্লাশী নিতে তার কাছে এ-চিঠি পেয়েছি।'

শেখ বললেন—'সে-সওয়ার ?'

—'তাকে ফাটকে আটকে রাখা হয়েছে। আপনার হুকুমের ওয়াস্তা···"

শেখ বললেন—"এখন ফাটকে রাখো, পরে তার বিচার।'

চিঠি পড়ে সে-চিঠি শেখ দিলেন বেন হুরের হাতে। বেন হুর সে চিঠি পড়লো···পড়ে বললে—'ভগবান আমাদের সহায়।'

বেন হুর বললে—'রোমের এ-সব অত্যাচার আমি শায়েস্তা করবো—আমার জীবনের তাই ব্রত। রোমে আমি যুদ্ধকৌশল শিখেছি···অনেক রোমান-যোদ্ধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ! আমি এখন চাই ক্যাপ্টেন হতে···পার্থিয়ানদের আগে আমি খেলায় হারাতে চাই, তারপর রোম আর রোমান-জাতের উপর আমার শক্তির পরীক্ষা।'

বেন হুরের কাঁধে হাত রেখে শেখ এল দারিম বললেন—'তোমার এ-কাজে আমি তোমার সহায় হবো, হুর।"

BanglaBook.org

নয়

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। শেখ-সাহেব গেছেন শহরে—ছাউনির সামনে বেন হুর বসে আছে। হঠাৎ শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের

www.BanglaBook.org

শব্দ। বেন হুর তাকালে সে-শব্দ লক্ষ্য করে! ঘোড়া এলো ছাউনির সামনে—ঘোড়ার পিঠে মুলুশ।

বেন হুর বললে—'তুমি হঠাৎ?'

—'হ্যাঁ।' মুলুশ নামলে ঘোড়া থেকে, বললে—'শেখ-সাহেব আন্তিয়কে। তোমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। খুব দরকার। চলো…'

বেন হুর চকিতে সাজ-পোশাক পরে তৈরী হলো…ঘোড়ায় চড়লো…তারপর দু'জনে চললো আন্তিয়কে।

সোজা সিধা পথে নয়…বাঁকা-চোরা ঘোরাপথে দু'জনে এলো আন্তিয়কে…সাইমণ্ডিসের বাড়িতে। মুলুশ বললে—'ওঁরা ঘরে আছেন, তুমি যাও…'

ঘোড়া থেকে নেমে বেন হুর এলো ঘরে। ঘরে শেখ-সাহেব, সাইমণ্ডিস আর এসথার—তিনজনে চুপচাপ বসে।

অভিবাদন করে বেন হুর বললে—'হঠাৎ আমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

সাইমণ্ডিস বললে—'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!'

একখানা গদি-মোড়া কুর্শি নিয়ে এলো এসথার, এনে বেন হুরকে বললে—'বসুন।'

কুর্শিখানা সাইমণ্ডিসের কাছে টেনে বেন হুর বললে—'আমি এইখানে বসবো।'

এসথারকে সাইমণ্ডিস বললে—'সেই কাগজপত্রগুলো নিয়ে এসো!"

ঘরের কোণে দেয়ালে-গাঁথা আলমারি। সেই আলমারি খুলে কাগজের মস্ত একটা বাণ্ডিল এনে এসথার দিলে সাইমণ্ডিসের হাতে—সীল-করা বাণ্ডিল।

বাণ্ডিলটা নিয়ে সাইমণ্ডিস বললে—'তোমার পাওনা-গণ্ডার কড়া-ক্রান্তি হিসেব আছে এইসব কাগজে। তুমি প্রিন্সের ছেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

…বুঝেছি, জেনেছি—তাই তোমার হিসেব তোমাকে দিচ্ছি… তুমি দেখে সব বুঝে নেবে।'

সাইমণ্ডিস বললে—'রোমানদের হাত থেকে তোমার বাবার কত টাকা আমি বাঁচিয়েছি দেশ-বিদেশ থেকে আদায় করে—তার সব হিসেব আছে। কারবার করে লাভ যা হয়েছে, মূলধন ছিল কত, সে-হিসেবও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাবে। সব হিসেব করে তোমার পাওনা দাঁড়ায় টাকাকড়ি ওজনে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুশো পাউণ্ড! কোনো সম্রাটের তোষাখানায় এর সিকির সিকি-ওজনের টাকাকড়ি নেই। এ-টাকায় তুমি দুনিয়ার তামাম রাজ্য কিনে নিতে পারো।'

বেন হুরের দু'চোখ জলে ভরে এলো! গদগদকণ্ঠে সে বললে—'আপনি এত মহৎ! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন! আমারো ভাগ্য…এত দুঃখ-কষ্টেও ভগবানকে আমি কোনোদিন ভুলিনি! এখন আমার কিছু বলবার আছে। আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে।'

—'বলো…!'

বেন হুর বললে—'এ-সব সম্পত্তি…টাকাকড়ি, মণি-রত্ন, বাড়ি-ঘর, কারবার, মালপত্র…উট, ঘোড়া, জাহাজ…এ-সব আমি আপনাকে দিচ্ছি…শেখ-সাহেব সাক্ষী, এ-সব আপনার…আপনার সন্তান এই এসথারের। এ-সবে আমার কোনো লোভ নেই, প্রয়োজনও নেই।'

এসথারের দু'চোখ সজল হলো—মুখে অপরূপ হাসির রেখা। শেখ এল দারিমের গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জল…তিনি ঘন-ঘন দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন।

বেন হুর বললে—'কাগজে এ-কথা লিখে একখানা দলিল করে সীল এঁটে আপনাকে দিতে চাই—আপনার মৃত্যুর পর এ-সম্পত্তি আপনার সন্তান ভোগ করবেন। সে-দলিলে শেখ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহেব থাকবেন সাক্ষী। তবে একটা কথা, বাবার মৃত্যুর সময় বাবার হাতে যে-টাকা ছিল, সেই টাকা শুধু আমি নেবো, তার বেশী একটি পয়সা নয়!···আর আমার মা এবং বোন টিরার সন্ধান আপনি করান—তার জন্য যত টাকা খরচ হয়, দয়া করে সে-খরচ আপনি দেবেন।'

—'দয়া!' সাইমণ্ডিসের গলা বেশ ভারী। সে বললে—'সবুর করো বাবা। এখনো সব হিসেব বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। এ-কাগজগুলো তুমি পড়ো···চেঁচিয়েই পড়ো···সকলে শুনবে।'

সাইমণ্ডিস একতাড়া কাগজ দিলেন বেন হুরের হাতে। বেন হুর চেঁচিয়ে পড়লো—হুর-পরিবারের দাসদাসী পরিজনদের ফর্দ··· অমরা···সে দেখছে জেরুজালেমের প্রাসাদ···সাইমণ্ডিস দেখছে কারবার···সাইমণ্ডিস কারবারের সরকার···আন্তিয়কে থাকে—সাইমণ্ডিসের একটি মেয়ে···মেয়ের নাম এসথার!

বেন হুর তাকালে এসথারের দিকে—ক্রীতদাসের ছেলে-মেয়েরাও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী···সারা-জন্ম! আইনের বিধান? এ-কথা নিমেষের জন্য বেন হুরের মনে হয়নি! এখন সে-কথা মনে হলো···মনে হতে সে বেশ কুণ্ঠিত হলো! বেন হুর বললে—'ঐশ্বর্য বিরাট, বিপুল, তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু এ-ঐশ্বর্যের চেয়ে কত বিরাট, কত বিপুল আপনার মনের ঐশ্বর্য! এত টাকাকড়ি, মণি-রত্ন, হাতি ঘোড়া উট জাহাজের ছোঁয়া লেগেও আপনার মনের ঐশ্বর্য এতটুকু নোংরা হয়নি—এ-মনের মান যদি আমি না রাখি, তাহলে আমার মহাপাপ হবে। আমাকে কু-পুত্র বলে আমার মা আমাকে অভিশাপ দেবেন। তা হতে পারে না···শেখ-সাহেব সাক্ষী, ওঁর সামনে দলিল লিখে আপনাদের আমি দাস্য থেকে মুক্তি দেবো।'

সাইমণ্ডিস বললে—'তোমার কথাতেই আমার মন থেকে দাস্যের শিকল খসে গেছে, বাবা। কিন্তু তুমি আমাদের মুক্তি

www.BanglaBook.org

দিলেও আমাদের মুক্তি মিলবে না তো! আইন···আইন এ-মুক্তি মানবে না···আইনের বিধানে চিরদিন চির-জন্ম আমরা তোমাদের ক্রীতদাস! এই ছাখো—আমার কান বিঁধানো!'

—'কে এ কাজ করেছিল? বাবা?'

—'না,···না···তিনি আমাকে ক্রীতদাস করেন নি। যেচে সেধে আমি তাঁর ক্রীতদাস হয়েছিলুম···হয়েছিলুম শুধু এসথারের মাকে বিবাহ করবার জন্য। এর মা ছিলেন তোমাদের সংসারের চির-ক্রীতদাসী।'

বেন হুর বললে—'এত উঁচু আপনার মন। আমি আপনার দাসানুদাস হতে পারলে ধন্য হবো।'

—'ছি···ছি। ও-কথা বলতে নেই। তার চেয়ে আমি যা আছি, তাই থাকতে চাই। তোমার বিষয়-সম্পত্তি দেখবো···কাজ-কারবাব দেখবো।'

নিশ্বাস ফেলে বেন হুর বললে—'আপনার ইচ্ছায় "না" বলবো, এমন স্পর্ধা আমার নেই।'

তারপর বেন হুর তাকালে এসথারের দিকে, তাকে জিজ্ঞেস করলে—'তুমি কিছু চাও না এসথার? বলো, সংকোচ কোরো না।'

এসথার বললে—'আমার মা নেই, বাবাকে কে দেখবে? আমি বাবার সেবা করতে চাই—এ-ছাড়া আমার আর কোনো সাধ নেই···কামনা নেই!'

—'বেশ, তাই হবে।'

তারপর অনেকক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

* * *

রাত্রে ক'জনে একসঙ্গে খেতে বসে নানা কথা হচ্ছে।

বেন হুর বললে—'গ্রেটাস আর মেশালা আমাদের সর্বস্ব লুঠ করে দু'জনে বখরা করে নিয়েছে। সে জানে, সীজারের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার আদর আছে, খাতির আছে, তাই আমাকে সরাবার জন্য দু'জনে এখন প্রাণপণে চেষ্টা করবে।'

সাইমণ্ডিস বললে—'নিশ্চয়! আচ্ছা, কুইণ্টাস তোমাকে সম্পত্তি দিয়েছেন—বাড়ি বাগান···টাকাকড়ি?'

—'তিনি আমাকে দিয়েছেন স্থাবর সম্পত্তি—মিসেলাসে চমৎকার বাগানবাড়ি আর রোমে অনেকগুলো বড়ো-বড়ো বাড়ি আর বাগান!'

—'হু'! আমি বলি, ওগুলো বেচে তুমি নগদ টাকা হাতে রাখো। আমাকে লিখে দাও কোথায় কী সব সম্পত্তি—সেগুলো বেচে টাকার ব্যবস্থা করবো আমি,—ওরা কিছু করবার আগেই···ঐ রাজ-দস্যুরা যাতে লুঠে না নিতে পারে।'

বেন হুর বললে—'বেশ। কাল সকালেই আমি দেবো সে-সবের ফর্দ।'

—'তুমিও বেশ হুঁশিয়ার থাকবে—তোমার উপর যে-রকম আক্রোশ···'

—'হুঁশিয়ার আমি আছি, আর তা থাকবোও।'

—'বেশ। তাহলে রাত হলো···শুয়ে পড়োগে। আমিও শুতে যাবো।'

দশ

বাজির আগের দিনেই শেখ এল দারিয়ুস তার যত আসবাব-পত্র, যত-কিছু দামী জিনিস, সব পাঠিয়ে দিলেন মরুর দুর্গম বুকে···সাবধান থাকতে হবে! কে জানে, মেশালা বাজি হেরে আক্রোশে যদি লুঠপাট করে! বেন হুরের জীবনের সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা করে তারপর শহরে যাওয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুর—

কৌজদারের দেহ পড়লো মাটিতে লুটিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

পথে মুলুশের সঙ্গে বেন হুরের দেখা। বাজিতে নামবার সময় যে-সব নিয়ম-কানুন মানতে হয়, সেইসব নিয়ম-কানুনের কথা মুলুশ তাকে খুলে বললে। আরো বললে—'তোমার সাদা পোশাক ···মেশালার লাল পোশাক। পথে সাদা রিবন বিক্রি হচ্ছে,—যারা বাজি দেখতে যায়, তারা রিবন কিনে নিয়ে যায়। দেখবেখ'ন—গ্যালারিতে বসে যত দর্শক···তাদের কারো কাছে সাদা রিবন, কারো কাছে লাল। ইহুদী আর আরবীরা সাদা রিবন ব্যবহার করে। তোমার গাড়ির বোম যতখানি উঁচুতে···মেশালার গাড়ির বোম তার চেয়ে অনেক বেশী উঁচুতে।'

বেন হুর বললে—'যেখানে বাজি শেষ হবে, তুমি সেইখানে থেকো, যেখানে ফটক আছে···সেই ফটকের কাছের গ্যালারিতে।'

পরের দিন। আন্তিয়কের ক্রীড়াভূমিতে সার্কাস-প্রাঙ্গণে গ্যালারিগুলো ভিড়ে ঠাসা; স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। সকলের মনে দারুণ উদ্বেগ, উত্তেজনা। প্রতিযোগীরা চলেছে সামনে দিয়ে, তাদের দেখে গ্যালারি থেকে দর্শকদের সে কী উল্লাস-চিৎকার—মেশালাকে দেখে চিৎকার! 'মেশালা···মেশালা!' তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্য দলের চিৎকার—'বেন হুর···বেন হুর···'

দর্শকদের মধ্যে অবিশ্রাম প্রতিযোগীদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তর্ক, হট্টগোল, তারপর প্রায় হাতাহাতির জো।

খেলা শুরু হলো, বেলা প্রায় তিনটে···লঙ্ জাম্প, হাই জাম্প, কুস্তি—এ-সব পালার পর বিরাম—বিরামের পর চৌঘুড়ির দৌড়।

বিরামের সময় সকলের খাওয়া-দাওয়ার ধুম। সকলের মুখে শুধু দু'টি নাম—মেশালা···বেন হুর! বেন হুর···মেশালা। আর-আর প্রতিযোগীদের নামও কেউ করে না। শেখ এল দারিম, সাইমণ্ডিস, এসথার···তাঁরা পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন!

www.BanglaBook.org

হঠাৎ বেজে উঠলো তূরী···প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে ছিল উঁচু একটা থাম—সেই থামের মাথায় একজন লোক এসে কাঠের তৈরী সাতটা গোলা আর মাছ বসিয়ে দিলে—ঘোড়াগুলো খেলার প্রাঙ্গণে ক'পাক ঘুরলো—এতে কার কী সংখ্যা, সকলে জানবে, তাই এভাবে ঘোরানো। ঘোড়া এক-এক পাক ঘোরে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা করে গোলা আর মাছ ওখান থেকে সরিয়ে নামিয়ে নেওয়া হয়।

এবারে দু'জন প্রতিযোগী ঘোড়া-জোতা গাড়ি নিয়ে এসে প্রাঙ্গণের সীমানায় দাঁড়ালো। গ্যালারিতে ঘন-ঘন হাততালি—সকলে ঘাড় তুলে মাথা বাঁকিয়ে তাদের তাকিয়ে দেখছে। ঘোড়া যে চালায়, সে আছে গাড়িতে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার রাশ ধরে—প্রত্যেক প্রতিযোগীর পিছনে আছে একজন করে অনুচর—ঘোড়া যদি বিগড়োয়, অনুচররা ঘোড়া রুখবে।

আবার তূর্যনাদ—অমনি প্রতিযোগীরা গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। প্রথম পালা শুরু। গ্যালারিতে লোকজন দাঁড়িয়ে উঠলো—সকলের কী চিৎকার!

যেখান থেকে বাজি শুরু হবে, সেখান থেকে ঘোড়া-জোতা গাড়িগুলো সার-সার এসে দাঁড়ালো সেই দড়ির পিছনে। তূর্যনাদ, দড়ি সরিয়ে নেওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িগুলো ছুটলো···

গ্যালারিতে হই-হই চিৎকার—শাবাশ-শাবাশ···কালো ঘোড়া গেল আগে···না, না, ঐ সাদা ঘোড়া এগুলো···এথেনী সওয়ার ···এথেনী সবার আগে। ঐ···ঐ চলেছে মেশালা···কী তীরের মতো গাড়ি ছুটিয়েছে···মেশালাই জিতবে।

সবগুলোকে ছাড়িয়ে চলেছে মেশালা আর বেন হুর···কাছাকাছি চলেছে এথেনী আর একজন কোচিনলিয়ান···প্রাণপণে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে। কিন্তু ইহুদী বেন হুর? ওরা যে এগিয়ে গেল! এসথারের বুক কাঁপছে। চারদিকে অধীর দৃষ্টি। বেন হুর?

www.BanglaBook.org

বেন হুরের গাড়ি?···চোখে পড়লো, ঐ যে, মেশালার গাড়ির পাশে-পাশে···ঐ···ঐ এগিয়ে গেছে বেন হুর! সকলের আগে! এসথারের বুকের কাঁপন থামে না। মেশালাকে তার ভারী ভয়। সে বেন হুরের কত-বড়ো শত্রু, এসথার তা জানে। পাশাপাশি চলেছে! যদি—যদি কিছু—এক জায়গায় ছিল তিনটে থাম··· থামগুলো থেকে মাঠ বেঁকে গেছে—অর্ধচন্দ্রের ধরনে···ওখানে সকলকে গাড়ি ঘুরোতে হবে। সহজ নয়! ওখানে গাড়ি ঘুরোতে গিয়ে ওস্তাদ-সওয়াররাও গাড়ি উলটে জখম হয়েছে। এসথারের ভয়, যদি—যদি···

মেশালার মনে জাগলো ফন্দী—বাঁকের মুখে আচমকা হাতের চাবুক ঘুরিয়ে জোরে চাবুক মারলো পাশে বেন হুরের ঘোড়ার পিঠে—দেখে দর্শকের দল স্তম্ভিত···অনেকে রেগে গালাগালি শুরু করে দিলে।

চাবুক খেয়ে বেন হুরের চারটে ঘোড়া সামনের দিকে লাফিয়ে উঠলো, খেপে উঠলো···লাগাম মানতে চায় না। বেন হুর জোরে লাগাম ধরে বাঁক পার হয়ে গেল···গ্যালারিতে হাততালি পড়লো।

তারপর···তারপর···ঐ ছুটে চলেছে···আবার পাশাপাশি··· মেশালা আর বেন হুর।

হঠাৎ ভয়ানক চিৎকার। কী হলো!

বেন হুর এগিয়ে যাবে—মেশালা বদমাশি করে বাধা দিতে গেল। নিজের গাড়িকে একটু কাত করে বেন হুর দিব্যি বেরিয়ে গেল, কিন্তু মেশালা টাল রাখতে পারলো না, লাগাম ছিঁড়ে মেশালা গাড়ি থেকে পড়ে মাটিতে লুটোলো। বেন হুরেরই জিত।

মাঠ কাঁপিয়ে উল্লাসের জয়রব। কনসাল স্বয়ং এলেন আসন ছেড়ে···বেন হুরের মাথায় তিনিই পরালেন জয়ের মুকুট।

গ্যালারি যেন ভেঙে পড়বে—দর্শকদের এমন চিৎকার আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাতন। তারপর গ্যালারি থেকে নেমে ছুটে ভিড় করে সকলে এসে দাঁড়ালো বেন হুরকে ঘিরে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে।

এগারো

খেলার পর নদী পেরিয়ে বেন হুর এলো শেখ-সাহেবের সঙ্গে তাঁর আস্তানায়। রাত্রেই তাঁরা বেরুবেন মরুর পথে। ব্যবস্থামতো ও-পথে ত্রিশ ঘণ্টা আগে চলে গিয়েছে শেখ-সাহেবের উটের সার।

শেখের কী আনন্দ। বেন হুরকে কী পুরস্কার দেবেন? সে যা চাইবে···যত চাইবে। বেন হুর বললে—'না, ঐশ্বর্য আমি চাই না। ঐশ্বর্যের চেয়ে আপনার স্নেহের দাম অনেক বেশী।'

দু'জনে বেরুবেন, এমন সময় মুলুশ এলো। মুলুশ বললে—'একজন লোক এসেছে···বেন হুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

শেখ-সাহেব বললেন—'তাঁকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলো। ···এখন বলো তোমার কী খবর, মুলুশ?'

মুলুশ বললে—'বেন হুর জিতেছেন, কিন্তু বাজি জেতার টাকা যাতে না পান, তার জন্য বহু রোমান কী ফন্দীই না করছিল—তবে খেলার কর্তা তাতে কান দেননি। তারা বলে,—মেশালাকে বেন হুর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল—এ অন্যায়! তাতে খেলার কর্তা জবাব দিলেন···আর মেশালা যে বেন হুরের ঘোড়ার পিঠে অন্যায় করে চাবুক মেরেছিল।'

—'মেশালার কী খবর? মরে গেছে?'

—'না, মরেনি···তবে বেশ জখম হয়েছে। বৈদ্যরা বলছে, মাজা ভেঙে গেছে—এ-জন্মে তা আর ঠিক হবে না। কিন্তু ধন্য

www.BanglaBook.org

পরমায়ু!···তা মন্দ হয়নি। মরে গেলে তো চুকে যেতো! এখন সারা জন্ম ঐ ভাঙা মাজা নিয়ে পঙ্গু হয়ে থাকবে! ভগবানের বিচার।'

যে লোকটি বেন হুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে বললে—'বালথাজারের কাছ থেকে এসেছে। তিনি গিয়েছেন তাঁর ইহুদী প্রাসাদে···তাঁর মেয়ে ইরাসকে নিয়ে। ইরাস নিমন্ত্রণ করেছেন—বিজয়ী বীরের সংবর্ধনা করবেন।'

ইরাসের কথা বেন হুরের মনে জেগে আছে···অপূর্ব রূপসী! তার নিমন্ত্রণ!

*

পরের দিন সকালে বেন হুর চললো সে লোকের সঙ্গে।

মস্ত পুরী। ফটক পার হয়ে সরু পথ, সে পথের প্রান্তে দরজা। দরজা বন্ধ ছিল। বেন হুরকে সেখানে দাঁড় করিয়ে লোকটা বললে—'একটু অপেক্ষা করুন···আমি খবর দিই।'

লোকটা চলে গেল।

বেন হুর অপেক্ষা করছে—অনেকক্ষণ কাটলো; তারপর নিঃশব্দে দরজা খুললো। বেন হুর ঢুকলো ভিতরে। নির্জন নিস্তব্ধ পুরী··· জনপ্রাণীর সাড়া নেই! বেন হুর আশ্চর্য হলো···তার মনে এতটুকু দ্বিধা নেই, সংশয় নেই।

পর পর কটা ঘর পার হয়ে সজ্জিত কামরা···কামরায় এসে বেন হুর বসলো কৌচে। চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ, এতটুকু সাড়া নেই কারো! প্রাসাদ নয়···যেন সমাধি মন্দির।

হঠাৎ মনে হলো, কারু চক্রান্ত নয় তো? মেশালার আক্রোশ? যদি তাই হয়? আর ভাবতে হলো না···দরজা খুলে দু'জন পুরুষ এলো ঘরে। দু'জনেরই খাকী-রঙের পোশাক-পরা। যেমন জোয়ান, তেমনি বিরাট শরীর!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুর উঠে দাঁড়ালো; বললে—'আমাকে মারবার জন্য এসেছো তো?'

দু'জনের মধ্যে একজন মোটা, আর একজন রোগা। মোটা বললে—হ্যাঁ।'

—'দু'জনে একসঙ্গে লড়াই করবে?' বেন হুর জিজ্ঞেস করলে —'না, একজন-একজন করে? মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই? না, শেয়াল-কুকুরের মতো? তোমরা দেখছি, জোয়ান মানুষ।'

মোটা বললে—'না, না···আমরা তো জল্লাদ নই, জোয়ান বীর। আমি লড়বো না—তুমি এর সঙ্গে লড়ো। আমি বসে দেখবো।'

মোটা তার সঙ্গীকে বললে—'তৈরী হও···আমি ইশারা দিলেই দু'জনে শুরু করবে।'

মোটা বসলো একখানা কৌচে—বেন হুর আর রোগা লোকটা দাঁড়ালো সামনাসামনি। রোগা লোকটার বয়স আর গড়ন অনেকটা বেন হুরের মতো।

দু'জনে চেয়ে আছে দু'জনের দিকে···ইশারার ওয়াস্তা! শেষ ইশারা পাবামাত্র শুরু···দু'জনে মল্লযুদ্ধ। বেন হুর তার হাতখানা এমন চেপে ধরলো যে সে হাত রোগা আর ছাড়াতে পারে না—দাঁড় টেনে-টেনে বেন হুরের কবজিতে বেশ জোর হয়েছে। তার-পর রোগার হাতখানা চেপে ধরে মোচড়···হাতখানা মুচড়ে দিয়ে লোকটার কানের নীচে রগের পাশে মারলো জোরে একটি ঘুষি। সে ঘুষি খেয়ে লোকটা দুম করে পড়ে গেল। পড়বে সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যু।

বেন হুর তাকালো মোটার দিকে···মোটার দু'চোখ বিস্ময়ে এত-বড়ো। এ-কী অদ্ভুত কাণ্ড! এসে ছোকরা—তার দেহে এমন শক্তি!

মোটা বললে—'এ-প্যাঁচ যার-তার কাজ নয় বাপু। তুমি ইহুদী ···সত্যি?'

www.BanglaBook.org

বেন হুর বললে—'ডামিভির এরিয়াসকে জানো ?'

—'কুইণ্টাস এরিয়াসের ছেলে ? তাঁকে খুব জানি। কুইণ্টাস সাহেব আমার গুরুজি।'

—'তাঁর ছেলেকে জানতে ?'

—'জানতুম ! তার মানে ? আমার নাম কর্ড ! তাকে কত প্যাঁচ কসরত শিখিয়েছি। ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো, সকলে দেখতো—হ্যাঁ ! সীজার তাকে এমন ভালোবাসতেন, সে যদি আকাশের চাঁদ চাইতো তাহলে চাঁদ পাড়বার জন্য আকাশে সীজার আঁকশি লাগাতেন ! যে-প্যাঁচটি তুমি দিলে—ও তো আমার প্যাঁচ !'

বেন হুর বললে—'যদি বলি, আমিই সেই ডামিভির এরিয়াস ?'

—'তুমি ! মানে ? বটেই তো ! আহা, তাই বলো। হাতে হাত মেলাও। আরে, তা কি আমি জানি ? আমাকে বললে, একটা ইহুদী ছোকরাকে সাফ করতে হবে।'

বেন হুর ধরলে তার হাত, বললে—'কে বলেছে এ-কথা ?'

—'কে আবার ? ঐ মেশালা ? কাল রাত্রে। জখম হয়ে পড়ে আছে। খুব চোট পেয়েছে লোকটা। এ-জন্মে আর খাড়া হতে হবে না বাছাধনকে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমাকে কী মিনতি ! বলে—এক হাজার টাকা দেবে···বখশিশ। আরে ছো !'

বেন হুর বললে—'ও এক হাজার তোমার মিলবে—তার উপরে আমি দেবো তিন হাজার···যদি আমি যা বলবো, তাই করো।'

মোটা বললে—'তিন কেন, তুমি চার দাও, তাহলে পাঁচ হাজার পুরো হয়—সে টাকা নিয়ে আমি একটা কারবার খুলে বসি। কী করতে হবে বলো।'

বেন হুর বললে—'বেশ, আমি চার হাজারই দেবো। ঐ যে ছোকরা মারা গেল, ওকে দেখতে কতকটা আমার মতো,—আমার এ-পোশাক ওকে পরিয়ে দেবো···আর আমি পরবো ওর পোশাক। তারপর আমি যাবো তোমার সঙ্গে বেরিয়ে।···একে তুমি বেন হুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দিতে পারবে। যে-লোকটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, সে এসে দেখুক—সে ঠাহর করতে পারবে না। সেও গিয়ে বলবে আমি মারা গিয়েছি। তাহলেই তোমাকে মেশালা দেবে এক হাজার টাকা।'

—'বাহবা! খাশা বলেছো। তাই হোক।'

বেন হুর বললে—'ওর কাছে টাকা নিয়ে আমার কাছে এসো, শেখ সাহেবের আস্তানায়। কিন্তু দেরি নয়। সেখানে এসে আমার টাকা নিয়ে যেয়ো।'

দিনের বেলাতেই এ-সব কাজ চুকে গেলো।

তারপর রাত্রে বেন হুর সব কথা বললে সাইমণ্ডিসকে—তখন পরামর্শমতো লোক দেখিয়ে ক'দিন ডামিভির এরিয়াসের সন্ধান করা উচিত···সেজন্য ম্যাকসাল্টিয়াসের দরবারে যাওয়া দরকার—তাহলে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না, বেন হুরের জীবনও হবে নিরাপদ!

সেই রাত্রেই বেন হুর বেরুলো এখান থেকে। যাবার সময় এসথারকে বলে গেল—'জেরুজালেমে যাচ্ছি মা আর টিরার সন্ধানে। যদি তাঁদের পাই তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাব—সেখানে আমার মা আর বোনের কাছে থাকবে তুমি; 'যাবে তো?'

এসথারের দুচোখে জল। বললে—'যাবো।'

ওদিকে সেই সঙ্গীর দেহ কবর দিয়ে কর্ড গিয়ে দাঁড়ালো মেশালার সামনে—'বখশিশ।'···মেশালা দিলে বখশিশ এক হাজার টাকা। গ্রেটাসকে চিঠি লিখে মেশালা জানালো—'শত্রু-নিপাত! আমরা এখন নিশ্চিন্ত···নিরাপদ।'

কর্ড যা বলেছিল, তাই সে করলে। নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সে গেল রোমে। সেখানে গিয়ে সার্কাসের কাছে খুললো এক মদের দোকান। তার জীবনে চিরদিন এই সাধ ছিল, সে সাধ আজ পূর্ণ হলো। কর্ড মহাখুশী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চতুর্থ পর্ব

এক

এক মাস পরের কথা।

এই এক মাসে বিস্তর অদল-বদল হয়েছে। গ্রেটাসের জায়গায় রাজ্যপাল এখন পনটিয়াস পাইলেট। গ্রেটাসকে এখান থেকে সরাতে গিয়ে সাইমণ্ডিসকে অনেক মোহর খরচ করতে হয়েছে। রোমে তখন সীজারের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র সেজালাস—তাঁকে সাইমণ্ডিস অনেক মোহর ঘুষ দিয়েছে। গ্রেটাসকে সরানোর কারণ—বেন হুর হবে নিরাপদ এবং বেন হুরের মা আর বোন টিরার সন্ধানের সুবিধা হবে। ঘুষের এ-টাকা সংগ্রহ হয়েছে সেই গাড়ি-দৌড়ের বাজিতে মেশালাকে হারিয়ে···

যারা দুর্জন, তারাও বদলে যায়, ভালো হয়। পাইলেটও তাই হয়েছেন। শাসনভার হাতে পেয়ে জুডিয়ায় এসেই তিনি গারদখানা দেখতে চললেন। দেখে হুকুম দিলেন—সব কয়েদীর নাম-ধাম, কয়েদ হবার কারণ ইত্যাদি সব বিবরণ চাই শীঘ্র।···সে-বিবরণ পড়ে তিনি দেখলেন যে সত্যি-সত্যি বহু লোককে বিনাদোষে গারদে পুরে রাখা হয়েছে। তাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হলো। অনেকের সম্বন্ধে ধারণা ছিল, তারা মারা গেছে,—তারাও খালাস পেয়ে গারদ থেকে বেরুলো।

কয়েদীদের আদ্যোপান্ত রিপোর্ট দাখিল করে কারাগারের অধ্যক্ষ এসে রাজ্যপাল পাইলেটকে জানালো, সেরিয়া পাহাড়ের বুকে প্রায় বারো আনা জমি নিয়ে আন্তোনিয়ার টাওয়ার··· মস্ত টাওয়ার। পাহাড়ের নীচে অনেকখানি জায়গা কাটিয়ে তার নীচে তৈরী অন্ধকূপ···রাজদ্রোহী বন্দীদের সেই অন্ধকূপে বন্ধ রাখা হতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাইলেটের কথায় কয়েদীদের বিবরণ লেখার সময় অধ্যক্ষ তন্ন তন্ন করে নিজে সব দেখেছেন। তিনি বললেন—'গ্রেটাস রাজ্যপাল হয়ে যেদিন এখানে আসেন, সেদিন একটা বাড়ির সামনে তিনি আচমকা জখম হয়েছিলেন···তার জন্য বহু লোককে ধর-পাকড় করা হয়, ক'জনকে ধরে এনে ঐ অন্ধকূপে বন্দী করে রাখা হয়।'

নকশা দেখে সন্ধান নিতে গিয়েই সেই অন্ধকূপের খোঁজ পাওয়া গেল। সে-কূপের চাবি ছিল না—বহু কষ্টে তিনি সে কূপে ঢুকে দেখেন সেখানে রাখা হয়েছে তিনজন বন্দীকে। তিনজনের মধ্যে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ···চোখ নেই, জিভ নেই, একেবারে উলঙ্গ—গায়ের চামড়া যেন গাছের শুকনো ছাল—হাত-পায়ের নখগুলো যেন ঈগল পাখির নখ। আর-একটা কূপে পাওয়া গেল দুটি স্ত্রীলোককে···তারা জাতে ইহুদী—মা আর মেয়ে। মা কাঁদতে লাগলো···কেঁদে কী মিনতি—'আমাকে না হয় বন্দী রাখো, আমার মেয়েটাকে বার করে দাও—নাহলে ও বাঁচবে না!'

পাইলেটের কাছে এসে এ-খবর জানিয়ে গেসিয়াস বললে—'এদের সম্বন্ধে হুজুরের হুকুম···

পাইলেট চমকে উঠলেন, তিনি বললেন—'এখুনি···এখুনি তাদের মুক্ত করে দাও। গ্রেটাস মানুষ ছিল না—ছিল রাক্ষস, কিন্তু আমরা মানুষ! কয়েদীদের সম্বন্ধে যে-সব অপরাধের কথা লেখা আছে, তা বিলকুল মিথ্যে—বানানো গল্প···সব কয়েদীকে খালাস করে দাও, কাকেও আটক রাখা হবে না।'

ও দুটি স্ত্রীলোক—মা আর মেয়ে···তারা হলো বেন হুরের মা আর বোন টিরা।

আট বছর আগে গ্রেটাস তাদের পুরেছে অন্ধকূপে। যে ঘরে তাদের রাখা হয়েছিল সেখানে আগে কুষ্ঠরোগীদের রাখা

www.BanglaBook.org

হতো। তাদের জন্যই এ-সব কূপ তৈরী হয়েছিল, ইদানীং অবশ্য তারা থাকতো না। কিন্তু তা না থাকলেও ঐ সব অন্ধকূপ ছিল কুষ্ঠরোগের বীজাণুতে ভরা। ওখানে এদের রাখার উদ্দেশ্য—কুষ্ঠ হয়ে পচে-গলে অঙ্গ খসে-খসে এরা মরে যাবে।

*

দু'জনকে সেই অন্ধকূপ থেকে বার করে আনা হলো। তাদের চেহারা দেখে সকলে শিউরে উঠলো।

গেসিয়াস বললে—'আপনাদের পরিচয় জানতে চাই, আপনাদের নাম? বাড়ি কোথায় ছিল?'

বেন হুরের মা দিলেন পরিচয়···কেন আটক করা হয়েছে—সেই আট বছর আগেকার ঘটনার কথা তিনি বললেন। তিনি বললেন—'আট বছর ঐ অন্ধকূপে থেকে আমাদের কী দশা হয়েছে দেখুন।'

কূপের মধ্যে কী ভয়ানক দুর্গন্ধ! বেন হুরের মা মেশালার বিরুদ্ধে যা-যা বললেন, গেসিয়াস সব লিখে নিলেন। লিখে তিনি বললেন—'ভয় নেই মা···আজই আপনারা মুক্তি পাবেন। আমি আপনাদের পোশাক-আশাক আনিয়ে দি, পরে আপনারা বাইরে আসবেন।' এই বলে একজন ভৃত্যকে ডেকে তিনি বললেন—'এঁদের জন্য খাবার এনে দাও।'

মা বললেন—'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

লোকজনকে যথারীতি উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে গেসিয়াস চলে এলেন।

সন্ধ্যার সময় দু'জনকে মুক্তি দেওয়া হলো।

মায়ের চোখে জল।···নিশ্বাস ফেলে টিরা বললে—'পৃথিবীতে আজো আলো আছে, মা।'

নিশ্বাস ফেলে মা বললেন—'তা আছে। কিন্তু তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে কোথায় যাবো···কোথায় পাবো মাথা গোঁজবার জন্য একটু আশ্রয়!'

———

দুই

বেন হুরের মা আর বোন যখন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ির পথে চলেছেন, সেই সময় বেন হুর উঠছে অলিভ পাহাড়ে পুব দিক দিয়ে। ওঠবার ঠিক কোনো পথ নেই, তবু পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে অতি কষ্টে সে উঠছে। মন কেবলি বলছে—'এসেছি, আবার আমি এসেছি, ওমা আমার জন্মভূমি তোমার বুকে···'

একখানা বড়ো পাথরে সে বসলো। চেয়ে দেখে চমৎকার দৃশ্য। কত ঘর-বাড়ি, ঘরের সংখ্যা হয় না···বাড়ির পর বাড়ি··· বাগান···নদীর রেখা···পাহাড় আর পাহাড়···স্বপ্নের ছবি যেন। অতীত দিনের কত কথা মনে ভেসে আসছে।

কথা আছে—এই অলিভ পাহাড়ে আসবে মুলুশ, এখানে বেন হুরের সঙ্গে দেখা হবে।

আসবার সময় সাইমণ্ডিসের কাছে বেন হুর শুনে এসেছে—অমরা বেঁচে আছে, তাদের সেই প্রাসাদেই সে আছে একা। সাইমণ্ডিস স্বয়ং অমরার খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছে। সাই-মণ্ডিস তাকে অনেক বলেছে—তবু প্রাসাদ ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। প্রাসাদের মালিকের দুর্গতির কথা কে না জানে? কেউ তাই এ-প্রাসাদ কিনতে চায় না। প্রাসাদ এখন হানাবাড়ি। বেন হুর যদি আসে, তাকে দেখলে কতকটা শান্তি পাবে, তাই অমরা এ-প্রাসাদে পড়ে আছে। অমরার জন্যই আরো বিশেষ করে বেন হুর এসেছে জেরুজালেমে।

www.BanglaBook.org

সূর্য অস্ত গেছে···কিন্তু কোথায় মুলুশ ? বেন হুর নামলো পাহাড় থেকে—নেমে একটা গ্রাম···গ্রামের কোলে নদী। নদী পার হয়ে দেখে, নদীর ধার দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে এক রাখাল চলেছে—বেন হুর চললো রাখালের সঙ্গে···রাখালের সঙ্গে তার কত কথা···কথা কইতে-কইতে ঢুকলো জেরুজালেম শহরে।

রাখাল চলে গেল তার ঘরে···বেন হুর ঢুকলো একটা গলির মধ্যে। এই গলি-পথে সে চলেছে তাদের বাড়ির দিকে—বুকের মধ্যে ঝড় বইছে। পথে লোক চলেছে···দু'চারজন পথিক তাকে সেলাম করলে—চিনেছে কি না কে জানে ?

আকাশে চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার আলো ঝরে পড়ছে ! বেন হুর এলো তাদের বাড়ির ফটকে। দাঁড়ালো···দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে অপলকে চেয়েই রইলো—দেখছে তো দেখছেই···দেয়ালে সেই ফলকের লেখা চোখে পড়লো। ফলকে লেখা—'সম্রাটের সম্পত্তি'।

কবে সেই কত বছর আগে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, এতকাল এখানে আসেনি। ফটক বন্ধ। ভাবলো, 'ফটকে ঘা দিই।' কিন্তু নিঝুম পুরী। কে আছে যে সাড়া দেবে ? ফটক খুলে দেবে ?

তবু···তবু···নিজেকে সে সামলে রাখতে পারল না। যদি অমরা থাকে—সাইমণ্ডিস বলেছে। দরজায় ঘা দিলে সে বেশ জোরে। একবার দু'বার তিনবার···কারো সাড়া নেই। নিশ্বাস ফেলে ভাবলো—মিথ্যে আশা।

পথের দিকে অনেকগুলো জানলা। বেন হুর জানলাগুলোর দিকে তাকালো···জানলায় কেউ নেই। বাড়িটায় প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই।

বেন হুর আকাশের পানে তাকালো—চাঁদ অজস্রধারে জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে। চুপচাপ গিয়ে সে বসলো সদর-ফটকের হলে—কত কথা মনে পড়ছে, হাসি আনন্দ হইচই থাকতো একদিন এ-পুরীতে··· ···আর আজ ! বেন হুর বসে থাকতে পারল না, সিঁড়িতে শুয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়লো···শুয়ে চিন্তা করতে-করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেই জানে না···

ওদিকে আন্তোলিয়া দুর্গ থেকে ঠিক এই সময়ে, এই জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে তার মা আর বোন নিঃশব্দে পা চালিয়ে ছায়ার মতো এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের পাশে। সামনেই পথ, কিন্তু ভয় হলো, সদরে যদি সেপাইসান্ত্রী থাকে দেখতে পেলে ধরে হয়তো শহরের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসবে!

নিস্তব্ধ পুরী, দু'জনে চেয়ে আছেন পুরীর দিকে—দেখতে-দেখতে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো—পা টলছে, দেহ অবশ। মা বসে পড়লেন দেখে টিরা বসলো মায়ের পাশে। দু'জনের চোখে জলধারা, কারো মুখে কোনো কথা নেই···

*

বসেই রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। মা বললেন—'টিরা, এখানে আর নয়! এখুনি দিনের আলো ফুটবে—লোকজন জেগে উঠবে।'

দু'জনে উঠলেন—হাতে-হাতে ধরাধরি করে দেয়ালের গা ঘেঁষে দু'জনে এলেন সদরের দিকে। আসতেই দেখেন কে যেন সদরের সিঁড়িতে পড়ে আছে—শুয়ে ঘুমোচ্ছে কে? মুখখানা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

ঘুমের ঘোরে বেন হুর নিশ্বাস ফেললো জোরে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। নিশ্বাসের হাওয়ায় রুমালখানা মুখের উপর থেকে সরে গেল—মা দেখলেন, বেন হুর। তিনি চমকে উঠলেন—সন্তর্পণে ঝুঁকে ভালো করে দেখলেন···ভুল নয়? বেন হুর···তাঁরি বেন হুর। মন আকুল অধীর···বুকে তুলে বুকে চেপে ধরবেন—মায়ের প্রাণ। কিন্তু না না, তাঁদের দেহে কুষ্ঠ···এ ব্যাধির বিষে বেন হুর জর্জরিত হবে···না না!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টিরার হাতখানা চেপে ধরে মা বললেন—'দেখেছিস, বেন হুর··· তোর দাদা···'

দাদা! টিরা শিউরে উঠলো। টিরা ডাকলো—'মা···'

মা বললেন—'না, না, পালিয়ে যাই। আমাদের না দেখতে পায়। বেঁচে আছে···বেঁচে থাকুক। আমরা পেয়েও পাবো না আর। আমাদের যে কুষ্ঠরোগ, মা।'

টিরার হাত ধরে মা পথে গেলেন চুপিসাড়ে আলগোছে নিঃশব্দ পায়ে। বুকের মধ্যে প্রলয়ের ঝড়, সে-ঝড় ঠেলে কান্নার সাগর বয়ে যায়—

বেন হুর তখনো ঘুমোচ্ছে। যাদের সন্ধানে তার অসাধ্য-সাধন পণ, যাদের নিয়েই তার পৃথিবী—তারা নিজেরাই কাছে এসে এমন করে চলে গেল—ভাগ্যের এ কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

মা আর টিরা পথে চলেছেন। তখনো দিনের আলো ফোটেনি। অনেক দূরে গিয়ে দেখেন একটি স্ত্রীলোক। বেঁটে গড়ন, পিঠখানা বেঁকে নুয়ে পড়েছে, গায়ের রং কালো, মাথার চুলগুলো সাদা, হাতে একটা চুপড়ি, চুপড়িতে শাকসবজি।···মা চিনলেন, অমরা! টিরার হাত ধরে একটু আবছা-অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে মা দেখতে লাগলেন অমরাকে—কী করে সে। দেখলেন, অমরা চলেছে পুরীর দিকে। সদরের সিঁড়ি—সে সিঁড়িতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বেন হুর—মা দেখছেন কী হয়! দেখলেন, ফটকের সামনে গিয়ে অমরা তার চুপড়ি নামিয়ে থামলো—ঝুঁকে দেখে, ঠাহর করে দেখছে বেন হুরকে। তারপর···তারপর হেঁট হয়ে অমরা করলে বেন হুরের মুখে চুম্বন।

ঘুম ভেঙে বেন হুর ধড়মড় করে উঠে বসলো, বসেই বলে উঠলো—'অমরা!'

অমরা বসলো বেন হুরের পাশে—মুখে কথা নেই—ঠায় চেয়ে আছে তার মুখের দিকে।

বেন হুর বললে—'মা? টিরা? তাঁদের খবর জানো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মা শুনলেন, টিরা শুনলো স্পষ্ট। মনে হলো তাঁদের প্রাণ বুঝি এখুনি বুক ফেটে বেরিয়ে যাবে।

অমরার মুখে কোনো কথা নেই। বেন হুর বললে—'তুমি ভিতরে যাবে? আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। এ-বাড়ি আমার··· সম্রাটের নয়। ও-ফলকখানা এখুনি আমি তুলে ফেলে দেবো। এ আমার···আমার বাড়ি!'

বেন হুর বাড়িতে ঢুকলো অমরার সঙ্গে।

তিন

পরের দিন। রাত্রি তখনো শেষ হয়নি, পুব-আকাশে অরুণের আভা। মাথায়-গায়ে শাল মুড়ি দিয়ে অমরা এসে বসলো এল রোজলার বড়ো কুয়োর ধারে। তার হাতে একটা ঝুড়ি আর একটা জলের কুঁজো···ঝুড়িতে ধবধবে একটা ন্যাপকিন। পোশাক দেখলে মনে হয় খুব বনেদী ঘরের দাসী। কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে—সেই সঙ্গে বাজার থেকে নিয়ে যাবে মাংস, তরি-তরকারি। শহরের এ-অঞ্চলের যত লোক ও-কুয়ো থেকে জল নেয়··· খাবার জল।

বাজার থেকে খুঁটে-খুঁটে আজ কত কী সে নিয়ে যাবে···বেন হুর যেসব জিনিস খেতে ভালোবাসে, রেঁধে খাওয়াবে তাকে।

ঝুড়ি আর জলের কুঁজো মাটিতে নামিয়ে কুয়োর একটু দূরে অমরা বসলো—এখনো কুয়োতলায় লোকজন কেউ আসেনি···সে একা।···ভোরের আলো ফুটতেই ঝারি এলো কুয়োতলায়···তার হাতে চামড়ার মশক, আর লম্বা দড়ি। মশকে দড়ি বেঁধে ঝারি চললো কুয়োতলায় খদ্দেরের প্রত্যাশায়। কেউ-কেউ নিজেদের

www.BanglaBook.org

দু'জনের মাথা স্পর্শ করলেন আঙুল দিয়ে···

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বালতি বা মশক এনে তাতে করে জল তোলে। অনেকে তা করে না, ঝারিকে পয়সা দেয়···ঝারি নিজের মশকে করে জল তুলে তাদের বালতিতে, কুঁজোয়, মশকে সে জল ঢেলে দেয়।

অমরা চুপ করে বসে আছে···ঝারির সঙ্গে কী কথা কইবে! ঝারি তাকে জিজ্ঞেস করলে—'দেবো তোমাকে জল তুলে?'

অমরা বললে—'দেবে—তবে এখন নয়, পরে।'

অলিভ পাহাড়ের পিছনে আকাশে সূর্য উঠলো। অমরা তবু বসে আছে। বসে বসে ভাবছে···রোজ সে বাজারে যায়··· বাজারে পসারী-খদ্দের সকলের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, যদি তাদের মধ্যে বেন হুরের দেখা পায় কিংবা বেন হুরের মার, বোন টিরার···কোনোদিন কারো দেখা পায়নি। তারপর হঠাৎ কাল···বাড়ির ফটকে সেই বেন হুর। কিন্তু হুজুরাইন? টিরা? অমরা ভাবছে, বেন হুর চিরদিন মেঠাই ভালোবাসে, মধু ভালো-বাসে, রুটিতে মধু মাখিয়ে খায়···আর-কিছু সে চায় না। আজ বাজার থেকে নিয়ে যাবে মেঠাই আর মধু। মধু আর মেঠাই বাজারে আসে একটু বেলা হলে।

ক্রমে বেলা হলো। কুয়োতলায় লোকের ভিড়। হঠাৎ ভিড়ের দিক থেকে একটি কথা কানে ভেসে এলো—একজন স্ত্রীলোক কুয়ো থেকে জল নিতে-নিতে পাশে কাকে বলছিল এক কাহিনী ···বলছিল, 'জানো, কাল ঐ পাইলেট সাহেবের হুকুমে জেল-খানার সব ঘর খালি করে যত লোক আটক ছিল—সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটি অন্ধকূপ থেকে পাওয়া গেছে, এক মাকে আর তার মেয়েকে—তাদের নাকি কুষ্ঠ হয়েছে, গায়ে ঘা···'

কথাটা শুনে অমরা চমকে উঠলো। স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলো—'তুমি দেখেছো···না, কারো মুখে শুনেছো?'

স্ত্রীলোক বললে—'একজন বান্দা বললে—সেও ঐ গারদে আটক ছিল, খালাস পেয়েছে, সে বলছিল দেখেছে।'

www.BanglaBook.org

অমরা বললে—'হুজুরাইন আর টিরা?' তাঁরাও ঐ কয়েদ-খানায় আটক আছেন অমরা জানে, খানিক দূরে গারদ···সেখানে অনেক কুষ্ঠরোগী···জলের জন্য তারা এসে দাঁড়ায় দূরের ঐ বড়ো পাথরখানার ধারে···এদিকে আসতে মানা···দয়া করে কেউ যদি তাদের জল দেয় তবেই তারা জল পায়···তারা আর-একটু বেলা হলে আসে যখন কুয়োতলায় ভিড় থাকে না, সকলে যখন কুয়োতলা থেকে চলে যায়। অমরা ঠিক করলে সে আজ এখান থেকে যাবে না—এখানে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না কুষ্ঠরোগীরা আসে। সে দেখবে, এই মা আর মেয়েকে···

বেলা বাড়লো, কুয়োতলা প্রায় খালি। অমরা দেখে ঐ আসছে কুষ্ঠরোগীরা···কী বিশ্রী চেহারা সব···দুটি স্ত্রীলোক ঐ সকলের পিছনে···কী সংকোচ, আর কী কুণ্ঠা তাদের!

অমরা বসে-বসে সকলকে দেখছে—উত্তেজনায় দুরু দুরু বুক কাঁপছে···দেখলো দু'জনে অতি ধীর পায়ে, অতি ভয়ে-ভয়ে আসছে ···যারা জল নিতে এসেছিল, তাদের দু-চারজন তখনো কুয়োতলায় আছে···ও দুটি মেয়েকে দেখে কুয়োতলার ঝারি দুটো নুড়ি কুড়িয়ে তাদের দিকে ছুড়লো···যারা তখনো জল নিচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—'ঐরে, কুঠেরোগীরা এসেছে···বাবা, কুঠের দেখছি আর শেষ নেই!'

আর-একজন বলে উঠলো ওদের দিকে চেয়ে চোখ রাঙিয়ে··· 'এই, এই···গণ্ডি পার হোসনে, ওদিকে থাক···'

অমরা তাদের দেখলো—দেখেই—চিনলো—তার হুজুরাইন··· তার টিরা। অমরা শিউরে উঠলো—যাঁদের মুখের দিকে তাকালে দুঃখকষ্ট ভুলে যেতো, মনে হতো পৃথিবীতে কেবলি আনন্দ···একী চেহারা তাঁদের। অমরা ঠায় চেয়ে আছে দু'জনের দিকে···মা ডাকলেন অতি মৃদু কণ্ঠে—'অমরা!' সে-ডাকে অমরা চমকে উঠলো! ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো···দু'পা এগিয়ে এসে ডাকলো—'আমার মা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেই অমরার দু'চোখে জল···অমরা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লো মায়ের পায়ের কাছে।

মা আর টিরা তখনি ক'পা সরে গেলেন। মা বললেন—'কাছে আসিস নে, আমরা অচ্ছুৎ···আমাদের কুষ্ঠরোগ···'

টিরা বললে—'আমাকে জল দাও না অমরা, ভারী তেষ্টা পেয়েছে, বেশ খানিকটা জল খাবো।'

অমরা নিজেকে সংবরণ করে নিলে···টিরাকে দিলে জল··· তারপর ঝুড়ি থেকে রুটি দিলে ফল দিলে···তারপর ন্যাপকিনখানা দিতে যাবে, মা বললেন—'না অমরা, আমাদের কুষ্ঠরোগ···নিলে এখুনি সকলে ইট-পাথর ছুড়ে মারবে। ঝুড়িটা দে, আর তোর জলের কুঁজোটা···আর কিছু খাবার, তাহলেই হবে। হ্যাঁ, একটা কথা···জুডাকে দেখছিলুম, সে এখানে এসেছে···তাকে দেখেছিলুম বাড়ির সদরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, জাগাইনি···'

অমরা বললে—'হ্যাঁ গো মা দেখেছি···বাড়িতেই আছেন। আমি রান্না-বান্না করে খাওয়াচ্ছি—দেখছি তাঁকে। তোমাদের জন্য খুবই আকুল হয়ে আছেন।'

মায়ের চোখে জল, মা বললেন—'আমাদের কথা তাকে বলিস নে অমরা, শুনলে সে বাঁচবে না···বুঝেছিস ?'

চোখের জল মুছতে-মুছতে অমরা বললে—'না মা, বলবো না। কিন্তু মা, বাছা যে কী হয়ে আছে তোমাদের জন্য···মুখে কোনো কথা নেই আর শুধু মা—মা আর টিরা—টিরা···'

—'তা হোক, তবু'···অশ্রুর ভারে মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো, বললেন—'সে বেঁচে থাকুক, ভালো থাকুক···সেই আমার পরম সুখ। তাকে না পেয়েও আমার দুঃখ থাকবে না, অমরা। তুই রোজ আসিস এখানে, তোর কাছ থেকে রোজ খবর পাবো। যে ক'দিন বাঁচি···এ ছাড়া আর কোনো কামনা নেই আমার।'

অমরা বললে—'কিন্তু টিরা ?'

www.BanglaBook.org

মা বললেন—'আমি মরে গেলে তুই তাকে দেখবি, অমরা··· তাহলে তার কোনো কষ্ট হবে না। জানি, তোকে পেয়ে মাকে হারানোর দুঃখ তাকে পেতে হবে না!'

অমরা যেন কাঠ···তার মুখে কথা নেই।

চার

ক' মাস পরে।

মুলুশ এলো জুডিয়ায়। বেন হুরের শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই··· মায়ের আর বোনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, কোনোখানে এতটুকু খবর পায়নি। মুলুশকে দেখে বেন হুর বললে—'কী হবে, মুলুশ?'

মুলুশ বললে—'আমি রাজ্যপালের কাছে সব কথা জানিয়ে দরখাস্ত দিয়েছি।'

মুলুশের দরখাস্তের জবাব এলো। বেন হুরের মা-বোনকে গারদ থেকে উদ্ধার করে খালাস দেওয়া হয়েছে···তাঁদের কুষ্ঠরোগ ছিল বলে শহরে থাকতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা এখন কোথায়, রাজ-সরকার তা জানে না।

কুষ্ঠরোগ! বেন হুরের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। মনে হলো পায়ের নীচে সারা পৃথিবী যেন দুলতে-দুলতে নেমে পাতালে চলে যাচ্ছে। চোখের সামনে দিনের আলো নিবে আসে তার!

সংবিৎ ফিরলে বেন হুর বললে—'আমি এখুনি বেরুবো তাদের সন্ধানে।'

মুলুশ বললে—'একটি জায়গা আছে, সেখানে সন্ধান করলে হয়তো···'

—'কোথায়?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুলুশ বললে—'যেখানে কুষ্ঠরোগীরা থাকতো…'

দু'জনে বেরুলো সন্ধানে।

ক্ষোভে আক্রোশে জ্বলে ওঠে বেন হুরের মন—মানুষের এই নির্মমতা…রোমানরা শত্রু—তারা হয়তো গোলাম। বেন হুর বলে—'আমার কী মনে হচ্ছে, জানো, মুলুশ—ইচ্ছে হচ্ছে এই দাম্ভিক পিশাচ রোমানদের যদি সমূলে ধ্বংস করতে পারি…'

সেদিন দু'জনে চলেছে জেরুজালেমের এক দরিদ্র পল্লীর পথে। একটা মোড় ঘুরতেই দেখে দলে-দলে লোক চলেছে মিছিল করে…সে-দলে ক'জন বৃদ্ধ পুরোহিত…তাছাড়া রাজ্যের ইহুদীরা। কোথায় চলেছে এরা?

জিজ্ঞেস করতে একজন বললে—'জানো না, কোথাকার মানুষ গো! পাইলেট প্রকাণ্ড দীঘি খোঁড়াচ্ছে দেশের জলকষ্ট ঘোচাবার জন্য—সে-দীঘি খোঁড়াবার খরচ জুলুম করে আদায় করবে যত মন্দির লুঠ করে…মন্দিরে যত মণি-রত্ন…টাকাকড়ি আছে সব কেড়ে নেবে।'

বেন হুরের দু'চোখ জ্বলে উঠলো—'কী! দেবতার ধনরত্ন সে নেবে? মানুষের কোনো অধিকার নেই তাতে?'

'শয়তানি! এর মধ্যে অধিকারের কথা আসে না। চক্রান্ত …আমরা ওদের দাসানুদাস, ভৃত্য…আমাদের আবার দেবতা কী, মন্দির কী? হুঁ! তাই আমরা চলেছি পাইলেটের কাছে প্রতিবাদ জানাতে—এ আমরা হতে দেবো না…কক্ষনো না।'

বেন হুর বললে—'আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে!'

তারা বললে—'লড়াই হতে পারে। তারা হয়তো ফৌজ লেলিয়ে দেবে, প্রাণ-যাবার ভয় আছে।'

—'প্রাণ যায় যাবে—তা বলে এমন অত্যাচার সহ্য করবো? না, কক্ষনো না। আমি লড়াই করতে জানি—ভালো রকমই জানি।'

—'বটে! এসো তাহলে…'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুর আর মুলুশ চললো তাদের সঙ্গে।

মিছিল এসে পৌঁছুলো প্রিটোরিয়াদের ফটকে। পুরোহিতরা ঢুকলো ফটকের মধ্যে—তাদের পিছনে জনতরঙ্গ। ফটকের পাহারায় ছিল এক ফৌজদার, তার সঙ্গে কজ'ন সান্ত্রী। জনতরঙ্গ রোখবার জন্য তাদের চেষ্টা মিথ্যা হলো, ফটকের ওদিকে লড়াই···ফৌজের লাঠি আর বল্লম চলেছে—এ-পক্ষেরও মরণ-পণ প্রতিরোধ···

যারা ফটকের বাইরে, তারা জিজ্ঞেস করে—'ব্যাপার কী?'

জবাব মিললো—'লড়াই বেধেছে ফটকের ওদিকে!'

ভিড়ের লোক তখন খেপে উঠলো, তারা বললে—'প্রাণ তো একদিন যাবেই—তা বলে নিত্য এমন জুলুম, জবরদস্তি! এ আমরা আর সহ্য করবো না।' বললে—'ভাই সব! ভয় নয়। ওরা ক'জন বা? ওদের হটাতে দেরি হবে না। এসো, জোরসে লাগো।'

বেন হুর বললে—'আমার পিছনে তোমরা এসো···আমি পথ করে সকলকে নিয়ে যাবো ভিতরে। ওরাও মানুষ···দেবতা নয়···'

ভিড় ঠেলে বেন হুর চললো এগিয়ে—তার পিছনে বিপুল জনতরঙ্গ। প্রমত্ত উৎসাহে সকলে ঢুকলো ভিতরে, এলো একটা চত্বরের সামনে। এই চত্বরের পশ্চিম দিকেই রাজ্যপালের আস্তানা। জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। রাজ্যপালের আস্তানায় মস্ত ফটক ···ফটক বন্ধ···উপরে বারান্দা। সকলে উপর দিকে চেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—'এসো, নেমে এসো পাইলেট; রাজ্যপাল বাহাদুর নেমে এসো!'

ভিড় বাড়ছে। বাইরের যত লোক ঠেলা দিতে দিতে আস্তানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু পিছনে ভিড়ের চাপ···সকলে জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপার কী?' এ-প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

বেন হুর শুনলো ব্যাপার। ভিতরে লাঠালাঠি চলেছে—নজর চলে না। একজন লোক তুললো বেন হুরকে তার কাঁধে, বললে—'দেখতে পাচ্ছেন?'

www.BanglaBook.org

বেন হুর বললে—'হ্যাঁ, খুব নির্দয়ভাবে লাঠি চালাচ্ছে।'

লোকটা বললে—'বুঝলেন না, চালাকি! আসলে ওরা রোমান—ইহুদী-পোশাক পরেছে, সকলের চোখে ধুলো দিতে···যেন আমাদেরই দু-দলে চলেছে মারামারি! কম শয়তানী বুদ্ধি!'

বেন হুর দেখলে, এক বৃদ্ধ পুরোহিতের মাথায় পড়লো লাঠির ঘা ···মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে তিনি পড়ে গেলেন—সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হলো। দেখে বেন হুর নামলো সে-লোকটির কাঁধ থেকে ···নেমেই চিৎকার: 'কপাট ওরা খুলবে না। ওদিকে বড়ো বড়ো গাছ আছে, আমরা ঐদিকে যাবো, চলো সকলে।'

বেন হুর চললো আগে-আগে, তার পিছনে বিপুল জনগণ। সকলে মিলে গাছগুলোর ডালপালা ভাঙতে লাগলো—এই ভাঙা ডালই তাদের অস্ত্র···ডালপালা হাতিয়ার নিয়ে আবার এলো সেই ফটকের সামনে। রোমান-ফৌজ লাঠি চালাতে-চালাতে এগিয়ে এলো···বেন হুরও তখন সকলকে নিয়ে তাদের উপরে হানা শুরু করে দিলে। এ-আক্রমণে রোমান-ফৌজ হকচকিয়ে গেল, কতক সৈন্য পালালো—ফৌজ যদি এদের পাঁচ-জনকে মারে ওরা পঁচিশজন ফৌজকে ঘিরে সাবাড় করবে বুঝি।

ফৌজ ছত্রভঙ্গ। যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালায়। কিন্তু কোথায় পালাবে? বেরুবার উপায় নেই—তারা পালালো বারান্দার নীচে, সেখানেও নিস্তার নেই—এরা হইহই রবে সেখানে ছোটে তাদের পিছনে।

বেন হুর বললে—'দাঁড়াও সকলে, ঐ ফৌজদার আসছে···সান্ত্রী নিয়ে···ওদের হাতে হাতিয়ার···ঢাল-তলোয়ার, বল্লম-সড়কি, অনেক আছে। আমাদের সম্বল শুধু গাছের ডাল···এ-অস্ত্র নিয়ে কতক্ষণ লড়বে! আমাদের জিত হয়েছে—চলো এবার আমরা বাইরে যাই!'

বেন হুরের কথা শুনে সকলে এলো বাইরে।

ফটকে আর-একজন ফৌজদার। তার সঙ্গে একদল সশস্ত্র

www.BanglaBook.org

ফৌজ। বেন হুর চলেছে সকলের আগে—তাকে ফৌজদার জিজ্ঞেস করলে—'কে তুই? রোমান? না ইহুদী?'

বেন হুর বললে—'আমি ইহুদী···এটা ইহুদীদের দেশ··· আমাদের জন্মভূমি···তুই এখানে কেন?'

—'বটে! লড়াই করতে চাস?'

—'তোমার সঙ্গে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু আমার হাতিয়ার নেই।'

ফৌজদার বললে—'আমি দেবো হাতিয়ার···লড়াইয়ের এত সাধ ···বেশ, সে-সাধ মেটাব!'

একজন সান্ত্রীর কাছ থেকে একখানা তলোয়ার নিয়ে ফৌজদার দিলে বেন হুরকে, বললে—'সঙ্গিন চাই? ঢাল চাই?'

—'না, আর কিছু চাই না···এই একখানা তলোয়ারেই হবে।'

সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে ফৌজদার বললে—'তোমরা খাড়া থাকবে, কিন্তু মারবে না। এ-লড়াই হবে আমাদের দু'জনের মধ্যে।'

লড়াই শুরু হলো। বেন হুর ওস্তাদ যোদ্ধা। রোমে তার শিক্ষা, যুদ্ধের কত কৌশল শিখেছে···কত কসরত। দু'জনে চলেছে লড়াই, কিন্তু কতক্ষণ! বেন হুরের তলোয়ার বিঁধলো ফৌজদারের বুকে—ডানদিকে ঝলকে-ঝলকে রক্ত—ফৌজদারের দেহ পড়লো মাটিতে লুটিয়ে। বেন হুর তার গায়ে একখানা পা রেখে দাঁড়ালো···দাঁড়িয়ে গ্লাডিয়েটরের ভঙ্গীতে তলোয়ারখানা উঁচু করে তুলে সকলকে জানালো অভিনন্দন।

ভিড়ে তুমুল জয়ধ্বনি···রোমান ফৌজের দল নিস্পন্দ···যেন পুতুল। তাদের দিকে চেয়ে বেন হুর বললে—'এর ঢাল আর তলোয়ার আমি নিয়ে চললুম—জয়ের নিশানা।'

এ-কথা বলে ফৌজদারের ঢাল-তলোয়ার হাতে বেন হুর বাইরে চলে গেল। তুমুল জয়ধ্বনি তুললো ভিড়ের লোক।

www.BanglaBook.org

পঞ্চম পর্ব

এক

বেন হুরের এমন সাহস আর বীরত্ব দেখে জুডিয়ার লোকজন তাকে করলে নেতা—তাদের নিয়ে বেন হুর ফৌজ গড়ে তুললো, সকলের এক পণ—অত্যাচারী রোমানদের হাত থেকে জুডিয়াকে উদ্ধার করতে হবে—তবে এর জন্য চাই সময়, আর চাই শিক্ষা।

এত কাজের মধ্যেও মা আর টিরার সন্ধানে বেন হুরের বিরাম নেই।

এমন সময়ে যীশু এলেন জেরুজালেমে তাঁর ধর্মপ্রচার করতে—সর্বজীবে দয়া-মমতা-ভালোবাসা···কাকেও হিংসা নয়···বিদ্বেষ নয়···শান্তি শান্তি শান্তি! এই বাণীই তিনি প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর বাণী শোনবার জন্য মেয়ে-পুরুষ কাতারে-কাতারে এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে ভিড় করে। সে-ভিড়ের একান্তে কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বেন হুরের মা—সঙ্গে টিরা··· তাঁরা কুষ্ঠরোগী—সামনে আসতে সাহস হয় না।

যীশু তাঁদের দু'জনকে দেখলেন—দেখে ভিড় ঠেলে তিনি এলেন তাঁদের কাছে···তাঁরা ভয়ে সরে যাচ্ছিলেন···যীশু ডাকলেন স্নেহপূর্ণ মধুর কণ্ঠে। সে ডাক শুনে তাঁরা দাঁড়ালেন···যীশু কাছে এলেন, মা বললেন—'এত কাছে এসো না, বাবা···আমরা অচ্ছুৎ···কুষ্ঠরোগী!'

মৃদু হেসে যীশু বললেন—'সেজন্য এত সংকোচ কেন, মা?'

মা বললেন—'আমরা যে কুষ্ঠি, বাবা···আমরা তো মানুষ নই।'

ভিড় থেকে চিৎকার উঠলো—'কুঠ···কুঠ···মার···মার··· তাড়িয়ে দে···।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যীশু হাত তুললেন—নিষেধের ইঙ্গিত। তারপর যীশু বললেন মাকে—'শোনো মা, এত দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা সয়েও ভগবানের উপর কখনো তুমি বিশ্বাস হারাওনি, তবে তোমার কীসের সংকোচ, মা?'

এ-কথা বলে তিনি দু'জনের মাথা স্পর্শ করলেন আঙুল দিয়ে···সঙ্গে-সঙ্গে জলে-আঁকা-রেখার মতো চকিতে মিলিয়ে গেল দু'জনের গায়ের ক্ষত। দেহের সব মালিন্য দূর হয়ে আবার লাবণ্য-দীপ্তিতে ভরে উঠলো দু'জনে। যীশু আর দাঁড়ালেন না, তিনি চলতে লাগলেন!

ভিড়ের লোক সবাই ব্যাপার দেখে অবাক্! টিরাকে নিয়ে বেন হুরের মা চললেন যীশুর পিছনে পিছনে।

যীশুর বাণী দেশকে মাতিয়ে তুললো—দলে-দলে সকলে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে···দলে-দলে সকলে নেয় যীশুর কাছে দীক্ষা, তারা বলে—'যীশুর এই মায়া-মমতা ভালোবাসা শান্তি···আজ থেকে এই আমাদের ধর্ম!'

বৃদ্ধ পুরোহিতের দল খেপে উঠলো—তারা গিয়ে পাইলেটের কাছে জানালো নালিশ—'যীশু এসে মানুষ খেপিয়ে সকলকে ধর্মত্যাগী করছে!' পাইলেট হুকুম দিলেন—'যীশু নাস্তিক···ধর্ম মানে না, ওকে ক্রুশে বিঁধিয়ে হত্যা করো।'

যীশুর মনে ভয় নেই, দুঃখ নেই—এতবড়ো অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিকারে তিনি অকুণ্ঠ অম্লান চিত্তে ক্রুশে প্রাণ দিলেন।

বেন হুর কিন্তু সহ্য করলে না, মার্জনা করলে না এ-পৈশাচিক পীড়ন—নিজের ফৌজ নিয়ে বেন হুর মাথা তুলে দাঁড়ালো। যীশুর উপর যারা এই নিষ্ঠুর নিগ্রহ চালিয়েছে তাদের শাস্তি দিয়ে দেশকে এই পিশাচদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে ···সংগ্রাম চাই! সংগ্রাম! সংগ্রাম ভিন্ন শান্তি আসবে না দেশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেন হুরের পরিকল্পনায় ইহুদীদের জয় হলো···রোমানদের পরাজিত করে জুডিয়া হলো স্বাধীন ; ইহুদীরা রোমান-পাপ থেকে নির্মুক্ত করলে নিজেদের।

*

মার আর টিরার অলৌকিক রোগমুক্তি দেখেছে অমরা—অমরা নিত্য আসে তাঁদের কাছে—তাঁদের জন্য রোজ পানীয় নিয়ে। দু'জনের দিকে চেয়ে অমরা অবাক্ হয়ে থাকে। মা বলেন—'অবাক্ হোসনে অমরা···প্রভুর কৃপা···প্রভুর কৃপায় কী না হয়।'

*

সেদিন বেন হুর ভোরেই চলেছে পথে—বিশেষ কী কাজে। ···অমরা জানে বেন হুর ভোরেই বেরুবে। মা আর টিরাকে নিয়ে অমরা এসে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে, যে-পথে বেন হুর যাবে, সেই পথের একধারে···

বেন হুর চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। পথে যা দেখলো বিশ্বাস হলো না—মনে হলো স্বপ্ন! কিন্তু না, স্বপ্ন নয় তো। মা, টিরা—আর তাঁদের সঙ্গে অমরা!

ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বেন হুর ছুটে এলো তাঁদের কাছে···এসে মাকে কোন কথা নয়···টিরাকে কোনো কথা নয় ···অমরাকে জিজ্ঞেস করলে—'এ সত্যি অমরা? আমার মা? টিরা?'

অমরা বললে—'হ্যাঁ, জুডা। চিনতে পারছো না?'

—'মা···মা···মা···মাগো!' বেন হুর জড়িয়ে ধরলো মাকে—মার চোখে জল।

বেন হুরের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন—'জুডা ···আমার জুডা···'

বেন হুর বললে—'তোমাদের আবার পেয়েছি···প্রভুর অসীম কৃপা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মা বললেন—'তাই, বাবা। একটু ছোঁয়া দিয়ে আমাদের অমন রোগ থেকে মুক্ত করলেন···অচ্ছুৎদের করলেন শুচি···তাঁর কৃপায় সব ফিরে পেয়েছি বাবা। তাঁকে কখনো ভুলিসনে, জুডা। তাঁর ভালোবাসার ধর্ম···আমার ধর্ম···শান্তির ধর্ম···প্রেমময় যীশু আমাদের সার্থক।'

'তাই, মা। তিনিই আমাদের সহায়-সম্বল···আমাদের সব তিনি।' এই বলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বেন হুর বললে—'টিরাকে নিয়ে তুমি ঘরে যাও, মা। আমার কর্তব্য এখনো বাকী আছে।···জাতির প্রতি কর্তব্য···'

মা বললেন—'লড়াই করবি ?'

—'না, মা।'

—'তবে এ-সব হাতিয়ার কেন ?'

বেন হুর বললে—'রোমানদের এখান থেকে উচ্ছেদ করেছি, মা, তবু শত্রুর শেষ হয়নি। এ-শত্রু রোমানরা নয়···আমাদের বুড়ো পুরুতের দল—গোঁড়ার দল। ক্রুশে প্রভুর মৃত্যু···ঐ বুড়োগুলোর জন্য···তাদের সে-অপরাধের দণ্ড দিতে চাই।'

মা কোনো জবাব দিলেন না, বেন হুর গিয়ে ঘোড়ায় উঠলো ···মা ডাকলেন—'জুডা···'

'মা···'

—'প্রভুর কথা ভুলে গেলি, বাবা! তিনি বলেছেন···ভালোবাসা, ভালোবাসা দিয়ে শত্রুকেও জয় করা সম্ভব! হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, শুধু ভালোবাসা···শান্তি···'

—'তাই হবে, মা, প্রভুর বাণী কখনও নিষ্ফল হতে পারে না। তাই হবে।'

—'প্রভু তোমার মঙ্গল করবেন জুডা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

পাহাড়ের বুকে যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে বালথাজার বলে উঠলেন—'প্রভু, ওদের তুমি মার্জনা কোরো··· ওরা জানে না কী মহাপাপ ওরা করলো।'

এই বলেই ক্রুশের পাদমূলে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন বালথাজার। সে মূর্ছা আর ভাঙলো না···তাঁরো হলো মৃত্যু।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে···সন্ধ্যার মলিন ছায়া ধীরে-ধীরে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে।

জড়িতকণ্ঠে সাইমণ্ডিস বললে—'তোমার রাজ্যে কবে তুমি আবার আসবে, প্রভু?'

বেন হুর দু'চোখ বুজে আছে, সে বললে,—'প্রভুর রাজ্য পৃথিবীতে নয়···স্বর্গে! স্বর্গের সিংহাসনে তিনি নিত্য বিরাজ করছেন রাজরাজেশ্বররূপে!'

হঠাৎ পাহাড়, পৃথিবী সব দুলে উঠলো—নদীর জল হলো তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত···প্রচণ্ড ভূমিকম্প···কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল···ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমক···বাজের গর্জন···পৃথিবী যেন প্রলয়ের কলরোলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সে-কলরোল বিদীর্ণ করে দৈববাণী শোনা গেল—'ভালোবাসা, বিশ্বাস, ও সৎকর্ম করো···স্বর্গে আমার পাশে আসন পাবে।'

* * * *

বালথাজারের দেহ নিয়ে আসা হলো। দাসদাসী পরিজনরা এলো—শেষ দেখা দেখলো। কিন্তু তাঁর মেয়ে ইরাস! ইরাস কোথায়? বেন হুর ভাবলো, ইরাস তবে কি আত্মহত্যা করেছে?

বালথাজারের দেহ কবরে দিয়ে বেন হুর ফিরে এলো তার প্রাসাদে—মায়ের কাছে, টিরার কাছে। সকলে যীশুর শোকে কাতর। বেন হুর বললে—'কার জন্য শোক করছো, মা! প্রভুর কি মৃত্যু আছে? মৃত্যুহীন ভগবান! তাঁর বাণী আমাদের মন্ত্র··· ভালোবাসা, বিশ্বাস আর সৎ কাজ!'

* * * *

ক'বছর পরের কথা···

জেরুজালেমের হুর-প্রাসাদে থাকেন বেন হুরের মা আর টিরা।

www.BanglaBook.org

বেন হুরের সঙ্গে এসথারের বিয়ে হয়েছে—এসথারকে নিয়ে বেন হুর থাকে ইতালিতে কুইন্টাসের দেওয়া সেই বাগান-বাড়িতে।

সেদিন দুপুর বেলা—বেন হুর বাড়ি নেই। সাজানো কামরায় বসে টিরা খেলা করছে বেন হুরের দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে···এসথার বসে দেখছে তাদের খেলা!

টিরা আর মা এখানে কিছুদিন হলো এসেছেন।

একজন বান্দা এসে জানালে—'একটি মেয়েলোক এসেছেন, হুজুরাইন···'

এখানে হুজুরাইন হলো এসথার। মা কর্তা হলেও তিনি ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন, সংসারের ভার এসথারের উপর।

এসথার বললে—'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।'

বান্দা অতিথিকে পৌঁছে দিয়ে গেল, তাকে দেখে এসথার চমকে উঠলো।

এসথার বললে—'আপনাকে আমি জানি। আপনি···'

তার কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি বললে—'আমি ইরাস! বালথাজার ছিলেন আমার বাবা!'

ইরাসকে এসথার দিলে বসবার কুর্সি···ইরাস বললে—'না, আমি বসবো না। এখুনি আমি চলে যাবো।'

দু'জনে দু'জনকে দেখছে। ইরাস দেখছে, এসথার অপরূপ সুন্দরী···দেখছে, সুখের সংসার, দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে—বুঝলো, এসথার ভাগ্যবতী। এসথার দেখছে ইরাসকে···তারি সমবয়সী··· কিন্তু মুখে-চোখে মলিন ছায়া···দেখলে মনে হয়, এ-বয়সে অনেক যাতনা পেয়েছে।

ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে ইরাস বললে—'তোমার ছেলে-মেয়ে?'

—'হ্যাঁ! ভাব করবে ওদের সঙ্গে?'

—'না।' ইরাস শিউরে উঠলো, বললে—'শোনো, তোমার স্বামী বাড়ি নেই। এলে তাঁকে বোলো তার চিরশত্রু মরে গেছে। আমাকে যে যাতনা দিত, আমার হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

এসথার চমকে উঠলো—'কে শত্রু?'

—'মেশালা।'

এই কথা বলেই ইরাস চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইরাসকে চলে যেতে দেখে, এসথার বললে—'থাকো না আরেকটু ···ওঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর যেয়ো। তোমাকে উনি খুঁজছেন, এখনো খোঁজা ছাড়েন নি। তিনি তোমার পর নন—আমিও তোমাকে দেখি বোনের মতো···আমরা খ্রীস্টান!'

ইরাস বললে—'না, আমাকে মিথ্যা ডাকা। আমি আজ যা হারিয়েছি, এ শুধু আমার···'

বাধা দিয়ে এসথার বললে—'আমরা তোমার কিছু করতে পারি না?'

ইরাস তাকালো এসথারের ছেলেমেয়েদের দিকে! তা দেখে এসথার বললে—'এদের তোমার ছেলেমেয়ে বলেই মনে কোরো।'

ইরাস ঝুঁকে এসে ছেলেমেয়ের মুখে চুমু দিলে—তারপর দাঁড়িয়ে তাদের পানে তন্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে দু-চার মিনিট চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ ঘুরেই কোনো কথা না-বলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

বেন হুর বাড়ি ফিরে এলে এসথার তাকে বললে ইরাসের কথা —শুনে বেন হুর স্তম্ভিতের মতো কৌচে বসে পড়লো।

তিন

রোমের সিংহাসনে সম্রাট এখন নিরো।

সাইমণ্ডিস বেঁচে আছে। খ্রীস্টানদের উপর নিরোর পীড়ন-নিগ্রহ চলেছে অমানুষিক রকম।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সাইমণ্ডিস এলো মিলেনিয়ামে···বেন হুরকে জানালো নিরোর নিগ্রহের বৃত্তান্ত।

কী করে এ-নিগ্রহ বন্ধ করা যায়, দু'জনে চিন্তা করছে···বান্দা এসে একখানা চিঠি দিলে বেন হুরের হাতে।

বেন হুর বললে—'কে দিয়েছে এ-চিঠি?'

—'একজন আরবী।'

—'কোথায় সে?'

—'চিঠি দিয়ে গেল, দাঁড়ালো না, কোনো কথাও বললো না, তখুনি চলে গেল!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—'আশ্চর্য ! কী এমন চিঠি !'

লেফাফা ছিঁড়ে চিঠি বার করে বেন হুর চিঠি পড়লো···এল-দারিম সাহেবের ছেলে চিঠি লিখেছে।

চিঠিতে লেখা,—আন্তিয়াসের তালবন ছাড়া তাঁর সব সম্পত্তি শেখ-সাহেব দলিল লিখে দান করছেন বেন হুরকে—তালবনটা শুধু তাঁর ছেলেকে দিয়েছেন। এল-দারিমের ছেলে চিঠিতে আরো লিখেছে, বাপের এ-দানে ছেলের অন্তরের যোগ আছে, ছেলে এতে খুব খুশী।

চিঠি পড়ে বেন হুর তাকালো সাইমণ্ডিসের দিকে।

সাইমণ্ডিস বললে—'প্রভুর কৃপা। এ-দান তুমি মাথা পেতে নেবে।'

—'কিন্তু···'

—'কিন্তু নয়, জুডা।' সাইমণ্ডিস বললে—'তোমার নিজের এত সম্পত্তির এক কপর্দকও তুমি বিলাস-ভূষণে অপব্যয় করছো না, প্রভুর মন্দির তৈরি করতে খরচ করছো···প্রভুর সেবা করতে তোমার সর্বস্ব তুমি ব্যয় করছো···রোমানরা খ্রীষ্টানদের উপর যতই পীড়ন করুক, একটা জিনিসের এতটুকু অমর্যাদা করবে না তারা—প্রভুর কবর, সে কবরের মর্যাদা তারা এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আমি বলি,—প্রভুর কবরের নীচে তুমি তৈরি করো প্রভুর মন্দির। রোমানরা সে-জায়গা স্পর্শ করবে না···সেইখানে খ্রীষ্টানরা পাবে নিরাপদ আশ্রয়—প্রভুর বাণী-প্রচারের তাহলে কোনো বাধা থাকবে না।'

বেন হুর বললে—'খুব ভালো কথা বলেছেন। কালই আমি সেখানে যাবো, গিয়ে সেই ব্যবস্থাই করবো।'

বেন হুর তাকালো এসথারের দিকে, বললে—'তুমি কী করবে, এসথার ?'

বেন হুরের হাত ধরে তার দিকে চেয়ে এসথার বললে—'আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, প্রভুর সেবার কাজে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—আমি তোমার স্ত্রী—সহধর্মিণী !'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG